পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ

(প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী লেখক গনের জীবনী)

★ প্রথম সংস্করণ ★

—বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

॥ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম ॥

। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট । শ্রীচৈতন্য ডোবা । হালিসহর ।

উত্তর ২৪ পরগণা । পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা।
সম্পাদক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
প্রথম সংস্করণ : ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।
১লা মাঘ ১৪০৩ সাল

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

২। মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা : ৭০০০৭৩
ফোন : ৩১-১৪৭৯

৩। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২।১৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা : ৭০০০৭৩

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৬৮, বিধান সরনী,
কলিকাতা : ৭০০০০৬
ফোন : ৩২-২১০৮

ভিক্ষা— তিরিশ টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস,
শ্রীচৈতন্যডোবা।

॥ ভূমিকা ॥

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ফোন—

কো-অর্ডিনেটার ঃ ডি,এস,এ, বাংলা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ০৩৪২-৬৫০৮২

কো-অর্ডিনেটার ঃ করেসপনডেন্স বাংলা এম,এ, বঃ বিশ্বঃ ব্লক-এ ফ্ল্যাট-৬

ভূতপূর্ব রিসার্চ স্কলার ঃ বৈষ্ণব সাহিত্য শাখা, বঃ বিশ্বঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন — বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া। আর সেই নিমাই-চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে বাঙলা ও বাঙালী জীবনে এক আকস্মিক বিশাল ও সর্বব্যাপী আলেড়ন উঠেছিল। সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে তাঁকে অবলম্বন করে মানুষের ভক্তির উচ্ছ্বাস, ভালোবাসার আত্মীয়তা বোধ, দেবত্বের স্পর্শ, অন্তরের আলোড়ন, কবিত্বের অফুরন্ত নির্ঝর, অলংকার দর্শন ও বিধি রচনার আশ্চর্য মনন শক্তি, ধর্মচেতনার প্রগাঢ় অনুভূতি এবং ধর্মানুষ্ঠানের আন্তরিক সাধনা আশ্চর্যভাবে সর্বব্যাপী রূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল। বাঙালী চৈতন্যের ভাবপুষ্ট হয়ে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করেছিলো। চৈতন্যের জীবন সাধনা সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিলো মানুষের অন্তর সাধনাকে। তাঁকে ঘিরে মানুষ যে কি করবে কি লিখবে কি ভাববে সেই নিয়ে আত্মহারা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমা.ণ বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাঙলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপুর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষন করিয়াছিল।" আর তারই ফলে চৈতন্যের জীবদ্দশায় ও পরে অগণিত বাঙালীর কণ্ঠে গানের পর গান ধ্বনিত হয়েছে। কতভাবে যে সে গান তরঙ্গায়িত হয়েছে, তার ইতিহাস আমাদের অজানা।

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে নানা রকমের সাহিত্য রচিত হয়েছে। সেগুলিহচ্ছে—বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌরাঙ্গ পদাবলী, চৈতন্য জীবনী ও চৈতন্যের

নাম নিয়ে 'নাগরী-পদাবলী'। এছাড়া তাঁকে অবলম্বন করেই সেকালে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনার একটা অসম্ভব জোয়ার এসেছিল এবং সেই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চৈতন্যের পূর্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোনো কবি-ই পদ লিখছেন বলে জানা যায়নি। কিন্তু চৈতন্যের সমকালে ও পরবর্ত্তীকালে এত অসংখ্য কবি পদ লিখেছেন যে সংখ্যায় যাঁরা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারেন। বৈষ্ণব পণ্ডিত ও পুঁথি সংগ্রাহক পদাবলী সাহিত্যের ভগীরথ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রকম ২০৮ জন কবির প্রায় চার হাজার পদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এদেশে এটি বৃহত্তম পদাবলী সংকলন। তারপরেও কাঞ্চন বসু প্রমুখ কেউ কেউ পদাবলী মুদ্রণে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু পুঁথি সংগ্রহ করে নতুন পদ আবিষ্কারের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালাননি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে হালিসহর চৈতন্য ডোবার শ্রীপাদ ঈশ্বপুরীর শ্রীপাটের অধ্যক্ষ ও শ্রীশ্রী বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর সম্পাদক ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বাবধায়ক সুপণ্ডিত শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী তাঁর একক প্রচেষ্টায় অন্তত পঞ্চাশটি বৈষ্ণবগ্রন্থ সম্পাদনার পর সম্প্রতি চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও পদ সংকলন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। ১৩৬১ বঙ্গাব্দে ডঃ সতীঘোষ 'প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য' নামক গ্রন্থে মাত্র নয়জন চৈতন্য সমকালীন কবির ২২৮টি পদ প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে অনেকগুলি পদই চৈতন্যোত্তর কালের অন্য কবির লেখা, নরহরি সরকারের নামে তা তিনি ছেপেছেন। এ বিষয়ে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত নরহরি চক্রবর্ত্তী জীবনীও রচনাবলী গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবুও ঐতিহাসিক বিচারে সতীঘোষের গ্রন্থ মূল্যবহ। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই পণ্ডিত কিশোরী দাস বাবাজী তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্য সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের জীবনী সহ বৃহৎ পদ সংকলন প্রস্তুত করেছেন। এতে নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদণ দাস, ছাড়া গোবিন্দ দাস, রাধামোহন, প্রেমদাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী ও আরো অসংখ্য কবির জীবনী এবং প্রভূত পদ সংকলন করে দিয়েছেন। চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী এত কবির এত অগনিত পদ যে

ছিল, তা আমাদের জানা ছিল না। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী পরম নিষ্ঠায় দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে নানা স্থান থেকে নানাভাবে এই সব পদ সংকলন করেছেন তৎসঙ্গে পদ লেখক গণের পরিচিতি ও প্রদান করেছেন এবং নিজের সামর্থ মতো দুইটি সুন্দর সংকলন প্রকাশ করে পদাবলী রসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। বিশাল পদ সমুদ্রকে "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" নামে ইতিপূর্ব্বে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে নরহরি সরকারের জীবনী সহ তাঁহার রচিত মোট ১৩৫টি পদ। দ্বিতীয় খণ্ডে নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা বিষয়ক ৬৩৭টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ প্রকাশিত হইতেছে। এই সমস্ত পদকর্ত্তাগণের পদাবলী গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা বিভাগ করতঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। অধুনা পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ গ্রন্থে গ্রন্থকার কিশোরী দাস বাবাজী বিশেষ বিচক্ষনার সহিত বিচার বিশ্লেষন করিয়া ১৭৯ জন পদকর্ত্তার জীবনী প্রকাশ করেছেন এতে বহু অজ্ঞাত পরিচয় পদাবলী লেখকের পরিচয় পাওয়া যাবে। বাংলা সহিত্যের ইহা একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। গবেষনারত ছাত্র ছাত্রী ও বিদ্বৎ সমাজকে গবেষনার প্রভূত খোরাক যোগাবে বলিয়া আশা রাখি। এই গ্রন্থ ও তাই ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কাতিক প্রভূত মূল্যায়ণ করেছিল বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে নরহরি দাস, প্রেমদাস পর্য্যন্ত এক যুগ সন্ধিক্ষন সৃষ্টি হয়েছিল। তাহারই প্রভাব পুষ্ট বাংলা ভাষার পরবর্ত্তী কবি ও সাহিত্যিকগণ। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী "পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ "গ্রন্থখনি প্রণয়ন করে বংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুরধা গণের পরিচিতি প্রকাশ করতঃ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। একদা পদাবলী সাহিত্যের ওপর এদেশে গ্রন্থের অভাব ছিলনা। কিন্তু সম্প্রতি পদাবলীর পাঠক বিরল বলে বিষয়টি যেমন গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি পদাবলী গ্রন্থের সংগ্রাহক ও প্রকাশক দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে যখন পদাবলী সাহিত্যের এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা তখন কিশোরী দাস বাবাজীর এই প্রচেষ্টা আমাদের আশান্বিত ও আনন্দিত করে। আর এ জন্যেই আমরা পদাবলীর গবেষক পাঠক ও গায়কেরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সর্বোপরি এই দুর্মূল্যের বাজারে নামমাত্র মূল্যে তিনি

যে এই বই সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন, তাতে ও আমরা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করছি। আর এই মহৎগুনের জন্যেই বাঙালী সমাজ বাবাজীকে চিরকাল স্মরণ করবে।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে বাবাজীর এই পূণ্য কর্মকে আনতশিরে প্রনাম জানাই। পণ্ডিত জগৎবন্ধু ভদ্র, সতীশচন্দ্র রায়, হরিদাস দাস. ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী এই কিশোরী দাস বাবাজী বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশের যে উদ্যম নিয়েছেন, আমি মনে করি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তাঁকে যথোচিত সাহায্য করবেন যাতে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির এই পূজনীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে আরো অনেক কিছু আরো সুন্দরভাবে দিয়েযেতে পারবেন। তাঁর এই গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত হলে দেশও জাতির যথাযথ কল্যাণ সাধিত হবে। আমরাও অনুভব করতে পারবো যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সে কালে সাহিত্যের কি বিপুল রত্ন ভাণ্ডার আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন আর যেই 'রত্নভাণ্ডার' কে জনসমাজে উপস্থাপন করে কিশোরী দাস বাবাজী যে পুণ্যকর্ম করলেন তা তুলনারহিত। আমি দেশবাসীর পক্ষ থেকে বাবাজীকে শ্রদ্ধাও অভিনন্দ জানাই।

বর্ধমান
২৬। ৪। ৯৬

মিহির চৌধুরী
কামিল্যা

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অহৈতুকী করুণায় 'পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্রের মূর্ত্ত প্রতীক। শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা অবলম্বনে কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্যাদি প্রভৃত গ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র উপলব্ধি করিতে অনেক অধ্যবসায় ও প্রতিভার প্রয়োজন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগন যেন ছন্দ বৈচিত্রে তুলিকা দিয়ে প্রেমলীলা বৈচিত্র পরিস্ফুট করেছেন। যাহা পাঠ করে গৌরগোবিন্দের প্রেমলীলা অতি সহজে হৃদয় পটে পরিস্ফুট হয়। তাই নিজরস আস্বাদন করি শ্রীগৌর সুন্দর নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান করে জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীর বর্ণনে রস আস্বাদন করতঃ নিজরসে বিভোর থাকিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড—২ পরিচ্ছেদ

"চন্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায় শুনে পরম-আনন্দ"॥

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করতঃ সমগ্র ভক্ত সমাজের আস্বাদনের পথ নির্দ্দেশ করেন।

পদাবলী কিভাবে সাধককে অতিঅল্প সময়ে দিব্যভাবে ভাবাবীষ্ট করে; শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তদানুগত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ পরম্পরায় শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা বৈচিত্র এক অভিনব ভাব উদ্দিপনে রস বিন্যাস করেছেন।

জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের লেখনী প্রসূত সাহিত্য ও রস ভাণ্ডার পরবর্ত্তী সাহিত্য প্রেমিক ও রস পিপাসুগণের রসমাধুর্য্য বিজড়িত সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বৈচিত্র অবলম্বনে সর্বাগ্রে লেখনী ধারন করেন শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলার সঙ্গী শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। তাহার রচিত পদের বর্ণন যথা—

"গৌরলীলা দরশনে, বড় ইচ্ছা হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিলে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পুরাইবেন পহু ॥
গৌর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্নন ।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা ।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিয়ে মনের দুঃখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥

নরহরি সরকার ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে গৌরলীলা পদ রচনা করিয়া গৌর প্রেমানুরাগী গণকে গৌরলীলা বর্ণনে উদ্বুদ্ধ করিলেন ; তৎসঙ্গে ভাব মাধুর্য্যের দিক দর্শন করিলেন। তদনুকরনে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ব্রজভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা বৈচিত্র পদাবলী রচনার মাধ্যমে জগতে বিশেষভাবে প্রতিভাত করেন। তদনুকরনে মুরারী গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরবর্ত্তী গোবিন্দ দাস, রাধামোহন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে প্রেমদাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী ক্রমে পরবর্ত্তী বহু পদকর্ত্তা পদাবলী রচনা ও সংকলন করে পদাবলী সাহিত্য ভাণ্ডারকে এক অভিনব রূপ প্রদান করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অবদান বিষয়ে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের প্রথম সংস্করনে প্রকাশকের নিবেদন হইতে সংগৃহীত—

"বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমৃদ্ধতম সাহিত্য। ভাবের ঐশ্চর্য্যে এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যে প্রকাশ ভঙ্গীর চারুত্ব এবং বৈচিত্র্যে এই পদ গুলি পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকের গীতি কবিতার সহিত তুলনায় গর্বের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সাহিত্যের গীত কবিতার সহিত তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলীর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অন্যান্য সাহিত্যের গীতি কবিতা শুধু সাহিত্যের সামগ্রী। বিশেষভাবে সাহিত্যিকগণই তাহার রসাস্বাদনের অধিকারী কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার অনেকগুলি দিক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মানুষের ধর্মবোধ এবং সাহিত-বোধের একটি অপূর্ব সমন্বয়

ঘটিয়াছে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রূপে ইহার চমৎকারিত্ব অনুশীলিত চিত্তে যেমন একটি গভীর আবেদন সৃষ্টি করে তেমন রম্য স্পন্দনের ভিতর দিয়া একটি আধ্যাত্মবোধের ঈষৎ জাগরণ ইহার রসাস্বাদনকে পরিস্পুষ্ট এবং পরিস্রুত করিয়া তোলে। বাঙলার বৈষ্ণব সাধকগণের নিকটে এই পদাবলী আবার আধ্যাত্ম সাধনারই অবলম্বন লীলা কীর্ত্তন বৈষ্ণব সাধনারই অঙ্গ। ধর্ম এবং সাহিত্য এই উভয় দিক হইতেই বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলাদেশের সমাজ জীবনের সর্ব স্তরের জনসাধারণের মধ্যেই একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বাঙলার উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও যেমন সূক্ষ্মরুচির বিদগ্ধ জনের মধ্যে এই পদাবলী সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ ও আস্বাদন, আবার বাঙলার অসংখ্য মন্দির প্রাঙ্গণেও ইহার তেমনিই সোৎসুক গ্রহন বাঙলার মাঠে ঘাটে, পথে প্রান্তরে, সর্বত্রই ইহার সর্বস্তরের লোকের দ্বারা সর্বস্তরের লোকের মধ্যে পরিবেশন। এই ভাবেই বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলার জনসমাজের মধ্যে একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

সর্ব্বজন সমাদৃত বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা তথা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সাধকাদির সমাদর পরিদৃষ্ট হইয়া সেই সকল পদাবলী রচয়িতাগণের পরিচিতি প্রনয়ণে উদ্যোগী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যিকগণ পদাবলী রচয়িতাগণের পরিচিতি নিয়ে বহু বিচার বিবেচনার বিশ্লেষণ করে প্রভূত গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। আমি লেখনীমুখে তাহাদের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিতেছি। পদাবলী সাহিত্য পর্য্যালোচনায় যে সকল পদকর্ত্তাগণের পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সকল পদকর্ত্তাগণের পরিচিতি বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে একত্রে সান্নবেশিত করিলাম। তাঁহাদের বিরচিত পদাবলী "পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" নামক গ্রন্থে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। পদকর্ত্তাগণের জীবনী যথা সম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখিত হইল বিশেষ প্রমাণ ভিত্তিক জীবনীগুলি জ্ঞাত হইতেমৎপ্রণীত শ্রীগৌরভক্তামৃত গ্রন্থ অনুশীলন করুন।

গৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের জীবন চরিত শাস্ত্রের প্রমান উল্লেখ পূর্ব্বক দশ খণ্ডে সমাপ্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ গ্রন্থে পদকর্ত্তাগণের জীবনী সহ তাঁহাদের পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। পাঠকবৃন্দ আমার ত্রুটিগুলি নিরূপন করে সুযোগ্য প্রমান ভিত্তিক জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে এবং 'পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ' গ্রন্থে পদকর্ত্তাগণের পদাবলী প্রকাশ কালে তাহাদের পরিচিতি পরিমর্জ্জিত ভাবে প্রকাশ করিব। পাঠকবৃন্দ অসঙ্কোচে জানাইবেন, কারণ পদাবলী রচয়িতাগণের পরিচ্ছন্ন পরিচিতি জনমানসে প্রতিভাত হউক ইহাই একমাত্র কাম্য। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। তাই সেই সকল সাহিত্যিকগণের পরিচিতি সঠিক ভাবে নিরূপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতির কর্ণধার এই পদাবলী রচয়িতাগণে জীবন চরিত বাঙালীর স্মৃতিপটে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থেকে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক; ইহাই কাম্য।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
সন ১৪০৩ সাল, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

নিবেদন—
শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের
কৃপাপ্রার্থী
দীন
কিশোরী দাস

ঃ সূচীপত্র ঃ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

ঃ পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঃ

গ্রন্থারম্ভ ঃ—

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য স্রষ্টা কবি ত্রয়ের পরিচয়

কবি জয়দেব

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় কীর্ত্তন জগতের আদি পথ দ্রষ্টা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের নাম চির স্মরণীয় কবি জয়দেব সবার পুরধা। এই কবি ত্রয়ের বন্দনায় পদ কল্পতরুগ্রন্থের সঙ্কলক শ্রীবৈষ্ণব দাসের বর্ণন—

জয় জয়দেব, নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী, দাস রস শেখর, অখিল ভুবনে অনুপম॥
যা কর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর, চন্দ্র আস্বাদিলা, রস যার স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব, উদয় কর অন্তরে, তব গাওই তুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু, পাষান গলি যায়ত, ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপত, যতন করি পহুঁ মোর, জগতে করল পরকাশ॥
সো রস শ্রবনে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

জয়দেবের মহিমা বর্ণনে নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণন যথা—

বিপ্রকুল অবতংস কবিভূষণ, ভুবনে কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা, কেন্দু বিল্বতে বসতি যাঁর॥
শ্রীরাধা মাধব, সেবা সুবিগ্রহ, কেবা না হেরিয়া ভুলে।
যে রস অমিয়া, পিয়া দিবানিশি, ভাসয়ে আনন্দ জলে॥
পদ্মাবতী সহ, গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে।
পশুপক্ষী ঝুরে, শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কিন্নর মরয়ে লাজে॥

যাঁর বিরচিত, শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ সুকোমল তাতে।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ যাহা, শুনয়ে আনন্দ মাতি।

জয়দেবের নিজ পিতৃ পরিচয় বিষয়ে তাঁহার স্বরচিত শ্রীগীত গোবিন্দ গ্রন্থের দ্বাদশ সর্গের ত্রিশ শ্লোকের বর্ণন যথা—

শ্রীভোজদেব প্রভাবস্য বামাদেবী সুত শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ্ঠে শ্রীগীত গোবিন্দ কবিত্বমস্তু॥

ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে যাঁর আবির্ভাব সেই কবি জয়দেব রচিত এই গীত গোবিন্দ কাব্য পরাশরাদি বন্ধুগণের কণ্ঠে বিরাজ করুক।

জয়দেববীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে আবির্ভূত হন। জয়দেবের পিতৃ পরিচয় ভিন্ন তাঁহার জন্মকাল, বাল্য জীবন, অধ্যয়নাদি বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে যে তাঁহার বিশেয় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা তাহার শ্রীগীত গোবিন্দ রচনার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়।

জয়দেব রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবিগণের পুরধা ছিলেন। লক্ষণ সেনের রাজসভার কবিপঞ্চকের নাম ধোয়ী, উমাপতিধর গোবর্দ্ধন, শরণ ও জয়দেব।

কবি জয়দেব স্বরচিত শ্রীগীত গোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গে ইহাদের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন।

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর—সৎ—প্রমেয়—রচনৈরাচার্য্য—গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতি ধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

শ্রেষ্ঠ কবি উমাপতি বাক্য বিন্যাসে সুপরিচিত, কঠিন কঠিন শব্দ চয়নে আর দ্রুত লেখনীতে শরণের খ্যাতি চারিদিকেই বিরাজমান, আদিরসের ছোট ছোট কবিতা রচনায় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। শ্রুতিধর হিসাবে কবিরাজ ধোয়ীর সুনাম সর্ব্বত্রই কিন্তু কবি শ্রেষ্ঠ জয়দেবই একমাত্র কবি যিনি সর্ব্ব ভাবময়, সর্ব্বরসযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। ফলে জয়দেবের আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অনুমেত

হয়। জয়দেব সংসারে উদাসীন হইয়া নীলাচলে গমন করতঃ করোয়া কান্থা সম্বল করে বৃক্ষতলাশ্রয়ী হইলেন। এদিকে আপত্যহীন এক ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে আগমন করতঃ শ্রীজগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন সহকারে বলিলেন যদি পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান লাভ হয়, তাহাকে তোমার পাদপদ্মে সমর্পন করিব। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এককন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। যথা সময়ে কন্যা সন্তান আনিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে সমর্পন করিলেন।

তথাহি---ভক্তমালের ১২ মালা

"জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সোঁপিলা। প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী। কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে। তাঁহারে লইয়া কন্যা সোঁপহ তুরিতে॥
তেঁহ মোর দাস, তব কন্যা হবে দাসী। অতএব তাহে মুক্তি পাব সুখ রাশী॥

বিপ্র জগন্নাথের কৃপাদেশে জয়দেব সমীপে নিবেদন করিলেন। জয়দেব জগন্নাথের আদেশে বিপ্র কন্যা পদ্মাবতী কে গ্রহণ করিলেন এবং একটি ঝুপড়ী নির্ম্মান করিয়া শ্রীরাধা মাধব শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ সেবানন্দে বিভোর হইলেন। ভাবাবেগে শ্রীগীত গোবিন্দরচনা করতঃ শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র প্রতিভাত করেন। "দেহি পদ পল্লব মুদারম" শ্লোক রচনার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের নিগূঢ় সম্বন্ধের এক পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। জয়দেবের পদরচনা, পদ্মাবতীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও সেবা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাসনা পূরণের মধ্যমে ভক্তের প্রেম বৈচিত্রের প্রকাশ ও তাঁহার ভক্ত বাৎস্যলতার অভূতপূর্ব্ব প্রেম বৈচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়দেব কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপিত হওয়ায় ক্ষেত্ররাজ নিজে শ্রীগীত গোবিন্দ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমত্যগণকে প্রচারের নির্দ্দেশ দিলেন। সভাসদ পণ্ডিত মণ্ডলী রাজার রচিত গ্রন্থ অপেক্ষা জয়দেব কৃত গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণণ করায় রাজা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

তথাহি—ভক্ত মালের দ্বাদশ মালা

ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরের প্রভুস্থানে। দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারনে॥
কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা। নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভুর চরণে ক্ষেপিলা॥
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া। বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল। না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥

জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে। তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥
জগন্নাথ কৃপামৃত পাইয়া রাজন। আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগণ॥

এই ভাবে জগন্নাথ জয়দেবের কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের মহিমা জগতে প্রতিভাত করিলেন। একদা গৃহের ছাউনি দিতে গিয়া রৌদ্রে ভক্তের কষ্ট পরিলক্ষিত করতঃ জগন্নাথদেব ভক্তের সহযোগিতায় ব্রতী হইলেন। সাহার্য্যে রত পদ্মাবতী কার্য্যান্তরে গেলে জগন্নাথদেব ভক্তের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন—

তথাহি—তত্রৈব

ছাপন হইতে তবে জিজ্ঞাসেন্ তাঁরে। এই গিরো ফুঁড়ি দিলা পুন দেখি দূরে॥
পদ্মা কহে আমি নাহি গিরে ফুঁড়ি দেই। সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই॥
রাধা মাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা। বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুঃখ ভেল॥

ভক্ত বৎসল ভগবানের মহিমা প্রকাশের জন্য কতই না লীলা করেন। ভক্ত যেমন ভগবানের মহিমা ব্যক্ত করিয়া জগতের ঈশ্বর লীলা বৈচিত্র প্রকাশ করেন। তৎসঙ্গে ভগবান ভক্তের ভক্তির মহিমা পরিস্ফুট করতঃ তাঁহার ভকত বাৎসল্যের দিক দর্শন করান।

একদা জয়দেব ভগবৎ সেবার আনুকুল্য গ্রহনের জন্য দেশান্তরে গমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। দস্যুগণ তাহার হস্তপদ কাটিয়া শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। জয়দেব কূপ মধ্যে রহিয়া কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে বিভোর রহিলেন। এদিকে এক রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া জয়দেবের দর্শন পান। রাজা কূপ হইতে জয়দেবকে উত্তোলন করতঃ শিবিকা আরোহনে প্রাসাদে আনিয়া প্রভূত পরিচর্য্যা করেন এবং তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য নিবেদন করেন। জয়দেব বৈষ্ণব সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে রাজা মহাসমারোহে বৈষ্ণব সেবায় ব্রতী হইলেন। জয়দেবের আঘাতকারী দস্যুগণ সম্পদ লালসায় বৈষ্ণব বেশে রাজা বাড়িতে উপনীত হইলেন। ছদ্মবেশী দস্যুগণকে জয়দেব চিনিতে পারিয়া রাজাকে বলিলেন, ইহাদের যথাযোগ্য সম্মান সহকারে মহাসমাদরে পরিচর্য্যা করিবেন। দস্যুগণ জয়দেবকে চিনিতে পারিয়া পূর্ব্বকৃত কার্য্যের কথা চিন্তা করতঃ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজার বহুমুখী পরিচর্য্যা তাহাদের চরম উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণের উদ্বিগ্নতা দেখিয়া রাজা জয়দেব সমীপে নিবেদন করিলে; জয়দেব সেবক সহ বহু অর্থ সম্ভার প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেবক সহ

বৈষ্ণবগণ কিছুদূর গিয়া সেবক গণকে বিদায় দিতে চাহিলে সেবকগণ বলিল, রাজ প্রসাদে বহু বৈষ্ণব এল কিন্তু আপনাদের প্রতি এত সম্মান মর্য্যাদা কেন ? বৈষ্ণব বেশ ধারী দস্যুগণ আপনাদের গোপন করতঃ বলিলেন, এই সাধু এক রাজবাড়ীর চাকর ছিল। কোন অপরাধে ইহার মৃত্যুদণ্ড হয় আমরা হত্যা না করিয়া হস্ত পদ কাটিয়া অব্যাহতি দিলাম। সেই চাকর
এখন সাধু হইয়াছে, পাছে গোপন তথ্য আমরা বলি তাই আমাদের এত প্রকারের যত্ন। সেবকগণ এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইল না। বরং চ বৈষ্ণব অপরাধেদস্যুগণের অসৎ গতি হইল। তথাহি—

হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দস্যুগণে। মৃত্তিকা ভিতরে নিঞাদাবে ক্রোধ মনে ॥
রাজভৃত্য গণ দেখি অবাক্ হইল। সাধুদ্বেষা এই দুষ্ট মনে বিচারিল ॥

সেবকগণ রাজা সমীপে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। রাজা জয়দেবের সমীপে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। ঘটনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের হস্তপদ পূর্ব্ববত হইয়া গেল। তথাহি—তত্রৈব—

কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্ববত। হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥

কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া জয়দেব পদ্মাবতী সহকারে পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। তথায় কতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মহিমা প্রকাশ করতঃ শ্রীরাধামাধব সহ বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। জয়দেবের প্রেম মহিমায় অদ্যাপি ও জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগীত গোবিন্দ কীর্ত্তন হইয়া থাকে। জয়দেব বৃন্দাবনে গমন করিয়া কেশীঘাটে অবস্থান করেন। তথাহি—

বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা। কেশীঘাট সন্নিধানে আনন্দে রহিলা ॥
কোন মহাজন রাধা মাধবে হেরিয়া। আদ্র হইয়া দিলা মন্দির বনাইয়া ॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে। ঠাকুর লইয়া গেলা রাজা জয়পুরে ॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটি নাম রম্যস্থানে। বিরাজ করয়ে চাঁদ ছলকে বদনে ॥

জয়দেব কেন্দুবিল্বে অবস্থান কালীন একদিন গঙ্গাস্নানের জন্য যাইতে না পারায় গঙ্গা নিজেই কেন্দুবিল্বের সমীপে উপস্থিত হন। রানীর পরীক্ষায় জয়দেবের অন্তর্দ্ধান শ্রবনে পদ্মাবতীর দেহত্যাগ, জয়দেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণ নাম প্রদানে পদ্মাবতীর প্রাণ সঞ্চার, মালিনী কর্ত্তৃক বেগুন ক্ষেতে গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তনে জগন্নাথের বস্ত্রে বেগুনের কাঁটা, আর অশ্বারোহী যবন কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তনে শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন প্রভৃতি জয়দেবের অত্যুজ্জ্বল প্রেমবৈচিত্রের পরিচায়ক। এই সকল ঘটনা ভক্তমাল গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঃ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির জীবনী ঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বভাগে যাহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা রস মাধুর্য্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমে জনমানসে রূপরেখায় পরিণত করিয়াছেন ; কবি বিদ্যাপতি তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরায় নিজ রস আস্বাদন কালে বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যে ১৫ পরিচ্ছেদ।

'কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ। ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ'॥

বিদ্যাপতির কবিত্বের স্ফুরণ বিষয়ে পদকর্ত্তা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত পদ

যথা—পদকল্পতরু ২। ৫ পদ।

"জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ। যাক সরস রস পদ অপরূপ॥
লছিমা রূপিনী রাধা ইষ্ট বস্তু যার। যারে দেখি কবিতা স্ফূরয়ে শতধার॥
পঞ্চগৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায়। রাজ কবি করি যারে রাখিলা সভায়॥
সরস সালঙ্কার শব্দ নিচয়। যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফুরয়॥
কবিতা বনিতা যারে করিলেন পতি। নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি॥

তথাহি—বিদ্যাপতি কবিভূপ।

অগণিত গুণজন, রঞ্জন ভনবকি, সুখময় কি পিরীতি মূরতি রসকূপ॥
শিশু সময়াবধি, অধিক পরাক্রম, বিরচিল দেব চরিত বহু ভীতি॥
কোই করল, উপদেশ পরম রস, উলসিত তাহে নিরত রহু মতি॥
শ্রীশিবসিংহ, নৃপতি লছিমা প্রিয়, অতুল মিলন যশ বিদিতাহি ভেল॥
শ্যামর গৌর, কেলিমণি সম্পুটে, যতনে উগারি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক, গীত নব অমিয়, পিবিপিবি জীবই রসিক চকোর॥
নরহরি তাক, পরশ নাহি পাওল, বুঝিব কি ও রস মঝু মতি ঘোর॥"

বিদ্যাপতির মহিমায় শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ৩টি পদ ও শ্রীগোবিন্দ দাস ২টি পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তিনি মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ বংশানুক্রমে বহুদিন যাবৎ মিথিলার রাজমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন এবং ধনে, মানে, জ্ঞানে ও সর্ববিষয়ে তাঁহারা মিথিলার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেই রাজমন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর একাধারে রাজমন্ত্রী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি ধীরেশ্বর পদ্ধতি নামে দশকর্ম্ম পদ্ধতি রচনা করেন। অদ্যাপিও মিথিলার ব্রাহ্মণগণ এই পদ্ধতির নিয়মে দশকর্ম্ম কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত পণ্ডিত ও মহাধার্ম্মিক ছিলেন। লোকে তাঁহাকে যোগীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি মহাপণ্ডিত ও তৎকালীন রাজা গণেশ্বরের পরম বন্ধু ছিলেন এবং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুর পর গণপতি "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া পরলোকগত বন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন। গণেশ্বরের পুত্র দেবসিংহের রাজত্বকালে গণপতি পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি মিথিলেশ্বর দেবসিংহের রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। বিদ্যাপতির আত্মপরিচয় সম্প্র্কে স্বরচিত পদ যথা—

"জনমাতা মোর গণপতি ঠাকুর ; মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ, কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম, দান কৈল মুঝে, রহ তহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসয়ে, বিদ্যাপতি হই ভান॥"

রাজা শিবসিংহের সিংহাসন আরোহনকাল সম্পুর্কে বিদ্যাপতির বর্ণন—

অনল রন্ধ্র কর লক্খন নয়বত্ত, সক সমুদ্দকর আগণিসশী।
চৈতকারী ছঠি জেঠা মিলিওত্র, বার বেহপ্পই এ জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহুধী • • উচ্ছবৈরৈরস বিসরি গাও॥

২৯৩ লক্ষণাব্দে অথবা ১৩২৭ শকাব্দে চৈত্রমাসে কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় রাজা দেবসিংহ পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর শিবসিংহ মিথিলার রাজা হন। বিদ্যোৎসাহী রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন এবং "বিসফী" নামে একটি গ্রাম দান করেন। এই দান পত্রের অনুলিপির তাম্রফলক মহারাজা দ্বারভঙ্গার পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। বিদ্যাপতি বিসফী গ্রামে বাস ভবন নির্ম্মান করেন। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপিও বিরাজিত। অধুনা বিদ্যাপতির বংশধরগণ সৌরাট নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ তিন বৎসর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করিলে রাণী লছিমা রাজপাটে উপবেশন করেন। রাণী

লছিমার সহিত বিদ্যাপতির প্রণয় ছিল। তাহাকে দেখিলেই বিদ্যাপতির কবিত্বের স্ফুরণ ঘটিত। পদে তাহার প্রকাশ আছে। "রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ। ভনয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥" স্বামীর ন্যায় লছিমা কবিকে স্নেহ যত্নের দ্বারা কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেন। বিদ্যাপতি রাজানুগ্রহে উৎসাহিত ও পরিস্ফুট হইয়া লিখনাবলী, গঙ্গাবাক্যবলী, কীর্ত্তিলতা, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী, বিভাগসার, পুরুষ পরীক্ষা, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার গয়াপত্তন শৈব সর্ব্বস্বসার, প্রভৃতি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি বহু দিন জীবিত ছিলেন। দেবসিংহ, শিবসিংহ, রাণী লছিমা, রাণী বিশ্বাসদেবী ভৈরবসিংহ প্রভৃতির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবার কিছুদিন পরে ১৫০৬ খ্রীঃ একশত ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যাপতি দেহরক্ষা করেন। বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী, কন্যার নাম দুল্লভা। পুত্রের নাম হরিপতি। কথিত আছে—বিদ্যাপতি নিজের অন্তিমকাল আগত বুঝিয়া গঙ্গাভিমুখে রওনা হইলেন॥ বহুদূর অসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখনও গঙ্গা দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তখন চলশক্তিবিহীন বিদ্যাপতি আকুলপ্রাণে মা গঙ্গাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার জন্য এতদূর আসিলাম! তুমি কি আমার জন্য দুই ক্রোশ আসিতে পারিবে না। বিদ্যাপতির আকুল আহ্বানে 'মা গঙ্গা' সাড়া দিলেন। সেই রাত্রেই মা গঙ্গা তথায় আসিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যে গ্রামে দেহরক্ষা করেন সেই গ্রামের নাম "সাহিত বাজিতপুর"। তাঁহার দেহরক্ষা কালীন তাহার রচিত পদ যথা—

"স্বপন দেখল হাম শিবসিংহ ভূপ। বতিস বরসপর পর সামর রূপ॥
বহু দেখল হাম গুরুজন প্রাচীন। আর ভেলহু হাম আয়ু বিহীন॥"

শিবসিংহ রাজার মৃত্যুর ৩২ পরে বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমদদ্বৈত প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে মিথিলায় গমন করিলে বিদ্যাপতির মিলন ঘটে। তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—

"তবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আইলা মিথিলায়। সীতার জন্মস্থান দেখি ধুলায় লোটায়॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন। হেনকালে শুন এক অপূর্ব্ব কথন॥
সুমধুর সুললিত কৃষ্ণগুণ গান। শুনি প্রভু সেইদিকে করিল পয়ান॥
বটবৃক্ষ তলে দেখ এক দ্বিজ রায়। গন্ধর্ব্বের সম কৃষ্ণ গুণামৃত গায়॥"

অত্যাশ্চর্য্য কৃষ্ণরূপ বর্ণনা গীত শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবেশে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতের বৈভব দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন অদ্বৈত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাপতি বলিলেন। তথাহি—তত্রৈব।

"বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি। রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত। গুণগ্রাহী সাধু তুহু তেঁই ইথে প্রীত॥"

অদ্বৈত প্রভু বিদ্যাপতিসহ মিলন করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনে বিদ্যাপতি বিষয়ক তথ্য নিয়ে বর্ণিত হইল।

বিদ্যাপতি পদ রচনায় ৫টি উপাধি পরিলক্ষিত হয়। (১) কবি শেখর (২) দশাবধান, (৩) কবি কণ্ঠহার (৪) পঞ্চানন (৫) অভিনব জয়দেব। তিনি রাজপণ্ডিতের কার্য্য করিলেও নিজ অর্থব্যায়ে বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন। একদা দিল্লীশ্বর মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহকে রাজধানীতে লইয়া চিরকারারুদ্ধ করিবার মনস্থ করিলে কবি বিদ্যাপতি দিল্লীতে গমন পুর্ব্বক মোহকরী কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিল্লীশ্বরকে বিমুগ্ধ করতঃ রাজা শিবসিংহকে মুক্ত করেন। বিদ্যাপতি বংশানুক্রমিক শিবভক্ত ছিলেন। মিথিলায় কয়েক স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির রহিয়াছে। দেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দির অন্তিমস্থান বাজিত পুরেও বাসভূমি বিসপীর উত্তর ভাগে ভেড়বা নামক স্থানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হর ও হরিতে অভেদ জ্ঞানে পদ রচনাযথা—

ভল হরি ভল হর ভলতুঅ কলা। খন পীতবসন খনহি বাঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি। খন শঙ্কর খন দেব মুরারী।
খন গোকুল ভত্র চরাবথি গায়। খন ভিখি মাগিয় ডমরু বজায়॥

• • • •

এক শরীর লেল চই বাস। খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী। ও নারায়ণ ও শূলপনী॥

হরগৌরী সম্বন্ধেও পদ রচনা করেন :—

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি। জয় আধ পুরুষ জয় আধ নারী॥

° ° ° °

আধ চান্দ আধ সিন্দুর শোভা। আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥

ভনে কবি রঞ্জন বিধাতা জানে। দুই করি বাটল এক পরাণে॥

তাঁহার শিবভক্তি বিষয়ে বর্ণন যথা :—

তাঁহার উগনা নামে একটি ভৃত্য ছিল। একদা বিদ্যাপতি উগনা সহ স্থানান্তরে গমন করিলেন॥ পথে অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া উগনাকে জল আনিতে বলিলেন। উগনার মস্তকে জটা ছিল। উগনা গোপনে জটাজাল হইতে জল বাহির করিয়া বিদ্যাপতিকে প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতি গঙ্গাজল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গাজল প্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে নিকটে গঙ্গা নাই, তুমি গঙ্গাজল কিভাবে আনিলে! সেই স্থানটি আমায় দেখাও। উগনা মহা সঙ্কটে পড়িয়া মৌন রহিলেন। বিদ্যাপতি বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিলে উগনা বলিতে লাগিলেন আমি শঙ্কর, তোমার ভক্তির গুণে তোমার ভৃত্যরূপে রহিয়াছি। একথা গোপন রাখিবে। কাহাকেও বলিলে আমি অন্তর্হিত হইব। বিদ্যাপতি তাঁর বাক্যে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বহুমুখী স্তুতিবাদ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদা বিদ্যাপতির স্ত্রী উগনাকে কোন দ্রব্য আনয়নের জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু উগনার ফিরিতে বহু বিলম্ব ঘটায় বিদ্যাপতির পত্নী তাহাকে যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হইলে দূর হইতে বিদ্যাপতি দেখিয়া তাহাকে বিরত করিলেন। এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া আবেগে বলিতে লাগিলেন। "ক্ষান্ত হও সাক্ষাত শিবের অঙ্গে আঘাত করিও না।" অমনি উগনা অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিদ্যাপতি রামচন্দ্র বিষয়েও পদ রচনা করিয়াছেন।

তাত বচনে বেকলে খেপল, জনম দুখহি দুখে গেলা।
স্ত্রীয়ক শোকে স্বামী সন্তাপল, বিরহে বিখিন তনু ভেলা॥
দশরথ নন্দন, দরশির খণ্ডন, ত্রিভুবনে কে নহি জানে।
সীতাপতি পতি, রামচরণ গতি, কবি বিদ্যাপতি ভনে॥

সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থে (শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকৃত) বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে প্রভূত আলোচনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কিছু তথ্য নিবেদিত হইল ঃ—

"কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর রচনা, বিদ্যাপতির রচনা সম্পদ তিনটি ভাষায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। তারমধ্যে সংস্কৃতেই সর্ব্বাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

(১) ভূপরিক্রমা (মহারাজ দেবসিংহের আজ্ঞায় রচিত)। (২) পুরুষ পরীক্ষা (মহারাজ শিব সিংহের আজ্ঞায় রচিত)। (৩) কীর্ত্তিলতা। (৪) কীর্ত্তি পতাকা। (৫) গোরক্ষ বিজয় (সম্ভবতঃ মাহারাজ শিব সিংহের আমলে)। (৬) লিখনাবলী (রাজা বনৌলীর রাজা পুরাদিত্যের আজ্ঞায়)। (৬) শৈবসর্ব্বস্বসার (৮) গঙ্গা বাক্যাবলী (মহারাজ পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায়)। (৯) বিভাস সার (মহারাজ নরসিংহদেবের আমলে) (১০) দানবাক্যাবলী (নরসিংহদেবের পত্নী ধীরমতী দেবীর আজ্ঞায়)। ১১। দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। ১২। গয়াপওলক। বর্ষকৃত্য। ১৪। মনিমঞ্জরী। ১৫। ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী (সম্ভবতঃ চন্দ্রসিংহের আমলে) এছাড়া কয়েকটি পদে বিদ্যাপতি তাঁর পোষ্টাদের উল্লেখ করেছেন, কোন সময়ে এই গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছিল তা মিলবে পোষ্টা রাজাদের কাল নিরূপণে ঃ—

বিদ্যাপতির বংশ পরিচয় যথাঃ বিষ্ণু ঠাকুর—হরাদিত্য ঠাকুর—কর্ম্মাদিত্য ঠাকুর (দেবাদিত্য ঠাকুর ও বাদিত্যভ ঠাকুর)—দেবাদিত্য ঠাকুর (বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর, গণেশ্বর, জটেশ্বর, হরদত্ত, লক্ষীদত্ত, শুভদত্ত) ধীরেশ্বর (জয়দত্ত, কীর্ত্তিদত্ত, রামদত্ত)। জয়দত্ত — (গৌরীপতি, গণপতি)। গণপতি—কবি বিদ্যাপতি (বাচস্পতি, হরপতি, নরপতি)।

বিদ্যাপতির কবিত মৈথলী ও বাংলা ভাষায় থাকায় এক সন্ধিহানের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিব্যক্তি যথা ঃ—

বিদ্যাপতি মৈথলী কবি হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণীর অন্যতম বলিতে চাই। যেহেতু তৎকালে মিথিলা ও বঙ্গদেশে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয় দেশের ছাত্রগণ উভয়দেশে বিদ্যার আদান

প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমনি এবং স্মার্ত্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনেকের মতে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে উভয় রাজ্য অভিন্ন ছিল। সেন রাজারা বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গাকে (দ্বারভাঙ্গা বা বঙ্গদ্বার) বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার মনে করিতেন। তৎকালে ভাষাও প্রায় একরূপ ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণ-সেন প্রবর্ত্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অদ্যাপি মিথিলায় "লসং" প্রচলিত আছে। অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কবি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—সে সকল সঙ্গীত কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও সুগন্তী'র গম্ভীরা লীলায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন—যাহা বঙ্গদেশীয় কবিগন স্বকীয়বোধে বহুকাল ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন--যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ শত শত পদ রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষা মাতৃকার সেবা করিয়াছেন আমরা সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রাচীম কবি বলিব এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ঃ ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা)

—০—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত রাগমার্গীয় মধুর রসাশ্রয়ী বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাষে যাহারা প্রেমবৈচিত্রের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবি চণ্ডীদাস অন্যতম। তিনি সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া যুগলকিশোরের পরম মধুময় ব্রজ প্রেমলীলা রহস্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আর সেই সুমধুর সঙ্গীত আস্বাদনে শ্রীরাধাভাবকান্তিধারী শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ভাবে বিভোর থাকিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্তে ১৭ পরিচ্ছেদে

'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥'

তথাহি—পদকল্পতরু— ১।১।১৪ পদ (শ্রীনরহরি দাস বিরচিত)

"শ্রীনন্দ নন্দন, নবদ্বীপ পতি, শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত, আস্বাদে স্বরূপ, রায় রামানন্দ লঞা॥"

তথাহি—পদকল্পতরু — ১১।১।১৫ পদ

"জয় জয় চণ্ডীদাস গুনভূপ।
দ্বিজকুল কমলবন্ধু, কবি মণ্ডল মণ্ডিত,
মহী মাধুরী অপরূপ॥
স্বরূপ সরল হিয়া, প্রবল প্রেমময়,
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।
নিরুপম গৌরী, শ্যামরস পিবইতে,
বাঢ়ল নিশিদিশি উল্লাস বিশেষ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ রস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে এককালীন অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান করে যে দিব্যভাবে বিভোর থাকিতেন সেইভাব উদ্দীপক তথ্যাবলীর মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করতঃ চণ্ডীদাসের মহিমত্বকে সকল ভক্তজন মানসে এক অভিনব স্থান প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পরম মহিমান্বিত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মকাল বংশ পরিচয় জীবন আলেখ্য ও অন্তর্দ্ধানের সুযোগ রহস্য অদ্যাবধি প্রমাণ ভিত্তিক সুযোগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। সাহিত্যিক গণ চণ্ডীদাদ ভনিতাযুক্ত পদাবলীর রস বিন্যাস, বর্ণন ক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া কতিপয় চণ্ডীদাস আছেন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অনুমান

যথার্থতার সুযোগ্য মূল্যায়ণ ঘটে নাই। নান্নুরবাসী প্রচলিত রামী চণ্ডীদাস ভিন্ন দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের স্বরূপনিরূপন সম্ভব হয় নাই। কেবল ভাষাবৈচিত্র্য রস বিন্যাস, চণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস প্রমুখ ভনিতার অনুক্রমে অন্যান্য চণ্ডীদাস থাকা স্বাভাবিক বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পরে শুক্রাচার্য্য অবতার শ্রীরূপ কবিরাজের আবির্ভাবে ও তাঁহার উদ্দণ্ড প্রতাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাবিত শুদ্ধ ব্রজানুগত্য ভক্তিধর্ম্ম চরম মালিন্য যুক্ত হইল। সেই প্রভাব অদ্যাবধি শুদ্ধ ভক্তিধর্মকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত বহুপদ শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবানুগত্যে পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে মহাপ্রভু কোন চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদনে ব্রজভাবে বিভাবিত থাকিতেন তাহা বিবেচ্য। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব পদাবলীও সাহিত্য পর্য্যালোচনায় এক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী, ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া অনুমেত হয়।

তথাহি— শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
"ধরু চৌধুরী আর শাখা চণ্ডীদাস॥"
তথাহি— শ্রীপ্রেমবিলাস—২০ বিলাস
"জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুনে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতিদীনে॥

নিম্নলিখিত পদদ্বয় তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে যেহেতু পদদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও ঠাকুরনরোত্তমের মহিমা মূলক।

গৌরপদতরঙ্গিনীর (মৃনালকান্তি ঘোষ) দ্বিতীয় সংস্করণে পদকর্ত্তাগনের জীবনী প্রসঙ্গে পদ (১৫৭ পৃঃ)

"জয় নরোত্তম গুনধাম।"
দীন দয়াময়, অধম দুর্গত, পতিতে করুনা বান॥
সখা রামচন্দ্র সনে, আলাপনে, নিশিদিশি রসভোর।
মো হেন পাতকী, তারন কারন, গুনে ভুবন উজোর॥
নবতাল মান, কীর্ত্তন সৃজন, প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।

অতুল ঐশ্চর্য্য, লোষ্টের সমান,   ত্যজনে না সহে ব্যাজ ॥
নরোত্তমরে বাপরে, ডাকে শ্যামীমনি,   পুন প্রভুর আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস, কহে কতদিনে,   পদযুগ হয়ে লাভ"   ১ ॥

বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাস—গ্রন্থে

আজু কেগো মুরলী বাজায়।   এতো কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরনে করে আলো।   চুড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।   এতো নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।   নটবর বেশ পাইল কতি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।   এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বানাইল হেন রূপ খানি।   ইহার বামে দেখি চিকন বরনী ॥
ইবে বুঝি ইহার সুন্দরী।   সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।   কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেনে দেখি বিপরীত।   ইবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।   এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

চন্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে দূর্গাদাস বাগচি নামক বারেন্দ্র শ্রেনী ব্রাহ্মন পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। চন্ডীদাসের পিতা দূর্গাদাস নান্নুর গ্রামে দেবী বিশালাক্ষ্মীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চন্ডীদাস ঐ বিশালাক্ষ্মী দেবীর পুজারী নিযুক্ত হন। রামমনি নামে একটি রজক কন্যাও ঐ মন্দিরের পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হন। কতদিতে বিশালাক্ষ্মী দেবীর উপদেশে চন্ডীদাস ব্রজভাবে বিভাবিত হন। তৎসঙ্গে রামমনি সন্দর্শনে তাহার কবিত্ব ভাবের উন্মেষ ঘটে। চন্ডীদাসের মহিমা বর্ণনে বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাগনের অভিব্যক্তি কিছু নিবেদন করিব। পদকর্ত্তা কানুদাসের বর্ণন —

কবিকুলে রবি, চন্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গনি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুনেতে ভরা।

যেই পশে কানে, সেই লাগে প্রানে, শুনামাত্র আত্মহারা।
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিণী, ইষ্ট বস্তু যার হয়।
যাঁহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই হেন, না হইবে পুন, হেন রস পদ ভবে।
দীন কানু দাসে, রাখ পদ পাশে, নামের ঘোষণা হবে॥

—০—

এবার পদকর্ত্তা নরহরির অভিব্যাক্তি শ্রবণ করুন —

জয় জয় চন্ডীদাস, দয়াময় মন্ডিত, সকল গুণে।
অনুপম যাক, যশ রসায়ন, গাওত জগত জনে॥
নান্নুর গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ, নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে, আনি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা, ধুবলী দরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে॥
ইহা শুনি নিশি, প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুরলী দরশ, রস ঝুরে সব, কি দিব তুলনা তায়॥
চন্ডীদাস হিয়া, ধুইল ধুবলী, প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রহি কানু গুণে, ঝুরে দিবানিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধা॥
ধুবলী মহিমা, সীমা জানাইল, ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে, পাইলে দুলহ, প্রেম চন্ডীদাস কবি॥

কিন্তু রামী-চন্ডীদাসের প্রেম বৈচিত্র নিয়ে বহু কিংবদন্তী, উভয়ের সম্বন্ধের অভিব্যাক্তি নিয়ে বহুমুখী প্রবাদ চন্ডীদাসের মহিমত্বকে ক্ষুন্ন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সহজিয়া মতবাদের উদ্দন্ড প্রতাপে চনডীদাস ও রামী মধ্যে নিষ্কাম প্রেমের বৈচিত্রে সকাম প্রেমের প্রতিফলন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। অথচ বাশুলীর আদেশে রামীর সন্দর্শনে চনডীদাসের কবিত্বের প্রকাশ। যে কবিত্বের প্রকাশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজ প্রেমরস আস্বাদনের সহায়ক। গৌর অনুগত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণ সেই রামী-চনডীদাসের স্তুতিগান করিয়াছেন বিভিন্ন পদের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন রামী-চনডীদাসের মধ্যে প্রণয়ের অভিব্যাক্তি কিদৃশ? যদি ব্যাভিচার দুষ্ট হইত তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু

তাহার পদাবলী এত মর্য্যাদা দিলেন কেন? গৌর অনুগত বৈষ্ণবগণ কেনই বা তাদের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন? আধ্যাত্মিক শুদ্ধ ভজনীয় প্রবৃত্তি নিয়ে নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা করে বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে চন্ডীদাসকে উপলব্ধি করতে হবে।

রামী-চন্ডীদাসের মধ্যে কি জাতীয় প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা কবি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পদদ্বয় ও সুযোগ্য বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

তথাহি —শুন রজকিনী রামী

ও দুটি চরণ, শীতল বলিয়া, শরণ লইনু আমি॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকসিত হেম, বড়ু চন্ডীদাস গায়॥

রজকিনী পরম মহিয়সী রমণী ছিলেন। তাঁহারও কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি চন্ডীদাসকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাহি —

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানিয়া জঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রান॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়া বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃদ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥

উভয়ের সন্দর্শনে উভয়েই ব্রজলীলা রসের উদ্দীপনে বিভাবিত হইবেন।

উভয়ের ভাবোচ্ছাসের অভিব্যক্তি স্বরূপ অপ্রাকৃত কবিত্বরসের সৃষ্টি। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে সমসাময়িক। উভয়ের সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছিল। তাহা পদকল্পতরু গ্রন্থে গীতাকারে বর্ণিত রহিয়াছে। তথাহি—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুহুজন পিরীতি, প্রেমমূরতি ময় কাতি।
যে করিল দুইজন, লীলাগুন বর্ণন, নিতি নিতি নব নব ভাতি॥
দুহু উৎকণ্ঠিত, দোঁহা দরশন লাগি।
দোঁহার রসিক পন, শুনি দুহুজন, দুহু গৃহে দুহু রহু জাগি॥
নিজ নিজ গীত লেখি, বহু ভেজল, তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধা কানুক, প্রেমরস কৌতুক, তাহে মগন হৈগেল॥
নিজ নিজ সহচর, রসিক ভকতবর, তা সঙ্গে করত বিচার।
তাহে নিতি নবীন, পরম সুখ পাওত, আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপ নারায়ণ, দ্বিজর নারায়ণ, বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুক করু বর্ণন, দুহু পদ কমল ভৃঙ্গ॥ ১॥
চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তবে, চণ্ডীদাস গুন, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই, চল লহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুজন, দুহুগুন গায়ত, দুহু হিয়ে দুহু রহু জাগি॥
দৈবহি বহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লেখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবনে তঁহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥ ২॥
সময় বসন্ত যাম দিন ঝামহি বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলিল পুলক কলেবর থির॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল দুহুঁক আশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহু নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রসিক।

° ° ° ° °

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুন তহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহরস কারণ লছিমা পদ ধরি ধ্যান॥ ৩॥

চণ্ডীদাসের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া মিথিলাধিপতি শিবসিংহ সভাপণ্ডিত বিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য গৌড়দেশের নান্নুর অভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাহার সহিত মিলনের জন্য রাজধানী মঙ্গলকোট অভিমুখে রওনা হইলেন। ঘটনাচক্রে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ মূলে উভয়ের মিলন ঘটে। উভয়ের মিলনে উভয়ে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী (শ্রীমৃনালকান্তি ঘোষ) দ্বিতীয় সংস্করণের পদকর্ত্তাগণের জীবনী প্রসঙ্গে বর্ণন—(১৫৭ পৃঃ) "মাসিক শ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাত নামা লেখক একটি পদাংশ প্রকাশ করেন। তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলী কাল এবং রচিত পদের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে যথা—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবান।　　নবহু নবহু রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয়া।　　আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিষা॥

অর্থ্যাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলি রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র

চণ্ডীদাস বৃদ্ধবয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। তথায়— এখন ও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় এবং সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে।

কবি চন্ডীদাস ১৪৭৭ খৃঃ ৬০ বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান। তাঁহার রহস্য নিয়েও বহু কিংবদন্তী রহিয়াছে। কেহ বলেন শেষ বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া অপ্রকট হন। বৃন্দাবনের কেশীঘাটে তাঁর সমাধি বিদ্যমাণ। প্রবাদ আছে নান্নুরের অদূরবর্ত্তী কির্ণাহার গ্রামে রামী সহ কীর্ত্তন কালে মন্দিরের নাটমন্দির ভগ্ন হইয়া তথায় সমাহিত হন। গৌড়েশ্বরের এক মহিষী চন্ডীদাসের কীর্ত্তনের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং গোপনে দু-একবার কীর্ত্তন শুনতে যাওয়ায় নবাব ক্ষুদ্ধ হয়ত কীর্ত্তন তত চন্ডীদাসের উপর কামানের গোলা বর্ষন করেন।

কামানের গোলায় নাটমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চন্ডীদাসের দেহাবসান ঘটে। কির্ণাহারের সন্নিহিত নাগডিহী পল্লীতে চন্ডীদাসের সমাধি বিদ্যমান।

স্থানীয় প্রবাদ, চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী মন্দিরে পূজার্চ্চন কালে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায় দেবমূর্ত্তি সহ চণ্ডীদাস ভগ্নস্তুপের নিম্নে সমাহিত হন। বহুদিন পরে ভগ্নস্তুপ খনন করিয়া দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে। ফলে চণ্ডীদাসের জন্ম বংশপরিচয় জীবন আলেখ্য ও মৃত্যুর সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের জীবন আলেখ্য বিষয়ে 'চণ্ডীদাস' নামক গ্রন্থের শেষাংশে 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' নামক পদাবলীতে চণ্ডীদাসের জীবন চরিতের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রামী চণ্ডীদাসের পিরীতির উপলক্ষে সমাজে নানা অপবাদ উঠিয়া সমাজে একঘরা করিলেন। ভ্রাতা নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলে চণ্ডীদাস বলিলেন — শুনহে নকুল ভাই।

কুটুম্ব ভোজন, সব তুমি জান, সে সব তোমার ঠাঞি॥
আমার এ চিত্তে, খাইতে শুইতে, কেবল পিরীতি সার।
যা করে পিরীতি, তাহা মোর মতি, আপনে কি বল আর॥
তুমি একজন, বিজ্ঞ মহাজন, সকলে পূজিত বট।
ধোবিণী আশ্রয়, চণ্ডীদাস কহে, কে বলে পিরীতি ছোট॥

নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলেন 'ভাই সংসারে প্রিয়জনকে নিয়েই বসবাস করতে হয় নচেৎ নানা বিপত্তি ঘটে। তারপর দুই ভায়ে বহু আলোচনা হল। চণ্ডীদাসের অভিব্যক্তি শুনিয়া নকুল বলিলেন —

শুনিয়া নকুল, হইল আকুল, ভিজিয়া নয়ন জলে।
তোমার চরিত, জগতে পবিত্র, উদ্ধারিবে যেন কুলে॥
তোমার কারণে, সকল চরণে, বসন বান্ধিব গলে।
দুয়ারে দুয়ারে, ফিরি ঘরে ঘরে, কে বা তাহে কিছু বলে॥
যে জন বলিব, সকল শুনিব, আমন্ত্রন আগে করি।
ধোবিণী আবেগে, কহে চণ্ডীদাসে, তোমার গুণে [illegible]॥

নকুল সমাজ বন্ধকট হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারে দ্বারে গেলে তাহা স্বসম্ভমে বলিতে লাগিল, তুমি একজন বিশেষ গণ্য মান্য ব্যাক্তি, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। নকুল ব্রাহ্মণ আমন্ত্রন করিয়া চণ্ডীদাসের সমীপে আসিয়া বলিলেন। আয়োজন সুরু হইল। তারপর দুইজনে বকুল তলাতে গেলেন॥ তথাহি— ১০ পদ

"নকুল সঙ্গেতে, বকুল তলাতে, গমন করিল তায়।
বিরহে দুজনে, বসি একাসনে, কি ধন মাগিছ রায়॥
নকুল বলিছে, কিবা ধন আছে, সে বিনে পিরীতি ধনে।
যে ধন মাগিবে, সে ধন পাইবে, যদি দঢ়াইবে মনে॥"

তথাহি—১৩ পদে

ধোবিণী উঠিয়া, কুলীতে আনিয়া, বকুল তলাতে বসি।
পৃথিবী উপরে, লেখে দ্বিজবরে পিরীতি বলিয়া ফাঁসি॥
জিজ্ঞাসে নকুল, হইয়া আকুল, বসিয়া ধোবিণী পাশে।
বিকল হইয়া, ধোবিনী কান্দিয়া, কেবল নিশ্বাসে ভাসে॥
নকুল পায়েতে, ধরি দুটি হাতে, ধোবিণী কান্দিয়া বলে।
তুমি মহাজন, শুন হে ব্রাহ্মণ, পিরীতির কিবা মূলে॥

এই সকল পদের মাধ্যমে পিরীতিকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। এই পিরীতির ঐতিহ্যে চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ব্রাহ্মণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতঃ সবার সঙ্গে মিলন ঘটাইলেন।

তথাহি— ১৫ পদ

পত্র দিয়া গেল, ব্রাহ্মণ বলিল, অন্ন আন চণ্ডীদাস।
তোমার অন্নেতে, বিক্ষিত জগতে, পুরিল সবার আশ॥
দিয়া করতালি, হরি হরি বলি, অন্ন দিল সবার পাতে।

এইভাবে চণ্ডীদাস আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাজের সংশয় ছেদন করিয়া আপনার দিব্যভাবে বিভাবিত হইলেন।

—০—

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনার পথপ্রদর্শক শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিচয়।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নদীয়া লীলার আবাল্য সঙ্গী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশ পরিচয় সম্পর্কে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ১১ তরঙ্গের বর্ণন যথা।

ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন। মুকুন্দ মাধব নরহরি তিনজন॥
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। ° ° °
রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই। অল্প বয়সে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই।
তথাহি— ভক্তিরত্নাকরে— ১৩ তরঙ্গ

কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়। শ্রীমদন আর বংশী ভক্তি রসময়॥
তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—৩য় কোরক
জয় জয় শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি। ত্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি॥
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্ব গুণধাম॥
তাঁর বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত।
তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—৫ কোরক
জয় রতি পতি প্রভু পতিত পাবন। জয় ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যম ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীপ্রাণবল্লভ নাম। যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম॥
আমার প্রভুর অনুজ ঠাকুর ঘনশ্যাম। তাহার তনয় শ্রীপুরুষোত্তম নাম।

শ্রীখণ্ডবাসী নারায়ণ দাসের তিন পুত্র মুকুন্দ, মাধব, নরহরি। মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন। তাঁহান পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁহার পুত্রদ্বয় বংশী ও মদন। মদনের পাঁচ পুত্র। রতিপতি, ঘনশ্যাম প্রভৃতি। রতিপতির তিন পুত্র— শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ, যাদবেন্দ্র ঠাকুর। রতিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যামের পুত্র পুরুষোত্তম।

নরহরি সরকার ঠাকুরের পূর্ব্ব বংশ বিবরণ সম্পর্কে বর্ণন যথা—
আচার গুরুভক্তচিত্তো গোবিন্দ পাদার্চ্চন লুপ্ত পাপঃ।
° ° ° °
অপি দীক্ষিত বৈষ্ণব মন্ত্রেন পন্থ ঠাকুরঃ।
বিপ্রদি সকলান্ বর্ণান্ লোকনুগ্রহ তৎপরঃ। (সঃ পঞ্জিকা)

পদ্মদাস শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন। পদ্মদাসের দুই পুত্র নীলকণ্ঠ ও দেবলী দাস (বল্লাল সেনের সমসাময়িক)
দেবলীদাস-শূলপণি· ডোমন-হরি-ঈশান-নায়ক-বামন কার্ত্তিকের পুত্র নারায়ণ, তৎপুত্রই নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজলীলার মধুমতী সখীই শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর নামে আবির্ভূত হন।

তহাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে

বৃন্দাবনে প্রাণসখী নাম মধুমতী। অষ্ট সখী সঙ্গে বাসন্তী কুঞ্জে স্থিতি ॥
নীলবস্ত্র পরিধান গৌর কলেবর। রাধাকৃষ্ণ অভিমত সেবাতে তৎপর ॥
মধুপান পুষ্প যোগান চামর ব্যাজন। অঙ্গ মার্জ্জনাদি আর পাদ সম্বাহন ॥
সখী দূতী দাসী এই তিন অভিমান। গান্ধর্ব্বার অনুগাহন যূথের প্রবীন ॥
অষ্টকুঞ্জ মধ্যে কোণে উপকুঞ্জ হয়। প্রিয়সখী প্রাণসখী পৃথক আশ্রয় ॥

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপোক্তং ঃ—

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো।
রসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা ॥
সোহয়ং শ্রীসরকার ঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনাং প্রেমদঃ।
প্রেমানন্দ মহোদধি বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে ॥

চৈতন্যের সঙ্গে প্রকট নরহরি দাস। তাহার সঙ্গে সখীগণ রহে আশপাশ ॥
নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসহ নদীয়া লীলায় সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব। এতদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীশেখর রায়ের বর্ণন যথা—

রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ় বঙ্গে সুপ্রচার, পদবীতে সরকার, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস ॥
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে, ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ, পাত্রতা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ, বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি, চামর ঢুলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয়, তার পদে মতি রয়, এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রতি বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে নীলাচলে

গমন করিয়া রথাগ্রে কীর্ত্তনাদি করতঃ চতুর্ম্মাস্য প্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। একদা প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে গমন করিলে মধুবৎ জল পান করাইয়া ছিলেন। এ বিষয়ে পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের বর্ণন যথা —

এত শুনি নরহরি, নিকটে ভেঞ্জল ভরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥
আনিয়া ধরিল আগে, যত্নে স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণসহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধুদান, সপার্ষদে করি পান, উনমত্ত অবধূত রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায়॥

প্রভু নিত্যানন্দকে যে পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া পান করিতে দিয়াছিলেন সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি মধু পুষ্করিণী নামে বিদ্যমান, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পুর্ব্বে পঞ্চম বর্ষীয় বালক শ্রীনিবাস আচার্য্য গঙ্গা স্নান উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরি সরকার ঠ্যকুর সহিত মিলিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ মত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের জন্য নীলাচলে গমন করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই নির্দ্দেশে বৃন্দাবন গমন করেন। নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌর অন্তর্দ্ধানের পর বহুকাল প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসিলে সে সময়ও নরহরি ঠাকুর প্রকট ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বার পরিগ্রহ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে গমন করিলে, নরহরি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করেন। কার্ত্তিক মাসে গদাধর দাস অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহে মৌন ব্রত ধারন করতঃ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে নরহরি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকর—৯ তরঙ্গ

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি। যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥

শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রকট শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্র উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ প্রভুত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া এক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। অদ্যাপি শ্রীখণ্ডে উক্ত অনুষ্ঠান মহাসমারোহে

ষ্ঠিত হয়। শ্রীনরহরি ঠাকুরের সময়েই শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। নরহরি ঠাকুরের শিষ্য কুলাইবাসী যাদব কবিরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা তিনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ নির্ম্মান করিয়া নরহরি ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় —

কুলাই গ্রামেতে ছিলা যাদব কবিরাজ। দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়স্থ এ সব ॥
মহাপ্রভুর সেবা করি মানস করিলা। স্বপ্ন যোগে মহাপ্রভু তারে আজ্ঞা দিলা।
এক নিম্ব বৃক্ষে বিগ্রহ করহ নির্ম্মান। মনুষ্যরূপে বিশ্বকর্ম্মা করিবে বিধান ॥
ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বানাইয়া। সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা ॥
ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাড়ীতে। মধ্যম পাঠাইলা গঙ্গানগর সেবাতে ॥
বড় ঠাকুর বড় রূপ কাঁহা নাহি যায়। যার আকর্ষণে তিন ভুবনে ভুলায় ॥

অদ্যাপি শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর গোপীনাথ বিরাজমান।

—০—

প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগনের পরিচয়

অ—

অকিঞ্চন দাস—অকিঞ্চন দাসের নাম শ্রীনরহরি দাসের নামামৃত সমুদ্র গ্রন্থের বর্ণনে পাওয়া যায়।

"অকিঞ্চন দাস। কৃপা করহ অশেষ। দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ ॥"

অকিঞ্চন দাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। অকিঞ্চন দাসের ভনিতা যুক্ত গৌর ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ পাওয়া যায়।

অভিরাম দাস—ইনি পাট পর্য্যটন ও অভিরাম ঠাকুরের শাখা নির্ণয় ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন অভিরাম শাখা নির্ণয় তাঁর গুরু পরিচয় যথা—

"শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম" ॥

শ্রীখণ্ডবাসী রাম গোপাল দাস ১৫৯৭ শকাব্দে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা দেখিয়া চুম্বক সহ গ্রহন করতঃ পাট পর্য্যটন রচনা করেন।

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার ॥
পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস তাহা গ্রথিত করিল ॥"

পদমেরু ও পদরত্নাকর গ্রন্থে দ্বিজ অভিরাম ও অভিরাম দাস ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ বিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা—
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১১৫০ পৃষ্ঠা)

অনন্ত দাস—অনন্ত দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের লেখক। পদকল্পতরু গ্রন্থে অনন্ত, অনন্ত দাস, অনন্ত আচার্য্য, অনন্ত রায় ভণিতা যুক্ত কতিপয় পদ দেখা যায়। সমস্ত পদগুলি গৌর নিত্যানন্দ মহিমা মূলক। তবে ইহাদের বিশেষ কোন পরিচিতি পাওয়া যায় না। চৈতন্য চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখায় অনন্ত দাস বিষয়ক বর্ণন—

"অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক—অদ্বৈত শাখায়
"চক্রপানি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক—গদাধর শাখায়
"অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন ॥"

শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয়ে ৩ জন অনন্ত আচার্য্যের নাম পাওয় যায়। পদাবলী রচনা কাহার তাহা সুযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রভুশ্যামানন্দের শিষ্য দামোদরের শিষ্য এক অনন্ত রায় পাওয়া যায়।

আত্মারাম দাস—আত্মারাম দাস প্রভুনিত্যানন্দের শিষ্য। শ্রীখণ্ডে তাঁহার শ্রীপাট। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পিতা। তাঁহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী।

প্রেমবিলাস—২০ বিলাস

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস। অন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥" পদকল্পতরু ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণি গ্রন্থে আত্মারাম দাস ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে। পদ দুইটি নিত্যানন্দ মহিমা মূলক। একটি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রার্থনা পদ। কর্ণপুর কবিরাজ কৃত শ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশ সূচকের ৮৬ শ্লোকে আত্মা দাসের নাম পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসাচার্য্যের তিন জন আত্মারাম দাস শিষ্য ছিলেন। কে পদ কর্ত্তা তাহা বিচার্য্য।

আনন্দ চাঁদ—পদকল্পতরু গ্রন্থে আনন্দ চাঁদ ও আনন্দ দাস ভণিতা যুক্ত পদ রহিয়াছে। আনন্দ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন। ইনি জগদীশ পণ্ডিতের অনুশিষ্য ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দচাঁদ, আনন্দ দাস উভয়ে এক কিনা বিচার্য্য। পদকল্পতরু গ্রন্থে আনন্দ চাঁদ, আনন্দ দাস ও আনন্দ ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

আগর ওয়ালি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ব্রজ ভাষার পদাবলী রচয়িতা। পদকল্পতরু ২৮৩৪ সংখক পদটি ইহার রচনা—দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে ইত্যাদি (বৈষ্ণব জীবন)।

উ—

উদ্ধব দাস—মুর্শিদাবাদ জেলায় টেঁয়া গ্রামে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি মালীহাটির শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশীয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শিষ্যও পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের (বৈষ্ণব দাস) বন্ধু ছিলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বহু

পদ রচনা করেন। (বৈষ্ণব জীবন)। কৃষ্ণ কান্ত ভণিতা যুক্ত ও বহু পদ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু, নরহরি, অভিরাম, বৃন্দাবন দাস, শ্রীজীব গোস্বমী, কৃষ্ণ দাস, কবিরাজ, কবি কর্ণপুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির সূচক রচনা করেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তমে পার্ষদ বর্গের মহিমা বর্ণন যথা—

"শ্রীরাধা মোহন পদ, যার ধন সম্পদ, নাম গায় উদ্ধব দাস।" গদাধর শাখায় আর এক উদ্ধব দাসের নাম পাওয়া যায়। তাহার পদাবলী সাহিত্যে অবদান আছে কিনা জানা যায় না

উদয় আদিত্য—উদয় আদিত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে উদয় আদিত্য ভণিতাযুক্ত আক্ষেপানুরাগের একটি পদ পাওয়া যায়।

ক—

কবিরঞ্জন—কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে ঃ—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী। যাঁহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়। প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দৃঢ়॥
গীতেষ বিদ্যাপতি বদ বিলাসঃ। শ্লোকেষু সাক্ষাৎ করি কালিদাসঃ॥
রূপেষু নির্ভৎসিত পঞ্চবানঃ। শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলানিধানঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি। যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

পদকল্পতরু, রাধাকৃষ্ণ রস কল্পবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভনিতা যুক্ত বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

কবিকণ্ঠহার—কবিকণ্ঠহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদরত্নাকর গ্রন্থের কয়েকটি কবিকণ্ঠহার ভনিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

কমলাকান্ত দাস—১২২৩ বঙ্গাব্দে "পদরত্নাকর" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে ৪৩ তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সমাহৃত হইয়াছে (বৈষ্ণব জীবন)।

কানাই খুটিয়া—কানাই খুটিয়া উড়িষ্যাবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক। জন্মাষ্টমী দিনে মহাপ্রভু নন্দোৎসব করিলে কানাই খুটিয়া নন্দবেশ ধারন করতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১৫ পরিচ্ছেদ

কানাই খুটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।

তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে বৈষ্ণব বন্দনা বাক্য যথা—

"কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্ব পরিচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥
বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত। যার গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
কানাই খুটিয়া ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কান্ত—কান্ত ভনিতা যুক্ত দুইটি পদ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহার পরিচিতি বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কানুরাম দাস—কানুরাম দাস শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পুত্র যদু চৈতন্য ঠাকুর। তার চার পুত্র জয়রাম, রামকানাই পরশুরাম, গঙ্গারাম। রামকানাই কানুরাম নামে প্রসিদ্ধ। জলুন্দী গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জলুন্দী পাটে ধনঞ্জয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীরাধাবিনোদ সেবা স্থাপন প্রসঙ্গকে সূচকাকারে বর্ণন করেন।

তথাহি—সূচকে

কাঙ্গাল ভোগের সেবা শুন বাছাধন। জলুন্দীতে বিনোদ সেবা গায় সর্ব্বজন॥
পণ্ডিত ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য। কানুরাম গুন গায় নিজে মানি ধন্য॥
বৈষ্ণব সাহিত্যে আর এক কানুরাম দাসের নাম দেখা যায়। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২ নির্য্যাস

"কানুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাহার॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে কানুরাম কানুদাস ভনিতা যুক্ত পদাবলী দেখা যায়। কানু দাস, কানুরাম দাস এক কিনা বলা সুকঠিন। পদকল্পতরু গ্রন্থে কানুরাম দাস কৃত পদগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক আর কানুদাস কৃত পদগুলি গৌরনিত্যানন্দ

মহিমা বিষয়ক। অবশ্য একই পদকর্ত্তার গৌর-কৃষ্ণ উভয় বিষয়ক পদ পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থে পদকর্ত্তা হিসাবে দুই কানুদাসের উল্লেখ রহিয়াছে।

১। রসিক মঙ্গল গ্রন্থ মতে রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুরের ধারেন্দা গ্রামবাসী পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

২। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ঔরসে জাহ্নবাদেবীর গর্ভে কানু ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীপাট সুখ সাগরে সদ্যজাত শিশু রাখিয়া জাহ্নবা দেবী অন্তর্দ্ধান করিলে দ্বাদশদিনের শিশু লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে আগমন করেন। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী তাহাকে পালন করেন। পুরুষোত্তমের পত্নীর সঙ্গে নিত্যানন্দ পত্নীর সখীভাব ছিল। কানু ঠাকুরের জন্ম সম্পর্কে এক রহস্য রহিয়াছে। একদা সুখসাগরে মৃত্তিকা খনন কালে কুম্ভকারগণ ভূগর্ভে এক সাধুর দর্শন পান। কোদালি তাহার স্কন্ধে লাগিয়া ছিল। ব্রজের উজ্জ্বল সখা এইস্থানে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। কুম্ভকারগণ কর্ত্তৃক উত্থিত হইলে বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্বেগ হইল। তিনি খাদ্য গ্রহনের জন্য পুরুষোত্তম পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হইলেন। পুরুষোত্তমের পত্নী সযতনে তাহাকে ভক্ষ্য প্রদান করিয়া পুত্ররূপ পরিগ্রহে তাহার ভবনে রহিতে বলিলেন। তখন তাহার কোন সন্তান ছিল না। সাধুবর বলিলেন, এদেহে থাকা সম্ভব নয়। আমি পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহন করিব। চিহ্ন স্বরূপ স্কন্ধে কোদালীর দাগ দেখিতে পাইবে। তবে এবাক্য কাহাকেও বলিলে তখনই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। তারপর কতদিন গত হইবার পর সেই সাধুবর পুত্ররূপে ভূমিষ্ট হইলে মাতা অধীর আগ্রহে স্কন্ধের দাগটি নিরক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। ধাত্রী হাস্যের কারন জানিতে চাহিলে তিনি পূর্ব্ব উপাখ্যান বলিলেন। এমনিই তৎক্ষনাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। সদ্যজাত শিশুকে লইয়া পুরুষোত্তম মহাবিপাকে পড়িলেন। তখন ইষ্টদেব নিত্যানন্দ রামকে আকুল পানে স্মরন করিতেই প্রভু আসিয়া সেই পুত্রের পালনের ভার গ্রহন করিলেন। জাহ্নবার স্নেহে কানুঠাকুর বর্দ্ধিষ্ট হইতে লাগিলেন। কতদিন পরে জাহ্নবা সহ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বংশীনাদ করেন। নৃত্যকালে তাহার দক্ষিন চরণের নুপুর খসিয়া যায়। বাহ্যস্মৃতি হইলে নুপুর না পাওয়ায় বলিলেন, এই নুপুর যেস্থানে পতিত হইয়া তথায় শ্রীপাট স্থাপন করিব।

সেই নূপুর যশোহরের বোধখানায় পতিত হইয়াছিল। ঠাকুর কানাই বৃন্দাবন হইতে বোধখানায় আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। কতক কাল অবস্থানের পর স্ত্রীপুত্র পরিজনের অজ্ঞাতে কয়েক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলালইয়া তিনি সন্ন্যাসীরবেশে মেদিনীপুরের গড়বেতা নামক স্থানে অবস্থান করেন। একদা শিলাবতী স্নানকালে একমৃত বিপ্রসুতকে পাইয়া তাহাকে প্রানদান করতঃ রামচন্দ্র নাম রাখেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর অন্তর্দ্ধান হন। অদ্যপি গড়বেতায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। পদাবলী রচনায় ইহার কৃতিত্ব রহিয়াছে।

কামদেব দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই কামদেবের নাম পাওয়া যায়। এক কামদেব পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। ২য় কামদেব মণ্ডল শ্রীনিবাস আচার্য্য

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ নির্য্যাস

"তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল॥

নিগূঢ় তাঁহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে॥

তাঁহার দুই পুত্র রাধাবল্লভ দাস ও রমন দাস।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস রমন দাস মহাশয়। কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয়॥

কামদেব দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কিশোরী দাস—পদরত্নাকরাদি গ্রন্থে কিশোরী দাস ও কিশোর দাস ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

কিশোরী দাস প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য। পিতা রসময়, খুল্লতাত বংশী ও মথুরা দাস। রসিক মঙ্গল প্রণেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস কিশোরী দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কুমুদানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১

কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল॥ প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হৈল॥

কুমুদানন্দ ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কৃষ্ণকান্ত—পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের নামান্তর (উদ্ধব দাস দ্রঃ) পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণকান্ত ভণিতা যুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।

কৃষ্ণ দাস—পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণদাস নামে বহু পদ রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পাষদ মধ্যে বহু কৃষ্ণদাস রহিয়াছেন। লেখক হিসাবেও কয়েক জন আছেন। কোন পদটি কাহার বুঝা অসম্ভব ব্যাপার।

১। লেখক হিসাবে সর্ব্বজনাদৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের বর্ণনে তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস ১৪২৮ শকাব্দে কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এজন্য দুই ভ্রাতা পিতৃস্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই ইহার প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার হস্তে সমুদয় বিষয় অর্পন করতঃ হরিনামে উন্মত্ত হয়েন। পরে বৃন্দাবনে গমন করেন।) এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ পায়। তখন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ তাহাকে মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণনের জন্য অনুরোধ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮পরিচ্ছেদ

"আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ। শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া। তাঁ সবার বোলে লিখি নিলর্জ্জ হইয়া॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে মহাপ্রভুর শেষলীলা শ্রবন করিয়া ১৫০৩ শকাব্দে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরীর সংবাদে দুঃখে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। পরে দাস গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর অপ্রকট হন।

২। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ইনি বিশ্বনাথ কৃত চমৎকার চন্দ্রিকা, মাধুর্য্য কাদম্বিনী, রাগ বর্ত্ম চন্দ্রিকা ভাগবতামৃত কণা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বিন্দু উজ্জ্বলের কিরণ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার বিশেষ কোন

পরিচিতি পাওয়া যায় না। তবে তিনি বৈরাগ্য লইয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া ছিলেন ও কানুদাসের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাহা চমৎকার চন্দ্রিকার তৃতীয় কুতূহলে বর্ণন করিয়াছেন।

"রাধাকুণ্ডে দিল বাস. তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্ট পথে ধায়॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁর কৃপা বলে স্ফূর্ত্তি, এ লীলা বর্ণনে হৈল আশ॥
কানুদাস সঙ্গ পায়া, সাহসে পূরিল হিয়া, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥

৩। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাভুক্ত। নামান্তর লালদাস। নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি উপাসনাচন্দ্রামৃত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে গুর্ব্বাদি বন্দনে নিজগুরু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"শ্রীগোপালভট্ট শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস। ০ ০ ০ ০ ০
তাঁর প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। বোরাকুলি গ্রাম পাট যাহার বসতি॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

গৌরাঙ্গ বল্লভাদেবী ঘরণী তাহার। ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যার॥
পরাপর গুরু তেঁহ কৃপার আলয়। ভূমেতে পড়িয়া বন্দো তাঁর পদদ্বয়॥
তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর কিশোরী। তাহার ঘরণী নাম শ্রীমতী মঞ্জরী॥
অতএব ছোট মাতা বলি তার নাম। আমার পরমগুরু করুণা নিদান॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্রী গুরু চরণে কার অসংখ্য প্রণতি। শ্রীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণদাস, দীন কৃষ্ণদাস, ও দুঃখী কৃষ্ণদাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায় দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রভু শ্যামানন্দের প্রথম জীবনের নাম। ফলে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলি প্রভু শ্যামানন্দের কিনা বিচার্য্য। শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতের ছোট ভাই কৃষ্ণদাসের পদাবলী রহিয়াছে। 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' গ্রন্থ প্রণেতা ও একজন কৃষ্ণদাস রহিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গীতগোবিন্দের পুত্র ও শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২ নির্য্যাস

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর॥

ইনি একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রসাদ ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

কেশব ভারতি—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু। কাটোয়ায় তাঁহার শ্রীপাট। তিনি পূর্ব্ব অবতারে সান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন—

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্বগুনে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে কেশব ভারতী ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

শ্রীগদাধর ভট্ট—শ্রীগদাধর ভট্ট 'মোহিণী বাণী' গ্রন্থের রচয়িতা। ভক্তমালে ইহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত রহিয়াছে। কথিত আছে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার পদ রচনা শুনিয়া অধির আগ্রহে পত্র লিখিয়া দুইজন লোককে তাঁহার সমীপে পাঠাইলেন। পত্রের শ্লোক এই—

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেনুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম,।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ॥"

পত্রবাহকদ্বয় গদাধর ভট্টের গ্রামে পৌঁছিয়া তাঁহার সমীপে তাঁহার বাড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি প্রাতঃকৃত্যে ব্রতী ছিলেন। গদাধর ভট্ট আগত ব্যাক্তিদ্বয়ের বাস বৃন্দাবন নাম শ্রবন মাত্রেই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রবাহকদ্বয় তাহার নাম গদাধর ভট্ট জানিতে পারিয়া তাহার হস্তে পত্র প্রদান করেন। পত্র পাঠ মহানন্দে গদাধর ভট্ট তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে যাত্রা করি।। শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মিলন করিলেন এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর চরণে আত্ম সমর্পন করিলেন। কুসুম সরোবর বাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজি মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মাহিনীবানী" তে পদগু।ল এইভাবে সজ্জিত হইয়াছে। যোগপীঠ, উপদেশ, বিনয়, ব্রজজন সম্বন্ধে, বধাই জন্মলীলা নাম মাহাত্ম্য, যমুনা, বংশী, স্মরণ, বন্দনা, অনুরাগ,

রূপ মাধুরী, শ্রীরাধাবদন শোভা, মান, দান, রাস, বিবাহ, ভোজন, বসন্ত, শ্রীমহাপ্রভুর হোরীলীলা, শ্রীরাধা গোবিন্দের হোরী, বর্ষা ঝুলন, ইত্যাদি বিষয়ক পদাবলী।

শ্রীজীব গোস্বামীর আস্বাদিত পদ।—

"সখী হো শ্যামরঙ্গ রঙ্গী। দেখি বিকাই গয়ী বহ মূরতি সুরতি মাহিঁপগী॥

সঙ্গহুতো অপনো সপনো সো সোঙ্গ রহীরস খোঙ্গ।
জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ সখি. নেকু নন্যারী হোঙ্গ॥
একজু মেরী আঁখিয়নি সে নিসিদ্যোস রহ্যো করি মৌন।
গাই চরাবন জাত সুন্যো সখি, সোধৌ কন্হৈয়া কৌন॥
কাসো কহৌঁ কৌন পতি যাবৈ কৌন করে বকবাদ.
কেসে কৈ কহি জাত গদাধর, গূঁগে কো গুরুস্বাদ॥"

গদাধর দাস—ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কমলা কান্ত দাস। গদাধরের অপর ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস। কমলাকান্ত দাস পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন গদাধর দাসও ঐস্থানে থাকিতেন (১৭৭০ শকাব্দে) পুরী জেলার মাখনপুর গ্রামে "পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য" (পরে ঐ গ্রন্থের নাম জগৎ মঙ্গল হয়) রচনা করেন। গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনা করিয়াছেন সুতরাং অনুমিত হয় যে গদাধর দাস গৌরভক্ত ছিলেন। ইহাঁর নিবাস অগ্রদ্বীপের সমীপে ইন্দ্রাণী গ্রামের নিকট গনি সিংহ গ্রামে।

"ভাগীরথী তটে বাড়ী ইন্দ্রায়নি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গনিসিংহ গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥

জগৎ মঙ্গলের প্রথমেই গৌর অবতারের পৌরানিক প্রমান সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছেন। শেষে আছে —

শ্রীচৈতন্য অবতার কথা পুরাতন। ভক্তিভাব করি ইহা শুনে যেই জন॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত তারা নিকটে না রহে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁরে দেন প্রেমদান। তুলনায় নাহিক দিতে তাঁহার সমান॥

সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ। ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ॥
বায়ু পুরাণের কথা শুনহ শ্রবনে। চৈতন্য চরিত দীন গদাধর ভনে॥

গতি গোবিন্দ—গতি গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গতি গোবিন্দ এই তিন পুত্র ও কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী, কাঞ্চনলতিকা ঠাকুরানী এই তিন কন্যা। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের পরে গতি গোবিন্দের জন্ম হয়। একদা বিষ্ণুপুরে প্রভুর বীরচন্দ্র উপনীত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের বিয়োগ বিরহাক্রান্ত হইয়া প্রভুর সেবারক্ষায় এক পুত্র কামনায় প্রভুর পদে নিবেদন করেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার।—৯ম স্তবকে,—

"এক খঞ্জ অন্ধ কিংবা দেন মোরে। স্থাপন করি যে তবে সেবা করিবারে॥
আমি কৈনু অবশ্য সন্তান হবে তোর। তোমার পত্নীরে আন বিদ্যমান মোর॥
তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে। চর্ব্বিত তাম্বুল ধর বলিনু তাহারে॥
তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল। অধর তাম্বুল আনি তার হস্তে দিল॥
কৃতার্থ মানিয়া সেই খাইল অধরামৃত। আমার প্রসাদে গর্ভ হইলা ত্বরিত॥
তাহাতে জন্মিল এই তাহার সন্তান। মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিনু বিধান॥

এইভাবে গতি গোবিন্দের জন্ম হয়। কতদিন পরে প্রভু বীরচন্দ্র প্রেম প্রচার কার্য্যে রাঢ়দেশ ভ্রমন করিয়া এক চাক্রায় গমন পথে গঙ্গাতীরে গতিগোবিন্দের সহিত মিলন হয়। গতি গোবিন্দ সমাদরে প্রভুকে স্বভবনে আনিলেন। তখন গতি গোবিন্দের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ। সে সময় প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে তৎপিতা শ্রীনিব স আচার্য্য তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন. শ্রীজাহ্নবা তত্ত্ব মর্ম্মার্থ গ্রন্থে শ্রীজাহ্নবা দেবীর ও বীররত্নাবলী গ্রন্থে বীরচন্দ্র প্রভু মহিমা বর্ণন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে গতি গোবিন্দ নামে নিত্যানন্দ মহিমা মূলক পদ দৃষ্ট হয়।

গিরিধর দাস—শ্রীগিরিধর দাস "পরকীয়া রস স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। রসকল্পবল্লী গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ রহিয়াছে। রামগোপাল দাসকে রসকল্পবল্লী গ্রন্থ সম্পাদনে যাহার উপদেশাদি অর্পন করিয়াছিলেন, গিরিধর দাস তার মধ্যে একজন।

তথাহি— রসকল্পবল্লী—৭ম কোরক

"রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মোরে গ্রন্থ পড়াইলা। গিরিধর চক্রবর্ত্তী অনেক কহিলা"

অষ্টরস ব্যাখ্যায় গিরিধর দাসের রচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

ক্ষণদা গীত চিন্তামনি গ্রন্থেতে শ্রীগিরিধর দাস বিরচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৬৫৮ শকাব্দে 'গীত গোবিন্দ' শ্রীদাস গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষা ও স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

গোবিন্দ আচার্য্য—শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮ম পরিঃ—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণ দাস ॥"

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয় ঃ—

"বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম সুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাস রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম ॥
গোবিন্দ আচার্য্যের মল্লদেশে নিবাস ছিল।
তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী রচনা করেন ॥"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা। —

"গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুন শালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী ॥"

তথাহি— শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ—

"পূর্ব্বেতে বড়াই যেমত করিলা ধামালী।
সেইমত গোবিন্দ আচার্য্যের গীতাবলী ॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার—

পূর্ব্বে যেন বড়াই করিলা ধামালী।
সেইমত গোবিন্দ আচার্য্য গীতাবলী ॥"

তথাহি — শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা — ৪১ শ্লোক

পৌর্ণবাসী ব্রজে যাসীদ্গোবিন্দানন্দ কারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দ গীত পদ্যাদি কারকঃ॥

ব্রজলীলায় অবন্তী নগরবাসী সান্দিপনীর মুনির মাতা পৌর্ণমাসী যিনি ব্রজে বড়াই বলিয়া খ্যাত। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাগীত রচনা করতঃ শুক শারীর মাধ্যমে গান করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ প্রদান করিতেন। সেই বড়াই গৌরাঙ্গ লীলায় গোবিন্দ আচার্য্য নামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের একাদশ কোরকে ধামালী ধৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে তাহার শ্রীপাট। তিনি বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলা গ্রাম হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করেন। তিনি ভাবুক চক্রবর্ত্তী নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১৪ তরঙ্গে

আচার্য্যের অতিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুন, ভক্তিমূর্ত্তি॥
শ্রীগোবিন্দ যৈছে আচার্য্যের শিষ্য হৈলা।
মহুয়া হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা॥

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দে—১ম নির্য্যাস

প্রভু কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুরাগ॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম।
ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম॥
তাহার ঘরনী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তাঁর গুন কি কহিব অতি অনুপাম॥

তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে। প্রভুপদ বিনা যার অন্য নাহি চিতে॥
তার দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তি পরা॥

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রাধাবি.নাদ ও কিশোরী দাস, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের লেখক লালদাস (কৃষ্ণদাস) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর শাখার শিষ্য। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বোরাকুলি গ্রামে শ্রীরাধাবিনোদের সেবা স্থাপন করেন। ঐ উপলক্ষ্যে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে প্রভু বীরচন্দ্রাদি তৎ সাময়িক প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সশিষ্যে বুধরি হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করতঃ উক্তকার্য্য সমাধান করেন এবং শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীরাধাবিনোদ রাখেন। রসকল্পবল্লীগ্রন্থে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে পদ দৃষ্ট হয়।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বৈষ্ণবসঙ্গীত লেখকগনের অন্যতম, সঙ্গীত জগতে অফুরন্ত অবদানের জন্য তিনি পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীখণ্ড নিবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও পদকর্ত্তা রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা সুনন্দা, মাতামহ দামোদর মহাকবি, মাতামহী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত অষ্ট কবিরাজের একজন। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী বুধরী গ্রামে তাঁহার শ্রীপট।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে।—

"রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
° ° ° °
ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর। অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি। বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥

শ্রীখণ্ডে মাতামহ ভবনে গোবিন্দ কবিরাজের জন্মহয়। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করেন। মাতামহ শক্তি উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ মাতামহ ভবনে পালিত হওয়ায় তিনি ও শক্তি উপাসক হন। শেষে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর করুনায় পরম বৈষ্ণব হন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অগ্রে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন

ভ্রাতার অনুরোধ সত্বেও গোবিন্দ স্বমত ছাড়িলেন না। গোবিন্দ ভ্রাতার নির্দ্দেশে বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় সহসা গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হন। সেকালে আকুল প্রানে দেবীর চরণে কাতর আবেদন জানাইলে দেবী তাহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া গোবিন্দ ভজনের উপদেশ প্রদান করেন। তখন গোবিন্দ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে সংবাদ দিয়া আচার্য্য প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ণ করতঃ তাঁহার পদোদক পান করিতেই ব্যাধি মুক্ত হইলেন এবং তাহার সমীপে দীক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। তারপর একদিন পদ রচনার জন্য আচার্য্য চরণে নিবেদন করিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৪ বিলাস

এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার। আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার॥
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে॥
প্রভু কহে, যে মাগিলে শুন কহি তায়। কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায়॥
গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুন চয়॥
স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ লীলা। আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিলা॥

এইভাবে আদেশ পাইয়া গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গীত রচনায় ব্রতী হইলেন। শেখর ভূমির রাজা হরি নারায়ণের আদেশে শ্রীরামচরিত গীত রচনা করেন। এবং ঠাকুর নরোত্তমের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ রায়ের আদেশে তিনি সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১ তরঙ্গে

হরি নারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিলা। সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিলা॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপা প্রাপ্তির পর সম্ভবতঃ গোবিন্দ কবিরাজ ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

তথাহি—প্রেমবিলাস—১৪ বিলাস

এতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এই রূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন॥

—•—

গোপাল ভট্ট—শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী দাক্ষিনার্ত্ত বাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভুর পরিষদ ষড় গোস্বামীর একজন। মহাপ্রভু দাক্ষিনার্ত্ত ভ্রমন কালে তাঁহার ভবনে চাতুর্ম্মাস্য উদযাপন করেন।

তথাহি—অনুরাগবল্লী –১ম লহরী—

কাবেরীর তীরে দেখি রঙ্গনাথ। নৃত্যগীত কৈল বহু ভক্তগন সাথ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মন সমাজ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হয়ে দুই ভাই। বেঙ্কট প্রবোধানন্দ ভট্ট বলি গাই॥

বেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই। বেঙ্কট ভট্টের পুত্রই গোপাল ভট্ট। পিতার নির্দ্দেশে বিবিধ বিধানে মহাপ্রভুর সেবা করেন। এবং প্রভুর সমীপে নিজমন আর্ত্তি নিবেদন করেন। প্রভু বিদায়ের কালে বলিলেন পিতামাতা ও খুল্লতাতাদির অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবন গমন করিবে। তথায় আমার প্রিয় রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। গোপাল ভট্ট নিজ খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সমীপে দীক্ষা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমান॥
অধ্যয়ন উপনয়ণ যোগ্য আচরনে। পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥

গোপাল ভট্ট পিতা মাতা খুল্লতাতাদির অন্তর্দ্ধানের পর উদাসী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আগমন বার্ত্তা অন্তরে জানিয়া ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরন করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন। গোপাল ভট্ট প্রভু প্রদত্ত সম্পদ গ্রহন ও রূপসনাতনাদির মিলনে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। শ্রীরাধারমন সেবা স্থাপন করিয়া সেবানন্দে বিভোর হইলেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস। সৎক্রীয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যান সাধন করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণব স্মৃতি প্রনয়ন উদ্দেশে শাস্ত্র হইতে ভক্তি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া গোপাল ভট্ট হস্তে অর্পন করিলে ভট্ট গোস্বামী তাহাতে আর ও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংযোজন করেন। তাহাই হরিভক্তি বিলাস নামে প্রসিদ্ধ হয়। সনাতন গোস্বামীপাদ উক্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবের

নিত্য বিধান মূলক সৎক্রিয়া সার দীপিকা গ্রন্থ গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রনয়ন করেন। গৌরপ্রেম প্রচারক শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কৃপাপাত্র। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'গোপাল ভট্ট' ভনিতাযুক্ত পদ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা করেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল ॥

গোকুল দাস—গোকুল দাস ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পণ্ডিত ছিল। তাহার কণ্ঠস্বরে সকলে বিমোহিত হইত।

তথাহি—নরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস

"জয় গোকুল ভক্তিরসের মূরতি। যাঁর গানে নাই বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি ॥"

তথাহি – ভক্তি রত্নাকরে—১০ম তরঙ্গে

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়। অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ। আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে। সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥

গোকুল দাস খেতুরীর উৎসবে ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র তাহার গান শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাহার বদনে হস্ত বুলাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতে বলিলেন।

তথাহি—নরোত্তম বিলাস—১১ বিলাস

"গোকুলের বদনে হস্ত বুলাইয়া। কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া ॥
• • • • • •
এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার। গাও গাও ওহে প্রান জুড়াও আমার ॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত। কিবা সে অপূর্ব্ব কবিরাজ কৃত গীত ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে "গোকুল দাস" ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

গোকুলানন্দ—গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য ছয় চক্রবর্ত্তীর অন্যতম। কাঞ্চন গড়িয়া নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীদাস

চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা। গোকুলা নন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। পদকল্পতরু গ্রন্থে গোকুলা নন্দ ভণিতা যুক্ত পদ দৃষ্ট হয়।

২। গোকুলা নন্দ বীরভূম জেলার মঙ্গল ডিহিতে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের শাখা ভুক্ত। পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথ। তাঁহার পাঁচ পুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপালচরণ, তাঁহার দুই পুত্র। গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের কীর্ত্তন পদ রচনার বৈশিষ্ট দেখিয়া কাশীপুরাধিপতি গোস্বামী ডিহি ও মোতাবেগ নামক দুইখানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া প্রদান করেন। সেই সম্পত্তির আয়ে শ্যামচাঁদের সেবা হয়। তৎভ্রাতা নয়নানন্দ বিরচিত শ্রীপ্রেয়োভক্তির রসার্ণব গ্রন্থে গোকুল দাসের নামাঙ্কিত ৩টি পদ দেখা যায়।

৩। গোকুলানন্দ সেন—বৈষ্ণব দাস দ্রষ্টব্য

গোপী কান্ত—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। তাঁর শিষ্য হরিরাম আচার্য্য। হরিরাম আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য শ্রীগোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। পদ্মা-গঙ্গার সঙ্গম স্থল গোয়াসে তাঁহার শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দে—১ম নির্য্যাস

আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য। পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুনে আর্য্য॥
তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥
পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীকান্ত ও গোপীকান্ত দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়। প্রকাশিত পদাবলীর প্রথম পদটি পদকর্ত্তাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত বলিয়া প্রমানিত হয়।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস—গোবর্দ্ধন দাসের পরিচয় সম্পর্কে গোড়ীয় বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থে ৪জন পদকর্ত্তার নামোল্লেখ রহিয়াছে।

১। গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী ঠাকুর নরোত্তম শিষ্য। নরোত্তম বিলাসে—১২ বিলাস
"জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান। যেঁহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥"

২। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত দামোদরের শিষ্য। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ীতে জন্ম স্থান। পদাবলী সাহিত্যে দান রহিয়াছে।

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব। জয়পুরের শ্রীগোকুল চন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তণীয়া। ১৭০০ শকে ইহার তিরোভাব।

(৪) গোবর্দ্ধন ভট্ট গদাধর ভট্ট অন্ববায়ী গৌয়ড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি অনুমানিক সপ্তদশ শত শতাব্দীতে "মধু কেলিবল্লী" রচনা করেন। ইহাতে হোরিকা লীলাই প্রধানত বর্নিত রহিয়াছে। ইনি শ্রীরূপসনাতন। স্তোত্র নামে যে কত শ্লোকে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপ সনাতনের জীবনীই আলোচ্য বিষয়। অতি উপাদেয় কাব্যই বটে।

গে।পাল দাস—গোপাল দাস ভণিতা যুক্ত পদগুলি রাম গোপাল দাসের বির।চত—(রামগোপাল দ্রঃ)

গোপীরমন—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। গোয়াসে তাঁহার নিবাস। গোপীরমন ও দূর্গাদাস দুই ভাই। বৈদ্যকুলে জন্ম।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ম নির্য্যাস।

"গোপীরমন দাস বৈদ্য মহাশয়। তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয়॥
হরিনামে প্রীতি তার লয় হরিনাম। রাধাকৃষ্ণ লীলাগান মহাপ্রেম ধাম॥
গোয়াসে তাহার বাড়ি বড়ই রসিক। সদা কৃষ্ণ রস কথা যাতে প্রেমাধিক॥

তথাহি—অনুরাগবল্লী—৭ম মঞ্জরী।

"গোপীরমন কবিরাজ তার ভাই দূর্গাদাস।"

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীরমন ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী—গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণব সঙ্গীতের লেখক। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। তাঁর শিষ্য হররাম আচার্য্য। হররাম আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী পদ্মা গঙ্গার সঙ্গম স্থল গোয়াসে তাঁহার শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ম নির্য্যাস।

"আরেক সেবক তাঁর হররাম আচার্য্য। পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুনে আর্য্য॥
তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥
পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীকান্ত ও গোপীকান্ত দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

গোবিন্দ ঘোষ—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর কীর্ত্তণীয়া, শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব তিন ভাই।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—১০ পরিঃ—

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥

গোবিন্দ ঘোষ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন। যাঁহার প্রেমবশে শ্রীগোপীনাথ দেব অদ্যাপি তাঁহার তিরোধান দিবসে পুত্রভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌরদাস—"গৌরদাস কর্ণানন্দ গ্রন্থের প্রনেতা যদুনন্দন দাসের ভক্ত। ইনি ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করেন।" (বৈষ্ণব জীবন)

পদকল্পতরু গ্রন্থে "গৌর দাস" ভনিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

অন্যত্র পদের প্রমানে গৌরদাসকে যদুনন্দন দাসের শিষ্য বলিয়া মনে হয়।

গৌরসুন্দর দাস—পদকর্ত্তা, রচনা-"কীর্ত্তনানন্দ"। ইহাতে প্রায় ৬০ জন কবির ৬৫০টি পদ সমাহৃত। ইহার অনেক পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই কবি বৈষ্ণব দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও সমসাময়িক হইবেনই। পদরত্নাবলীর ৪৪২নং পদটিতে "কীর্ত্তনানন্দ" সঙ্কলন সম্বন্ধে কবির আত্মকথা আছে।" (বৈষ্ণব সাহিত্য)

"শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর। দোষ পরিহরি শুন শ্রবন মধুর॥
বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণ লীলা গীতাহি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি সবেমাত্র আশা করি॥
তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগন চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লিখি লেখায় সে গৌরহরি॥
মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সমুদ্র "কীর্ত্তনানন্দ" নাম॥
তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব পূর মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গ চরণ মধুকর গৌরসুন্দর দাস আশা॥"

শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুর। তাঁহার চার পুত্র জয়রাম,

কানুরাম, পরশুরাম ও গঙ্গারাম। পদকর্ত্তা কানুরামের পুত্র গৌরসুন্দর দাস, ইহার পুত্র পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাস।

গৌরীদাস—গৌরীদাস কীর্ত্তণীয়া নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত। তিনি পদকর্ত্তা ছিলেন। তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা।—

'গৌরীদাস কীর্ত্তণীয়ার কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥'

বৈষ্ণব বন্দনার লেখক দেবকীনন্দন দাসের গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস গৌরীদাসের কেশে ধরিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর স্তব করাইয়া ছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গল—(জয়ানন্দ (জয়ানন্দ)

"গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥"

তথাহি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা (বৃন্দাবন দাস)

"বন্দিব গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। নিত্যানন্দ প্রিয় পাত্র মহিমা প্রচুর॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে। যে লইল উৎকলে আচার্য্য গোসাঞিরে॥"

গৌরীদাস পণ্ডিত কেন, কোন সময়, কিভাবে অদ্বৈত আচার্য্যকে শান্তিপুর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন সেই উপাখ্যান হরিচরণ দাস কৃত শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপলব্ধি হয় যে শ্রীপাট কালনায় শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ স্থাপনকারী ব্রজের সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিতই গৌরীদাস কীর্ত্তণীয়া।

গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিচয় যথা—

তথাহি—সুবল মঙ্গলে—

"কংসারি মিশ্রের পত্নীনাম যে কমলা। তাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র জনমিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট। সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয় পণ্ডিত গৌরীদাস। অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মন আশ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য। প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

গৌরীদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া অবস্থান করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলাকালে হরিনদী গ্রাম হইতে নিত্যানন্দ সহ নৌকা আরোহনে কালনায় গৌরীদাস ভবনে আগমন করেন। সেসময় নৌকার বৈঠা তাহাকে অর্পন করিয়া বলিলেন এই বেঠা বাহিয়া জীবকে ভবপার কর।

তারপর গৌরীদাসে নবদ্বীপ লইয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিতে লাগিলেন। তারপর দ্বার পরিগ্রহ করিবার আদেশ দিয়া একটি গীতা গ্রন্থ প্রদান করতঃ কালনায় প্রেরণ করেন। প্রভু দত্ত গীতা ও বৈঠা অদ্যাপি শ্রীপাট কালনায় বিদ্যমান।

তথাহি—সুবল মঙ্গলে—

"গৌরীদাসের পত্নী বিমলাদেবী।

বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস। বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ ॥"

প্রভু সন্ন্যাসের পর কালনায় আসিলে গৌরীদাস গৌরনিত্যানন্দকে স্বভবনে রহিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন, এখানে রহিলে জীবোদ্ধারে হইবে কি প্রকারে।" শেষে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে শচীমাতার ষষ্ঠীপূজা স্থানের নিম্ববৃক্ষটি ছেদন করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন। প্রভুদ্বয় উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের সহিত নিজেদের অভিন্নতা দেখাইয়া বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি শ্রীপাটে সেই বিগ্রহদ্বয় বিরাজমান। পদকল্পতরু গ্রন্থে "গৌরীদাস" ভণিতাযুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌরী মোহন—"পদাবলী সঙ্কলয়িতা ১৮৪৯ খৃঃ ইহাঁর "পদকল্পলতিকা" প্রকাশিত হয়। পদ সংখ্যা ৩৫১, ইনি বৈষ্ণবদাস, এমনকি শশিশেখর--- চন্দ্রশেখরেরও পরবর্ত্তী।" (বৈষ্ণব জীবন)

দ্বিজ গঙ্গারাম—দ্বিজ গঙ্গারামকে অনেকেই নবদ্বীপবাসী শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীচতুভূজ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া মনে করেন। বিষ্ণুদাস, নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিন ভাই। শ্রীকৃষ্ণদাগীত চিন্তামনি গ্রন্থের ১।২ পদ দ্বিজ গঙ্গারাম ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

ঘ

ঘনরাম দাস—"বর্দ্ধমান জেলায় কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ১৬৩৩ শকে ইনি 'ধর্ম্ম মঙ্গল' কাব্য রচনা শেষ করেন। ইনি পদ কর্ত্তাও ছিলেন। বাৎসল্য রস ও গোষ্ঠলীলা সখ্যরসের বর্ণনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।" (বৈষ্ণব জীবন) পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনরাম দাসের কতিপয় পদেয় উল্লেখ রহিয়াছে।

ঘনশ্যাম দাস—ঘনশ্যাম দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতি গোবিন্দ

ঠাকুরের শিষ্য। তিনি চিরঞ্জীব সেনের বংশধর। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ. গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ। তাঁরই পুত্র ঘনশ্যাম দাস। ঘনশ্যাম যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতা দিব্যসিংহ পত্নীসহ শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন। সেসময় নবাব তাহাদের বুধরীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। শ্রীখণ্ডেই ঘনশ্যাম জন্ম হয়। ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নবাব তাহার মধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাহাকে ৬০ বিঘা জমি দান করতঃ বুধরীতে বাস করান। ঘনশ্যামের পুত্র স্বরূপ নাথ। তৎপুত্র হরিদাস বুধরীতে নিতাই গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন। ইহার রচনা 'শ্রীগোবিন্দ রতি মঞ্জরী' সর্ব্বজন সমাদৃত গ্রন্থ। (বৈষ্ণব জীবন) পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্যাম নামে পদাবলী রহিয়াছে।

২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। তিনি ঘনশ্যাম ভণিতায় বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

চ

চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশেখর কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীরমনের বংশধর। ইহার পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর। ভ্রাতা পদকর্ত্তা শশিশেখর। "নায়িকা রত্নমালা" গ্রন্থ ইহাঁদের কীর্ত্তি। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

চম্পতি রায়—"চম্পতি রায় দাক্ষিণার্ত্তবাসী। ইহার পদাবলী সাহিত্যে দান আছে। ইহার রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্রের' সংস্কৃত টীকায় ইহার নামোল্লেখ আছে (বৈষ্ণব জীবন) খণ্ডিতা প্রকরণে। "কি করিব জপতপ" পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুরের বর্ণন—শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি রায় নামা মহাভাগবত অসিৎ। স এব গীত কর্ত্তা।" পদকল্পতরু গ্রন্থে ইহার বহু পদ দেখা যায়।

চন্দ্রকান্ত—চন্দ্রকান্ত ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। পকপল্লীর রাজা নরসিংহ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য পণ্ডিত মণ্ডলী সমবিব্যবহারে খেতুরীতে আগমন করেন। সে সময় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রকান্ত ছিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস

"হরিদাস শিরোমনি চন্দ্রকান্ত আর ন্যায় পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥

ইহা ব্যতীত চন্দ্রকান্তের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না বৈষ্ণব শাস্ত্রে আর কোন চন্দ্রকান্তের নাম পাওয়া যায় না। গীত রত্নাবলীতে চন্দ্রকান্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

চূড়ামনি দাস—শ্রীচূড়ামনি দাস পাঁচালী প্রবন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গৌরাঙ্গ লীলাগীত রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতকে স্বীয়গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

তথাহি—গৌরাঙ্গ বিজয়ে—

"মোর প্রভু তোমার বল্লভ ধনঞ্জয়। করহ কৃপা চূড়ামনি দাস ক॥"

প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ ও রামাই এর অশেষ করুনায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় গ্রন্থ রচনা করেন। আদি খণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড, এই তিনখণ্ডে গ্রন্থ সম্পুর্ণ। পদকল্পতরু গ্রন্থে চূড়ামনি দাস কৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

চৈতন্য দাস— (বীরহাম্বীর দ্রঃ) শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য বীরহাম্বীরের অন্য নাম।

২ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চৈতন্যদাস, রামদাস, কবি কর্ণপুর। শিবানন্দের এই তিন পুত্র। চৈতন্য দাস চৈতন্য কারিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

জ

জগদানন্দ—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। তাঁহার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে—তাঁহার বিরচিত প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। পিতা মাতাও জন্মস্থানের পরিচয় পাওয়া না গেলেও গৌরসহ তাহার মিলন কাহিনীটী তাহার বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায়

"ধন্য শিবানন্দ সেন কবি কর্ণপুর পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে। শিবানন্দ ত্রাতা মোর সম্পদ বিপদে॥
তার ঘরে ভোগরান্ধি পাকশিক্ষা হেল। ভাল পাক করি গৌরাঙ্গ সেবা কৈল॥
জগাই বলে সাধু সঙ্গে দিন যায় যার। সেইমাত্র নামাশ্রয় করে নিরন্তর॥"

আবাল্য প্রভুর সহ খেলাধুলা ও অধ্যয়নাদি করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বিরহ বিক্ষেপে প্রভুসহ নদীয়ায় যেলীলা ঘটিয়া ছিল তাহা ভাবাবেগে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাই প্রেমবিবর্ত্ত নামে বিখ্যাত। এতদ্বিষয়ে বর্ণন যথা—

"চৈতন্যের রূপ গুন সদা পড়ে মনে। পরান কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে॥
কান্দিতে কান্দিতে যেন হইল উদয়। লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজভয়॥
নামেতে পণ্ডিত মাত্র ঘটে কিছু নাই। চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই॥
গোঁসাঞি স্বরূপ বলে কি লিখ পণ্ডিত।
আমি বলি লিখি তাই যাহাতে পীরিত॥

উক্ত গ্রন্থে গৌর সহ বাল্য লীলা বর্ণনে লিখিয়াছেন—
"একদিন শিশুকালে, দুজনেতে পাঠশালে, কোন্দলে করিনু হাতাহাতি।
মায়াপুর গঙ্গাতীরে, পাড়িয়া দুঃখের ভারে, কান্দিলাম একদিন রাতি॥
সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত, গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।
ডাকেন জগদানন্দ, অভিমান বড় মন্দ, কথাবলো বক্রতা ছাড়িয়া॥"

দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামা জগদানন্দ রূপে প্রকট হইয়া পূর্ব্ব ভাবানু-রাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। বাল্যেই সেই ভাবের প্রকাশ পরবর্ত্তী কালে নীলাচলে তৈলভঞ্জন, শয্যা প্রদান প্রভৃতি লীলায় তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। গৌরাঙ্গ সহ নদীয়া বিলাসের পর গৌর সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে জগদানন্দ ও ক্ষেত্র বাসী হন। এতদ্বিষয়ে বর্ণন—

তথাহি—প্রেমবিবর্ত্তে

"গদাই গৌরাঙ্গরূপে গূঢ় লীলা কৈল। টোটা গোপীনাথ সেবা গদাধরে দিল॥
মোরে দিল গিরিধারী সেবা সিন্ধু তটে। গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে॥
মহাপ্রভু মায়ের নিকট শুভ সমাচার বিনিময়ের জন্য জগদানন্দকে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের জন্য অদ্বৈত প্রভু তাহার মাধ্যমে একটি প্রহেলী লিখিয়া—নীলাচলে প্রভুর সমীপে পাঠাইয়া ছিলেন।

২। জগদানন্দ বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য বিপ্র কাশীনাথের

বংশধর। কাশীনাথের পাঁচ পুত্র। অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষন ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপাল চরণ, তৎ পুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ বঙ্গ ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় এবং কীর্ত্তন পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

৩। জগদানন্দ দাস শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহন করেন। পিতা নিত্যানন্দ, পিতামহ পদ্মানন্দ। পৈত্রিকবাস শ্রীখণ্ড হইতে আগর ডিহি দক্ষিন খণ্ডে বাস করেন। পরে তথা হইতে বীরভূমের দুবরাজপুর থানার জাফরাই গ্রামে বাস করিয়া ছিলেন। তথায় তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

একদা কতিপয় পশ্চিমদেশীয় সাধু আগমন করিয়াছেন। তাহারা কুপোদক ভিন্ন পান করিবেন না তাই জগদানন্দ গৌরাঙ্গ স্মরনে লৌহখণ্ড দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেই জল উত্থিত হইল। পরে তথায় একটি পুষ্করিনী খনন করা হয়। তাহাতে অদ্যাপি গৌরাঙ্গসায়ের নামে খ্যাত। জগদানন্দ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীনে আমলালা সুন্দরী গ্রামে উপস্থিত হয়েন ও তথায় একটি সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় স্থানে পাদুকা পায়েদিয়া জলরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়া হরিনাম করিতেন। পঞ্চকোটের রাজা পাত্র-মিত্র সহ তথায় আগমন করতঃ জগদানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে আমলালা সুন্দরী গ্রাম অর্পন করেন। জগদানন্দ ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত সরোবর 'ঠাকুর বাঁধ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। জগদানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। এতদ্বিষয়ে প্রাচীন শ্লোকঃ--
শ্রীলজগদানন্দো জগদানন্দ দায়কঃ। গীত পদ্যকরঃ খ্যাতোভক্তি শাস্ত্র বিশারদ॥
ইহার রচিত পদাবলী শ্রুতি রসায়ন, ছন্দোবিন্যাসে ও শ্রুতি মধুর পদ কদম্ব লিখনে ইনি অদ্বিতীয়। ভাষাশব্দার্ণবে ইনি ককারাদি ক্রমে অনুপ্রাসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার চিত্র পদ রচনাও অতি সুন্দর

(বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থধৃত)

জগন্নাথ দাস—জগন্নাথ দাস উড়িষ্যা নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। কানাই খুটিয়ার পুত্র। জগন্নাথ, বলরাম দুইভাই।

—বৈষ্ণব বন্দনা— (দেবকী নন্দন)

"কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর ॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত পণ্ডিত। যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥"
পদকল্পতরু গ্রন্থে জগন্নাথ দাস রচিত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।
ইহার রাসোজ্জ্বল নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

জগমোহন দাস—জগমোহন একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে দুইটি পদ রহিয়াছে।

জ্ঞানদাস—কবি জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন। এতদ্বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাসের বিরচিত সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের বর্ণন—

"জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস ॥"

বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে ১৪ তরঙ্গ

"রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥"
জ্ঞানদাসের পরিচিতি বিষয়ে পদকর্ত্তা নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণন—
শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদরা মাঁদরা গ্রাম, তথায় জন্মিল জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্যকাল হৈতে, দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে, জ্ঞানদাস কবি নামে, পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব, আসেন মহান্ত সব, হয় তাঁহাদের লীলা খেলা ॥
মদন মঙ্গল নাম, রূপে গুনে অনুপাম, আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে, জ্ঞানদাস গেলা যবে, বাবা আউল ছিল সহচর ॥
কবি কুলে যেন রবি, চণ্ডীদাস তুল্য কবি, জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধারস, যেন অমৃতের ধার, নরহরি দাস ইহা ভনে ॥
জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেন। পূর্ব্বরাগ, সখী-শিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড মুরলী শিক্ষা, গোষ্ঠ, বিহার, মান, মাথুর, প্রশ্ন দুতিকা ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার। পদকল্পতরু ও রসকল্পবল্লী গ্রন্থে ইহার বহু পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

তরুনীরমন—মুকুন্দদাসের বিরচিত সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের অষ্টম প্রকরনে

৬১টি পদের মধ্যে তরুনীরমনের ৪৩টি পদ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎমধ্যে ৬টি বাংলা ভাষায় ও ৩৭টি পদ ব্রজবুলিতে পাওয়া যায় (বৈষ্ণব সাহিত্য) পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

তুলসী দাস—শ্রীরসিক মঙ্গল গ্রন্থের প্রনেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাসের সঙ্কীর্ত্তন গুরু। রসময়ের পুত্র। ক্ষণদাগীত চিন্তামনিতে তাঁর রচিত পদ দেখা যায়।

তথাহি—রসিক মঙ্গলে—

"বন্দো শ্রীসঙ্কীর্ত্তন গুরু শ্রীতুলসী দাস। আজন্ম রসিক সঙ্গে করিল নিবাস॥
সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে প্রথম বন্দন। বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পূজেন॥
তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে। তুলসী চরণে দিয়া খায় মনসুখে॥"

দ

দিব্যসিংহ—দিব্যসিংহ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। সংকীর্ত্তনামৃতের ১৯০ সংখ্যক পদটি তাঁহার রচিত। মাতার নাম মহামায়া। তিনি শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস।

দ্বারকা নাথ ঠাকুর—সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথের বংশধর। কাশীনাথের পাঁচ পুত্র। অনন্ত, কিশোর, হরিচরন লক্ষণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপাল চরণ। তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ নামক সঙ্গীত নাটক রচনা করেন।

শ্রীদীনবন্ধু দাস—পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের লেখক ও সংকলক। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থ সংকলন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। উক্ত গ্রন্থের উত্তর খণ্ডের শেষাংশে তাঁহার পরিচয় বিষয়ক বর্ণন।

"প্রপিতামহের নাম ঠাকুর শ্রীহরি। তারপাদপদ্মধুলি নিজশিরে ধরি॥
পিতামহ ঠাকুর নাম শ্রীনন্দ কিশোর। তাহার করুনা বলে হেন ইৎসা মোর॥
পিতা শ্রীবল্লবীকান্ত ঠাকুরের দয়া। সেই বলে লিখি আমি ভক্তি শক্তি পায়া॥
পূর্ব্ব প্রতি পুরুষের যোগ্যতা অনন্ত। পাণ্ডিত্য সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ॥

পদ পদাবলীকত করিল বর্ণন। প্রাচীন আনিয়া কত করিল লিখন॥
দ্বিজ অজামিল, পাপী ছিল, শুনিয়াছি ভাগবতে।
সেহো গেল তরি, নারায়ন বলি, ভাবিয়া আপন সুতে॥
ভাই লোকনাথ, তনুজ গোলোক, কাছে ডাকি যারে বার॥

দীনবন্ধু দাসের জন্মভূমি আদির পরিচয় অজ্ঞাত, প্রপিতামহ হরিঠাকুর, পিতামহ নন্দকিশোর, পিতাবল্লবীকান্ত, ভ্রাতা লোকনাথ ও ভ্রাতুপুত্র গোলোক। তবে তিনি যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শাখায় ছিলেণ, তাহা তাহার দুইটি পদের ভনিতায় অনুমেত হয়।

তাথাহি—৪৭৬ পদ

দীনবন্ধু কহে শুন পরিনাম। মধুমতি আনি মিলাওব কাহ্ন॥

তথাহি—৪৮৯ পদ

"মধুমতী পদ পাশে, লুকাইয়া অভিলাষে, দীনবন্ধু রভস দেখিব॥" ব্রজের মধুমতী সখীই শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। পদের ভনিতার রস তাৎপর্য্যে পদক॰া তাঁহার আনুগত্যতার ভাব পোষন করায় তাঁহার শাখাভুক্ত বলিয়া প্রমানিত হয়। ১৬৯৩ শকাব্দের ৫ই বৈশাখ এই গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত হয় গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্ব্বখণ্ডে ১৫ প.রচ্ছেদ ও উত্তর খণ্ডে ৫ পরিচ্ছেদ। মোট ২০ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ খানি সমাপ্ত।

গ্রন্থের ভ নতায় বর্ণন—

শ্রীনন্দ কিশোর পদ হৃদয়ে ধরিয়া। দীনবন্ধু দাস কহে শুন মনদিয়া॥

ভনিতায়—নন্দকিশোর দাসের নাম থাকায় দীনবন্ধু দাস তাঁহার পিতামহ নন্দকিশোরের শিষ্য বলিয়া অনুমেত হয়। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থে ৪০ জন পদ-কর্ত্তার পদ রহিয়াছে। তাহাতে স্বরচিত ২০৭টি পদের সমাবেশ করিয়াছেন।

খাড়ঙ্গ দীনবন্ধু দাস—বৈষ্ণব সাহিত্য ধৃত—

ইনি শ্রীমদ্ভাগতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ উৎকল নবাক্ষরে অনুবাদ ক. ন। ইনি প্রসিদ্ধকবি জগন্নাথ দাসের পরবর্ত্তী—নিত্যানন্দ পরিবার ভুক্ত জনৈক বৃন্দাবন দাসের শিষ্য জয়রাম দাস তাঁরই শিষ্য দীন বন্ধু দাস। —বৈতরনী ভটবর্ত্তী

মুকুন্দপুর গ্রামবাসী যথা—

বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরে লালস।
শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার, অটন্তি অতিশুদ্ধাচার॥
যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য, বৈষ্ণব জয়রাম দাস।
তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি, ভাগবত কু গীত কলি॥

গৌরাঙ্গ পদাবলী নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনে কিশোরী দাস, সরস, মাধুরী, শ্রীপ্রভুচন্দ গোপাল, সূরজ মিশ্র, বাঁকেপিয়া, বন বিহারী, দীনদাস, রসিক দাস, মনোহর, দামোদর, শাহ আকবর, গোপাল দাস, মীরা প্রভৃতির গৌরপদ সংগৃহীত হইয়াছে।

দুঃখিনী—পরিচয় অজ্ঞাত। বৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসারে দুঃখিনী ভনিতা যুক্তপদ দেখা যায়।

দৈবকী নন্দন—শ্রীদেবকীনন্দন দাস শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপাত্র শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের শিষ্য।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী।—

"শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥
তেঁহ যে কারলা বড় বৈষ্ণব বন্দনা॥"

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ভবানী পূজনকারী 'চাপাল গোপালই' পরবর্ত্তী কালে 'দৈবকী নন্দন' নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সমীপে অপরাধ করায় তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবন গমন উদ্দেশে গৌড়দেশে আগমন করেন। সেসময় কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবার কালে কুলিয়ায় মাধবদাসের ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ পৌছিলে তিনি সকাতরে প্রভু চরণে আত্মনিবেদন করেন। তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন, 'শ্রীবাস পণ্ডিতের সমীপে গমন কর। তাহার নিকট তোমার অপরাধ, তাঁহার করুনা ভিন্ন তোমার মোচন নাই।' প্রভুর আজ্ঞায় তিনি শ্রীবাসের চরণে পড়িলেন। শ্রীবাস তার অপরাধ করিলেন এবং বলিলেন তুমি পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় কর ও বৈষ্ণব বন্দনা কর।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা।—

নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া। শান্তিপুর যান যবে ভক্ত গোষ্ঠি লৈয়া॥
সেইকালে দন্তে তৃন ধরি দূর হৈতে। নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে॥

° ° ° ° ° ° °

প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের আজ্ঞায় দৈবকীনন্দন বৈষ্ণব বন্দনা রচনা করেন।

দামোদর—দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের অন্যতম। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—মধ্যে ১০ম পরিচ্ছেদ—

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত ছিলেন এবং পূর্ব্ব অবতারে ললিতা সখী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম পাণ্ডত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ ও ক্ষেত্রলীলায় সর্ব্বক্ষণ অঙ্গ সঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁর পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীহট্টের ভিটা দিয়া গ্রাম হইতে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় স্বরূপ দামোদরের জন্ম হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহন পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করেন। তদবধি স্বরূপ দামোদর নাম ধারন করেন। তিনি মহাপ্রভুর অপ্র-

কটের পর নীলাচলেই অপ্রকট হন। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি নামক গ্রন্থে (১০। ৫) দামোদর ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

২। শ্রীখণ্ড নিবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের শ্বশুর। তিনি তিনি মহাকবি ছিলেন।

তথাহি— ভক্তি রত্নাকরে—১ম তরঙ্গে

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখেণ্ডতে। যিঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥

ইহাঁর কবিত্ব সম্পর্কে "সঙ্গীত মাধব" নাটকে বর্ণিত রহিয়াছে।

পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি।
গৌড়ে গোবর্দ্ধন দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

দামোদর কবিরাজ প্রখ্যাত কবি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ ছিলেন।

তথাহি—ভক্তি রত্নাকরে—৯ তরঙ্গে

"দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার। কন্যা সুনন্দা, গোবিন্দ পুত্র যাঁর॥"

দামোদর একজন দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে তিনি ক্রোধে 'অপুত্রক হও' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে দামোদর তাঁহার ক্রোধের শান্তি করিলে পণ্ডিত বলেন তোমার একটি কন্যা হইবে এবং ঐ কন্যার গর্ভে কীর্ত্তি-মান দুই পুত্র জন্মিবে। সেই কন্যাকে গৌরাঙ্গ পার্ষদ চিরঞ্জীব সেন বিবাহ করেন। তাহাতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম হয়।

ন

শ্রীনিবাস আচার্য্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীগঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। নদীয়া জেলার চাকুন্দী গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য আবির্ভূত হন। জগতে শ্রীগৌরগুন মহিমা প্রচারের জন্য তাঁহার আবির্ভাব। তঁহার পিতা ও মাতা পুত্র কামনায় নীলাচলে জগন্নাথদেবের সমীপে গমন করিয়া মন আর্ত্তি নিবেদন করেন। কতকদিবস অবস্থানের পর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে পুত্রবর লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরে নিজ প্রেমশক্তি পৃথিবীর দ্বারে লক্ষ্মীদেবীতে সঞ্চার করেন, তাহাতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়। বাল্যে পিতামাতা সমীপে গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা

কাহিনী অবগত হইয়া গৌরাঙ্গের দর্শন আকাঙ্খায় উন্মুখ হইলেন। বিদ্যানিধি পণ্ডিত সমীপে তিনি অধ্যয়ন করেন। বাল্যে তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। একদা প্রাতঃকালে স্নান উপলক্ষে, আগমন করিলে খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের সহিত মিলন হয়। তাহার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া নরহরি ঠাকুর মহাআনন্দিত হইলেন। তারপর তাহাকে নরহরি ঠাকুর ঘরে পাঠাইলেন। তদবধি শ্রীনিবাসের এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর। হাসে নাচে কান্দে গায়, সব সময় প্রেমে অস্থির। পিতা মাতা মহা চিন্তিত হইলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন গঙ্গা স্নান পথে নরহরি ঠাকুর সহিত মিলনে ছেলের এই দশা। সেই দিন হইতে শ্রীনিবাসের ক্রমে ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ সহ গৌর পার্ষদ গণের সহিত মিলনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা। সেকালে দৈববাণী হইল।

তথাহি—প্রেম বিলাস—

"প্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে ॥

তোমা দ্বারে রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রচার। চৈতন্যের আস্বাদ তুমি ভাসাবে সংসার ॥
বৃন্দাবন রস শাস্ত্র রূপ সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ ॥
ভবিষ্যত চৈতন্য গোসাঞি তোমার নিমিত্তে।
দুই ভাই পাঠাইলা গ্রন্থ বর্ণন করিতে ॥
দুই ভাই সচিন্তিত আছেন বৃন্দাবনে। শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশনে ॥

এই বাক্যে বালক আশ্বস্ত হইলেন। তারপর কিছুদিন মধ্যে সহসা পিতা পরলোক গমন করিলে মাতাসহ যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তথায় মাতার রাখিয়া নরহরি ঠাকুর সহিত মিলন করতঃ তাহার নির্দ্দেশে ক্ষেত্র পথে রওনা হইলেন। পথে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন। তারপর ক্ষেত্রে গিয়া গদাধর পণ্ডিত স্থানে ভাগবত পড়িবার বাঞ্ছা করিলে গৌর বিরহে বিরহক্রান্ত পণ্ডিত গদাধর নিত্য পাঠ্য ভাগবত খুলিয়া দেখেন যে পাঠকালে চোখের জলে বহুস্থানে অক্ষর লুপ্ত তাই বলিলেন প্রভু নাই কে এই অক্ষর পূরণ করিবে। তুমি শ্রীখণ্ড হইতে একখানি ভাগবত লইয়া এস। তখন আচার্য্য পুনঃ শ্রীখণ্ডে আসিয়া ভাগবত গ্রহন করত নীলাচলে গমন করিলেন। পথে যাজপুরে পণ্ডিত গদাধরের অন্তর্দ্ধান শুনিয়া বিরহে ব্যাকুল হন। তথা হইতে ক্ষেত্রযাত্রা ভঙ্গ করিয়া শ্রীখণ্ডে আগমন করেন। তথা

হইতে নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া ও খড়দহে জাহ্নবাদেবীর সহিত মিলন করিয়া খানাকুলে অভিরামের সহিত মিলন করেন। অভিরাম তাঁর বৈরাগ্য পরীক্ষা করিয়া জয়মঙ্গল চাবুকের আঘাতে প্রেমশক্তি সঞ্চার করেন। বৃন্দাবনে রঘুনাথ ভট্ট স্থানে ভাগবত পঠনের অভিপ্রায়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে রূপ—সনাতন রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান সংবাদ পাইয়া বিরহে ব্যাকুল হন। তারপর মাঘমাসের বসন্ত পঞ্চমী দিবসে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মিলন হয়। তার নির্দ্দেশে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহন করেন। এবং শ্রীজীব সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাহার পাণ্ডিত্যে আচার্য্য উপাধি প্রদান করেন। তারপর শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূরনের জন্য সমস্ত বৈষ্ণব গনের আদেশ ক্রমে শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য তাহাকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে অর্পন করেন। দুইটি গাড়িকে গ্রন্থভর্ত্তি করিয়া দশজন অস্ত্রধারী সহ রাজপত্রী লেখাইয়া পাঠাইলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী দিবসে রওনা হন। গৌড়দেশে পদার্পনের পর বনবিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরের দস্যুচরগন উক্তগ্রন্থ অপহরন করেন। পরে আচার্য্য স্বপ্রভাবে বীর হাম্বীরের ভাবান্তর ঘটাইয়া পরম ভাগবত করেন এবং তাহার মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন। তারপর যাজিগ্রামে আসিয়া মাতার সহিত মিলন করেন। এবং যাজিগ্রামে রূপঘটকের অর্দ্ধ বাড়ীতে শ্রীপাট স্থাপন করেন। বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে তাহার আবাস নির্ম্মান করেন। আচার্য্য দুই স্থানেই অবস্থান করেন। তারপর নরহরি ঠাকুরের আদেশে দুই বিবাহ করেন। ক্রমে তিন পুত্র বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গতিগোবিন্দ। চার কন্যা—হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কাঞ্চন লতিকা, যমুনা ঠাকুরানী　দুই পত্নী- ঈশ্বরী ও গৌরাঙ্গ প্রিয়া,। তারপর আচার্য্য ভাগবত বাখ্যাতে গোস্বামী শাস্ত্রের প্রচার করেন। বহু শিষ্য করেন। প্রখ্যাত ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ তাহার শিষ্য　বৈষ্ণব জগতে তাহার অবদান অপরিসীম। ষড় গোস্বামী ও নরহরি সরকারের অষ্টক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুরের নাম মনোহর সাহি। উহা মনোহর সাহি পরগনায় হইয়াছিল বলিয়া ঐনাম (বৈঃ জীবন দ্রঃ) পদকল্পতরু গ্রন্থের শ্রীনিবাস দাস ভনিতায় পদদৃষ্ট হয়।

নরহরি দাস—নরহরি দাস শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রূপে মুর্শিদাবাদ জেলার রেঞাপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর প্রেমলীলা রহস্য জগতে প্রচারের জন্য তাহার আবির্ভাব। রসুয়া নরহরি নাম সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ ভক্তি-রত্নাকরের গ্রন্থানুবাদে আত্ম পরিচয় সম্পর্কে তাহার বর্ণন যথা—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তার শিষ্য মোর পিতা মিশ্র জগন্নাথ॥
না জানি কিহেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইলু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

তথাহি— শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে—

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
পানিশালা পাশে এই রেঞাপুর গ্রাম। তথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম॥

পানিশালা গ্রামের নিকটস্থ রেঞাপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। নরহরি গুরু পরিচয় যথা—শ্রীনিবাস আচার্য্য-রামচন্দ্র কবিরাজ-হরিরামাচার্য্য-গোপীকান্ত মনোহর-নন্দকুমার-নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নরহরি দাস। নরহরির পিতা জগন্নাথ বিবাহ করিয়া পরে সংসারে উদাসী হইয়া সর্বতীর্থ ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। নিত্যানন্দ বংশাত্মজ রাম লক্ষণের শিষ্য লক্ষণ দাস জগন্নাথকে গৃহে পাঠাইয়া বলিলেন তোমার যে পুত্র হইবে তাহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যান সাধন হইবে। তারপর ঘরে আসলেই নরহরির জন্ম হয়। তারপর জগন্নাথ আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় অপ্রকট হন। এদিকে নরহরি অল্পে সবশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলে লক্ষণ দাসাদির অনুরোধে গোবিন্দের সেবক নিযুক্ত হন। সকলেই ইচ্ছা নরহরি গোবিন্দের ভোগ পাক করুক। কিন্তু দৈন্যেখানি নরহরি বাহ্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। একদা নরহরি মানসে পাক করিয়া গোবিন্দে নিবেদন করিয়াছেন। গোবিন্দ স্বপ্নে জয়পুর মহারাজকে দর্শন দিয়া প্রসাদ অর্পন করতঃ বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন গিয়া আমার আদেশ মত নরহরিকে আমার ভোগরন্ধনে নিযুক্ত কর। তখন রাজা মহানন্দে বৃন্দাবনে আগমন করতঃ গোবিন্দের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া নরহরিকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সেই হইতে রসুয়া নরহরি নামে খ্যাত হন।

তথাহি—তথৈব—

"ভাল হে পাচক তুমি পরম প্রধান। এইমত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব্ব রসায়ণ॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখ ভরি নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বলে॥
ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল॥
তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল। অযাচক হৈয়া ব্রজে ভ্রমন করিল॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান। কভু মহাপ্রসাদাদি তাঁহারেও দেন॥
বহুগ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌরচরিত্র চিন্তামন্যাদ গ্রন্থাদয়॥
অনুরাগবল্লী আর ভক্তি রত্নাকর। কিঅপূর্ব্ব বর্নিলেন নাহি যার পর॥
মত সংস্থাপন জন্য আরগ্রন্থ কৈল। বহির্ম্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হইল॥
শ্রীনরোত্তম বিলাস করিল বর্ণন। এসব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন॥
সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর। বর্নিতে বর্নিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর॥
শ্রীনিবাস—চরিত্র আর পৃথক বর্নিল। সেই গ্রন্থে তাঁর শাখাগন বিস্তারিল॥

তথাহিগ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে—

শ্রীমহাশয়ের চায় বিলাস বর্নিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞি হীন সর্ব্বমতে॥
শুনি মো মুর্খের মনে আনন্দ পড়িল। নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল॥
শ্রীবৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥
বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থপূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। নরোত্তম বিলাস বর্নিলু যত্নকরি॥

এইভাবে নরহরি দাস শ্রীভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস। শ্রীনিবাস চরিত্র, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃ সমুদ্র, গৌরচরিত, চিন্তামনি, নামমৃত সমুদ্র পদ্ধতি প্রদীপ, বহির্ম্মুখ প্রকাশ, রাগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি একাধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবজগতে তাহার অফুরন্ত অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিরস্মরনীয় ও গৌরবের সম্পদ। পদকল্পতরু আদি গ্রন্থে নরহরি দাসের বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীনরোত্তম দাস—নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি রূপে ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব। ১৪৩৬ শাকে যখন প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড় দেশে আসেন সেসময় রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে নরোত্তমকে আকর্ষন করেন। এবং প্রভু নিত্যানন্দ পদ্মা গর্ভে প্রেম সংরক্ষণ করে। নরোত্তমের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী, জ্যেষ্ঠা পুরুষোত্তম দত্ত জ্যেঠতুত ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত।

তথাহি—ভক্তি ১ তরঙ্গে –

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য॥

মাঘী পূর্ণিমায় ঠাকুর নরোত্তম আবির্ভূত হন। অন্নপ্রাশন কালে গোবিন্দের প্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহন না করায় তদবধি প্রসাদ গ্রহন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পিতামাতা পুত্রে বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেকের অভিপ্রায় করিলে সংবাদ শুনিয়া নরোত্তম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সহসা একদিন প্রভাতে একাকী পদ্মা স্নানে গমন করেন। সেসময় প্রভু নিত্যানন্দ রক্ষিত প্রেম সম্পদ পদ্মাদেবী প্রকট হইয়া তাহাকে অর্পন করেন। সেই প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের বর্ণান্তর ঘটিল। এবং প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে পিতামাতা তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া বর্ণান্তর ঘটায় সহসা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শেষে নরোত্তমের বাহ্যজ্ঞান হইয়া পিতামাতায় প্রণাম করিলে সকলে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণকান্ত দেহ গৌর বর্ণ হইল। এবং বৃন্দাবন যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতামাতায় আদেশ চাহলে তাহারা বিষ পানে প্রান ত্যাগ করিতে চাহিলেন। তখন বিষয়ী প্রায় রহিলেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব মুখে গৌরলীলা শেষে নিবাসের মহিমা শুনিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেসময় জায়গীদার তাহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। সেই সুযোগে মাতার নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলে পথে জায়গীদারের লোকদের বঞ্চনা করিয়া নবদ্বীপ আদি ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু পথে চলিতে চলিতে পায়ে ব্রণাদি অবস্থায় বৃক্ষমূলে শায়িত আছেন, দুগ্ধ হস্তে গৌরসুন্দর স্বপ্নে রূপসনাতন দর্শন দিয়া অশেষ করুনা প্রকাশ করেন। তারপর ব্রজে পৌছিয়া গোবিন্দ মন্দিরে জীব গোস্বামীর দর্শন

প্রাপ্ত হন। তারপর লোকনাথপ্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঠাকুর মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বৃন্দাবন মিলন হইল। তারপর বৃন্দাবন লীলাস্থলী দর্শনাদি করতঃ বৃন্দাবনে কতককাল অবস্থান করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামী গ্রন্থ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে খেতুরী প্রেরণ করেন। নরোত্তম খেতুরী গিয়া পিতামাতাদির সহিত মিলন করতঃ কতককাল অবস্থান করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তথায় তৎকালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ গৌড়দেশে আসেন। তথায় নবদ্বীপ আদি সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন ও গৌর পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ খেতুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেসময় বিগ্রহ স্থাপনের অভিলাষে পাঁচ মূর্ত্তি প্রিয়াসহ কৃষ্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন।

তথাহি—নরোত্তম বিলাসে - ৯ম বিলাস

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমন হে রাধে রাধাকান্ত নমোহ স্তুতে॥

গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পাছ পাড়া গ্রামবাসী বিপ্রদাসের ধান্য গোলা হইতে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া প্রকট করেন। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় বহুদিন যাবৎ স্বর্প ভয়ে কেহই তাহার পার্শ্বে যাইতে সক্ষম হইত না। ঠাকুর নরোত্তম স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া তথায় গমন করত প্রিয়াসহ গৌরসুন্দরকে প্রকট করেন। গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন কালে নব তালের সৃজন করেন। তাহাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত। গরানহাট পরগণায় এই তালের সৃজন তাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত।

তথাহি – নরোত্তম বিলাসে—৬ষ্ঠ বিলাস—

"অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়। নৃত্যগীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয়॥
সেইক্ষনে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া। গায় গৌরচন্দ্র গুন নিজগন লৈয়া॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়। দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্বক্ষয়॥

এইভাবে নবতালের সৃষ্টি হইল। তারপর ফাল্গুনী পুর্নিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উৎসবে বিশাল বৈষ্ণব সমাবেশ ঘটিয়া ছিল। তৎকালীন প্রকট শ্রীজাহ্নবা

দেবী সহ সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগন একত্রিত হইয়াছিল। এতবড় বৈষ্ণব সমাবেশ ও মহোৎসব তৎপূর্ব্বে ও পরে হয় নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য সপার্ষদে উৎসবের সংযোগিতা করিয়া ছিলেন। সেই উৎসবে সংকীর্ত্তণে গৌরসুন্দর সপার্ষদে প্রকট হইয়া কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। সেকালে প্রকটাপ্রকটের এক অভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্র স্থাপিত হইল। তদবধি রামচন্দ্র খেতুরীতে নরোত্তম সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সহ প্রেমরসে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। নরোত্তম প্রভাবে কত দস্যু যে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দস্যু চাঁদরায় আদি উদ্ধার তাহার প্রকাট্য প্রমান। নরোত্তম শূদ্র হইয়া গঙ্গানারায়ন চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় ব্রাহ্মন সমাজ ঈর্ষান্বিত হন। সে কারন খেতুরীগ্রামে দিব্য উপবীত প্রদর্শন ও গাম্ভীল গ্রামে প্রানত্যাগ এবং চিতার অগ্নির মধ্যে ঐশ্চর্য্য প্রকাশাদি লীলা করেন। বৃন্দাবনে গিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ অন্তর্দ্ধান করায় প্রিয়বিচ্ছেদ বিরহে বিরহাক্রান্ত নরোত্তম প্রেমাবেশে পদাবলী সৃজন করেন।

তথাহি—

রামচন্দ্র সহ মাগে নরোত্তম দাস ॥

প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, পাষণ্ডদলন, বৈরাগ্যনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থরাজী বৈষ্ণবীয় সাহিত্য ও সাধন তত্ত্বের অমূল্য সম্পদ ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল তিনি প্রায়ই নির্জণে থাকিতেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার বহু পদ পাওয়া যায়। তারপর গাম্ভীলার গঙ্গার ঘাটে তিনি অপ্রকট হন।

নয়নানন্দ পণ্ডিত—বৈষ্ণব সাহিত্যে ৪ জন নয়নানন্দের নাম পাওয়া যায়। এই চারজনেরই পদাবলী সাহিত্য অবদান রহিয়াছে।

১। - নয়নানন্দ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি অবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন যথা—

"পণ্ডিত গোসাঁইর বড় ভাই বানীনাথ হয়।
জগন্নাথ বলি তাঁরে কেহো কেহো কয়।

বাণীনাথ ভজে সদা গৌরাঙ্গ চরণ। গৌরাঙ্গ চরণ বিনা নাহি জানে আন॥
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গোসাঞি। তাহার যতেক গুন তার অন্ত নাই॥

তাহে শিষ্য করি গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা।
পণ্ডিত গোসাঁই সেবা নয়ন পাইলা॥

পণ্ডিত গোসাঞি প্রভুর অপ্রকট সময়। নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি। সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥

তোমারে অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা।
ভক্তি ভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবীদেবা॥
স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক তাহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হৈলা অদর্শন॥
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা।
প্রভু ইচ্ছা মতে তবে সুস্থির হইলা॥
নয়ন পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী॥

তথাহ—প্রেমবিলাস– ২৪ বিলাস।

গৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র পণ্ডিত গদাধর। তার ভাই জগন্নাথ আচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি। তার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তারে পুত্র স্নেহকরে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥

চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামবাসা শ্রীমাধব মিশ্রের দুই পুত্র বানীনাথ ও গদাধর পণ্ডিত। বানীনাথের দুই পুত্র হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ। গদাধর পণ্ডিত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিত সমাপে অর্পন করেন। এই হৃদয়ানন্দের শিষ্য প্রভু শ্যামানন্দ। গদাধর পণ্ডিত ভ্রাতা বানীনাথ সহ আবাল্য নবদ্বীপবাসী। নবদ্বীপেই নয়নানন্দকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে "টোটা গোপীনাথ" সেবা স্থাপন করেন। গদাধর পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান কালে টোটা গোপীনাথ সেবা, নিজগলদেশে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও স্বহস্ত লিখিত গীতা তাহাতে মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত একটি

শ্লোক রহিয়াছে, তাহা অর্পন করেন। গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধানের পর নয়নানন্দ ভরতপুরে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। অদ্যাপি শ্রীপাট বিরাজিত। ক্ষনদাগীত চিন্তামনি ও পদকল্পতরুতে তাহার বহু পদ আছে।

২। **নয়নানন্দ কবিরাজ**— শ্রীনয়নানন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। বয়ঃ সন্ধি রসে তাঁহার কবিত্বের বর্ণন—

শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে—

রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ। যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ॥
বয়ঃ সন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন। ভাগ্যবান সেই সেই করয়ে স্মরন॥

৩। **নয়নানন্দ ঠাকুর**—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে পানুয়া গোপালের শিষ্য বংশের তৃতীয় অধস্তন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথ। তাঁহার পাঁচপুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষন, কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপালচরণ। তাঁহার পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। দুই ভাই পদাবলী সাহিত্যের লেখক। নয়নানন্দ শ্রীপাদরূপ গোস্বামীর বিরচিত শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুর অনুগত্যে ১৬৫২ শকাব্দে শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব ও ১৬৫৩ শকাব্দে শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

৪। **শ্রীনয়নানন্দ দেব**—শ্রীনয়নানন্দ দেব শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র রাধানন্দের পুত্র শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের গলতা গদ্দীর মহান্ত শ্রীসূর্য্যানন্দই দেহত্যাগ করিয়া নয়নানন্দ দেব নাম ধা ন করেন। শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর রচিত বঙ্গ উৎকল ও মৈথিলী ভাষায় ১৫টি সংকীর্ত্তনের পদ এযাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীনয়নানন্দ দেব শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি নিত্য লীলায় প্রবীষ্ট হন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষন এবং শ্যামানন্দ প্রকাশ ও শ্যামানন্দ রসানব প্রনেতা কৃষ্ণদাস শ্রীনয়নানন্দ দেবের অনুশিষ্য ছিলেন।

নন্দন দাস নন্দন দাসের পরিচয় অজ্ঞাত চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখার নবদ্বীপবাসী এক নন্দন আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়।

তথাহি—চৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিনভাই। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই॥

তথাহি— চৈতন্যভাগবতে অন্ত ৫ অধ্যায়

চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে নন্দন দাস ভনিতা যুক্তপদ দেখাযায়।

নবকান্ত—নবকান্তের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবকান্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

নবচন্দ্র দাস—নবচন্দ্র দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবচন্দ্র ভনিতা যুক্তপদ দেখাযায়।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—নবদ্বীপচন্দ্র দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবদ্বীপচন্দ্র দাস ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

নটবর দাস—নটবর দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নটবর ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

নাসির মামুদ—মুসলমান কবি। পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নাসির মামুদ ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

নিমানন্দ দাস—শ্রীনিমানন্দ দাস পদকল্পতরুর আদর্শে 'পদরস সার' সঙ্কলন করেন। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ। পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ২১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী ও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে নিজের ১৪৬টি পদ রহিয়াছে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে নিমানন্দ দাসের মাত্র ৩২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে (বৈষ্ণব সাহিত্য) ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৌরাঙ্গ স্তবকল্প বৃক্ষের বঙ্গানুবাদ করেন।

—তথাহি—

শ্রীদাস গোস্বামীর পদ হৃদে করি আশ। কল্পবৃক্ষ ভাষা কহে নিমানন্দ দাস॥

নন্দরাম দাস—নন্দরাম একজন পদকর্ত্তা ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের পুত্র। নন্দরাম মহাভারতের দ্রোন পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছেন।

নৃসিংহ দেব— রাজা নরসিংহ দেব ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। তিনি পকপল্লী দেশের রাজা ছিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস – ১৯ বিলাস

"নরোত্তমের স্বগন রাজা নরসিংহ রায়। অতি দূরদেশ পকপল্লী বাস হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম। পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥

ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে অবস্থান করিয়া প্রেম প্রচার আরম্ভ করিলে রাজা নরসিংহের সভার পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রভাবে কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। রাজার সমীপে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে 'যে কোন প্রকারে নরোত্তমের প্রভাব ক্ষুন্ন করিতেই হইবে। রাজা পণ্ডিতগণের বাক্যে বাধ্য হইয়া একদিন পণ্ডিত মণ্ডলী সমভিব্যবহারে খেতুরী অভিমুখে রওনা হইলেন। গড়ের হাটের নিকটবর্ত্তী কুমারপুর নামক স্থানে রাজা তাঁবু গাড়িলেন। এদিকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী রাজার আগমন কাহিনী শুনিয়া কুমারপুরে কুমার ও বাড়ুই সাজিলেন এবং ঘটনাচক্রে সশিষ্য পণ্ডিতগণকে পরাভব করিলেন। পণ্ডিতগণের পরাভবে রাজা লজ্জিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে নরোত্তমের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিয়া পত্নী রূপমালা ও পণ্ডিত মণ্ডলীসহ নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহন করিলেন। তদবধি রাজা পরম বৈষ্ণব হইলেন এবং নরোত্তমের সঙ্গানন্দে বিভোর হইলেন। 'নরসিংহ দেব' ভনিতা যুক্ত বহু পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে।

২। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বীর হাম্বীরের বন্ধু

তথাহি— সারাবলী -

"আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন। পরম পণ্ডিত হয় ভক্তি পরায়ন।
পূর্ব্ব পুরুষ হৈতে মানভূমে স্থিতি। পদকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥

নৃসিংহ কবিরাজ নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। তাঁহার ছোট ভাই কবিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কবিরাজ।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

নৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো। যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥

নৃসিংহ কবিরাজ নবপদ্য নামক কবিত্ব গীত রচনা করেন।

প

পরশুরাম দাস-পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ও মাধব সঙ্গীত নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্রকরেই বিরচিত। তাঁহার পরিচয় বিষয়ে মাধব সঙ্গীত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

চম্পক নগরী গ্রাম, তাহাতে নিবাস ধাম, নিবাস পুরুষ ছয় সাত।
লোকনাথ হরিরায়, তৎপুত্র সুবুদ্ধিরায়, তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজকুলে জনমিয়া, তাঁহার নন্দন হঞা, বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
পায়া গুরু উপদেশ, কৃষ্ণসেবা সবিশেষ, অনন্ত মহিমা গুন গ্রাম।
আপনি কলম ধরি, লিখন করেন হরি, পরশুরামের মাত্র নাম।

ঐ—১৪ অধ্যায়

সংসারে ধনিধনি, ক্ষেত্রিয় শিরোমনি, শিখর শ্যাম অধিপতি।
নৃপতি আশ্রমে, দ্বাদশকন্যা গ্রামে, রচিল সঙ্গীত পুঁথি।

ঐ—৬ অধ্যায়

ক্ষেত্রি অবতংস, মহারাজ বংশ, কুমার শিখর শ্যাম।
যার দেশে বসি, সঙ্গীত বিলাসী, রচিল পরশুরাম।”

পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মন কুলে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মধুসূদন রায়। দ্বাদশ কন্যা গ্রামের কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধব সঙ্গীত রচনা করেন। ইনি আউলিয়া মনোহর দাসের নিকট বেশাশ্রয় গ্রহন করেন। (গৌঃ বৈঃ আঃ)

তাহার গুরু পরিচয় বিষয়ে ঐ—৪ অধ্যায়

পরশুরামের রাহু গুরুপদ আশ। দেহ পদছায়া প্রভু মনোহর দাস।

মনোহর দাসের পরিচয় বিষয়ক বর্ণন যথা—

ঐ—১২ অধ্যায়

তুমি সে করুনাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু, মোরেসভে চরনকিঙ্করী।
খণ্ডিঞা সকল মায়া, মনোহর দাসে দয়া, কর কৃষ্ণ নাকর চাতুরী।
অক্রুর কিশোর দাস, তার পুর অভিলাষ, কৃপাকর বৃন্দাবন দাসে।
মাধব দাসের মনে, বিলসহ অনুক্ষনে, প্রিয়াযত্ত পরিনত বেশে।

পদাবলী গ্রন্থ রচনা বিষয়ে বর্ণন যথা— ১ অধ্যায়

মূলবস পঞ্চধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়। পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা।
ভক্তিমুক্তি নানাগ্রন্থ, কৌমার গৌতমীতন্ত্র, বিষ্ণু রুদ্র পুরানের কথা॥
নাটক নাটিকা ভেদ, গোপাল তাপিনী বেদ, বৃহৎকুল দিপিকা বিহিত।
নিত্যপ্রিয়া সখাসখি, নামগ্রাম যথলেখি, এই হেতু মাধব সঙ্গীত॥

পদকর্ত্তা পরশুরামের সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল। মাধব সঙ্গীত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'পদ উৎকল' উৎকল ভাষায় পদ রচনা করেন। পদকর্ত্তা গ্রন্থের বন্দনায় অনুক্রমে মনে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মনেহয়।

পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। প্রভু তাহার গৃহে অবস্থান করিয়া ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্তবাবলীগ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ – ১৯৯ শ্লোকঃ

"পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণ স্তবাবলী।"

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের মতে তিনি 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক গীত রচনা করেন। তথাহি—নদীয়া খণ্ডে—

"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে পরমানন্দ ভনিতা যুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'পরমানন্দ' ভণিতায় গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা একজন পরম নন্দের কিনা বিচার্য্য। কেহ কেহ সেন শিবানন্দ সুত পরমানন্দ দাসকে (কবি কর্ণপুর) পদকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। কাশীবাসী গৌরাঙ্গপার্ষদ এক পরমানন্দ কীর্ত্তণীয়ার নাম পাওয়া যায়। তথাহি —শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে— মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ

"তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তণীয়া পরমানন্দ পঞ্চজন॥"

পরমেশ্বর দাস—শ্রীপরমেশ্বর দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও দ্বাদশ

গোপালের মধ্যে একজন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম বিতরণ লীলায় পরমেশ্বর সঙ্গী রহিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিছুকাল পর শ্রীজাহ্নবা দেবী 'শ্রীরাধা-রানী মূর্ত্তি নির্ম্মান করাইয়া পরমেশ্বরের মাধ্যমে বৃন্দাবন প্রেরন করেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দনাথের বামে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সংবাদ লইয়া পরমেশ্বর খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর জাহ্নবাদেবীর আদেশে তড়া আটপুরে শ্রীরাধা গোপীনাথ মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তথায় সেবানন্দে অবস্থান করেন। তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গে—

"তড়া আটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ। তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস। রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥"

তিনি স্বপ্রভাবে সংকীর্ত্তন মধ্যে শৃগালকে নাম লওয়াইয়া ছিলেন।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা—

পরমেশ্বর দাস বন্দিব স বধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থের 'পরমেশ্বর' নামে পদ দেখা যায়।

প্রসাদদাস—প্রসাদ দাসের নাম গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত। (মতান্তরে শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য করুণাময় মজুমদার পুত্র)। তিনি "পদচিন্তামনি মালা" নামক পদাবলীর সঙ্কলয়িতা। ইহার অধিকংশ কবিতাই ব্রজ বুলিতে রচিত। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথমতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে ইনি ব্রজবুলি ভাষায় স্বরবিষয়ে ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (বৈষ্ণব জীবন ধৃত)। পদকল্পতরু গ্রন্থে "প্রসাদ দাস" ভণিতায় বহু পদ রহিয়াছে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—প্রবোধানন্দ সরস্বতী পদ তদীয় সঙ্গীত মাধব গীতিকাব্যে ২৯টী গীতের রচনা করিয়াছেন। কাশীবাসী সন্ন্যাসীর আচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী গৌর কৃপালাভের পর প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ

পীতাম্বর দাস—শ্রীপীতাম্বর দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী পদকর্ত্তা। রামগোপাল দাসের পুত্র। শ্রীখণ্ড বাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। পীতাম্বর দাস অষ্টরস ব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী গ্রন্থপ্রনয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী বর্ণনের কারন সম্বন্ধে তাহার বর্ণন এইরূপ।

তথাহি—

রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহসূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞাদিল মোকে॥
তাহার কড়চা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥

পুরুষোত্তম দাস—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ মধ্যে বহু পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা কোন পুরুষোত্তম বলা সুকঠিন।

পূর্ণানন্দ দাস—প্রভুনিত্যানন্দের ভ্রাতার নাম পূর্ণানন্দ। কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী গ্রন্থে দ্বিজ পূর্ণানন্দ ভনিতা যুক্ত দুইটিপদ দৃষ্ট হয়।

তথাহি—

"ব্রহ্মাবলে শুনরাজা, সাধিবে কেমন সারা, সন্ধ্যা করিয়া আসি আমি।
কহে দ্বিজ পূর্ণানন্দ, গোপাল পদারবৃন্দ, নৃপতি এখানে থাক তুমি॥"

প্রেমদাস—প্রেমদাসের নাম শ্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ। তাঁর শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম প্রেমদাস। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পূর্কে স্বীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণন যথা—

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে—
প্রভু যবে প্রকট আছিলা।

"বৃদ্ধ প্রপিতামহ, শ্রীগোকুল নগরে সেহ, গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥
কাশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিনভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
শ্রীগবিন্দ রাম, রাধাচরন মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম নিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিল বিজ্ঞাবলী, কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥"

প্রেমদাসের গুরু বৃদ্ধ পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গোকুলনগরে বাস করিতেন। জগন্নাথের পুত্র মুকুন্দানন্দ, তাঁরপুত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের ছয়পুত্র।

তিন পুত্র অল্পকালে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট তিন পুত্র—গোবিন্দরাম, রাধাচরন ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের অত্যদ্ভুত পণ্ডিত্য দেখিয়া বিজ্ঞগন তাহাকে সিদ্ধান্ত বাগীশ উপাধি প্রদান করেন। তখন তাহার নাম হয় পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ। তাঁহার গুরু পরিচয় সম্পর্কে বংশীশিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন এইরূপ।

"মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র। যাহা হৈতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
ঊর্দ্ধবাহু হঞা বন্দো শ্রীহরি গোসাঁই। গুরুপদ পদ্মনিষ্ঠ যাঁর সমনাই॥

প্রেমদাস ষোড়শ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোবিন্দ দেবের রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করেন। একদিন স্বপ্নে নবদ্বীপধাম সহ সপার্ষদ নিতাই গৌরাঙ্গ দেবের দর্শন ও লীলায় সেবা করিয়া অশেষ করুনা লাভ করেন। তদবধি তিনি গৌরাঙ্গের মধুর লীলা রস আস্বাদনে উদ্বিগ্ন হইলেন। কবি কর্ণপুর বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন ও বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। বংশীবিলাস, বংশীলীলামৃত, রামের কড়চা, কেশব সঙ্গীত, গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ, পদাবলী, সাধু বাক্য বিচার করিয়া বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৩৪ শকে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ ও ১৬৩৮ শকে বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে প্রেমদাসকৃত বহু পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রেমদাসের নামান্তর প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমলীলা বৈচিত্র অবলম্বনে পদাবলী রচনায় শ্রীখণ্ড বাসী নরহরি ঠাকুর পুরোধা হইলেও বহু মুখী লীলার পদাবলী রচনায় শ্রীল বাসুদেব ঘোষ অগ্রগন্য। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় বাসুদেব ঘোষ সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের বর্ণন—

"অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।"

হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। অদ্যাপি তথায় শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীগোপীনাথ সেবা বিরাজিত। গোবিন্দ, মাধব

ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও কীর্ত্তণীয়া। তিন জনেরই পদাবলী সাহিত্যে অবদান রহিয়াছে।

শ্রীবাসুদেব ঘোয়ের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৮ শ্লোকের বর্ণন—

"কলাবলী রসোল্লাসা গুনতুঙ্গা ব্রজেস্থিতা।
শ্রী বিশাখা কৃত গীতং গায়ন্তি স্মাদ্যতামতাঃ॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ—বাসুদেব যথাক্রমং॥

ব্রজলীলার গুনতুঙ্গা সখিই গৌরাঙ্গলীলায় বাসুদেব ঘোষ নাম ধারন করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট বিষয়ে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন—

"বাসুদেব ঘোষের তাহা গৌরাঙ্গপুর হয়। যাদব সিহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়।

এই গৌরাঙ্গপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ, বাসে এখানে যাওয়া যায়। কিন্তু শ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের অষ্টম দশায় মেদিনীপুর জেলার তমলুকে তাঁহার সেবা প্রকাশের কাহিনী রহিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে আন্তর্দ্ধান করিলে গৌরবিরহে শ্রীবাসুদেব ঘোষ সস্ত্রীক চোখে পট্ট বাঁধিয়া প্রানত্যাগ সঙ্কল্প করিলেন।

"নিশ্চয় ত্যজিব প্রান সাক্ষাৎ অদর্শনে। মাটি খোঁড়ে নিজদেহদিবে বিসর্জ্জনে॥
অদ্যাপিহ নরপোতা সর্ব্বলোকে গায়। অভয় বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয়॥
তবে রাত্রে বালরূপ হইয়া আইলা। পট্ট খুলি দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা॥

ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর শ্রীনিমাই নাম॥

শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে। নিশ্চয় মানিব আপে পট খুলি যাবে॥
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা। শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা॥
বলে কোথা ছিলে আমায় ছাড়িয়া। দারিদ্র ধনপায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥
এত বলি কোলে ধরি হৃদে লাগাইলা। প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বসিলা॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়া। সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা॥
এত বলি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈলা। সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিলা॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসুদেব ঘোষের স্নেহবদ্ধ হয়ে তমলুকে অবস্থান

করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্যামানন্দ প্রেমপ্রচারে তথায় গেলেন সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এক সন্ন্যাসীর অত্যাচারে মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মন গৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু শ্যামানন্দ তমলুকের রাজাকে কৃপা সঞ্চার করিয়া সন্ন্যাসীকে ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করতঃ মির্জ্জাপুর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব-কে তমলুকে আনয়ন করেন।

প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ধান করিতে করিতে মির্জ্জাপুরে গিয়া শ্রীবিগ্রহের সন্ধান পাইলেন।

"কন্যাবলে এই কুড়িয়াতে আছে রয্যা।
হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া॥
শ্যাম রসিক মুরারী কুড়িয়াতে গেলা।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা॥

নবচৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল। বিনীত করিয়া বহু প্রনতি করিল॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ধান পাইয়া তমলুকের নরপোতায় স্থাপন করতঃ খেতুরী উৎসবের ন্যায় মহামহোৎসব করেন।

"খেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়। সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথায় করিল আলয়॥

নরোত্তম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারী।
তৈছে-আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাত অবতরি।
তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব।
শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই আপূর্ব্ব॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তমলুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠীত হইল অদ্যাপি তমলুক সহরের মধ্যেই শ্রীপাট বিরাজিত। দক্ষিন পুর্ব্ব রেলপথে হাওড়া—খড়গপুর রেলপথে মেছেদা ষ্টেশনে নামিয়া বাসে তমলুকে যাওয়া যায়। শ্রীরামগোপাল দাসের শ্রীপাট নির্ণয়ে তমলুকে শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের শ্রীপাট বলি াছেন।

"তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয়। হরি বিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥

বাসুদেব ঘোষ তমলুকের গৌরাঙ্গ সেবা ভ্রাতা মাধব ঘোষের হস্তে অর্পন করিয়া পরে হুগলী জেলার গৌরাঙ্গপুরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিল কিনা

তাহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। কিংবা ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন কিনা কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাসুদেব ঘোষ পদাবলী রচনার ম.ধ্যমে তাহার ঐকান্তিক গৌর প্রীতির প্রকাশ পাওয়া যায়।

বাসুদেব দত্ত—শ্রীবাসুদেব দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা ইহাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রেম ।বলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন যথা—

"চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
দুই ভাই কৃষ্ণ ভক্ত জানে সর্ব্বজন। বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়। প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ব্বদায়॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয়। বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয়॥"

বাসুদেব দত্তের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৪০ শ্লোকে বর্ণন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ গায়কৌ॥

ব্রজলীলায় কৃষ্ণের শৃঙ্গা, বেনু, মূরলী, যষ্ঠী আদি যে সকল চেট সেবকগণ বহন করিতেন তার মধ্যে মধুকণ্ঠ মধুব্রত গৌরলীলায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। উভয়ের গৌরাঙ্গের গায়ক।

বাসুদেব দত্ত অদ্বৈত প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। এতদ্বিষয়ে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ১৩ অধ্যায়ের বর্ণন—

"নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত। প্রভু স্থানে মন্ত্র লয়া হইলা কৃতার্থ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে ১৫১৫ খৃঃ গৌড়দেশে আগমন করেন সেই সময় কুমার হট্টের শ্রীবাস ভবন হইতে শিবানন্দ সেনের ভবন হইয়া বাসুদেব দত্তের ভবনে গমন করেস।

তথাহি—চৈঃ চন্দ্রোঃ নাটকে—৯ম অঙ্কে

অনন্তরং গৃহচতুঃ স্থিত্বা বাসুদেব বাটী মাগত্য ক্ষনমাবস্থায় পুনস্তরনি মারুহ্য চলিত বতি।"

তারপর কান.ইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কুমার হট্ট শ্রীবাস ভবনে

শ্রীগৌরসুন্দর আসিলে বাসুদেব দত্ত শ্রীশিবানন্দ সেনাদিসহ মিলিত হন॥ বাসুদেব দত্ত কাঞ্চন পল্লী হইতে নবদ্বীপের সমীপস্থ মামগাছি গ্রামে সেবা স্থাপন করেন। অদ্যাপি মামগাছি গ্রামে তাহার মদনগোপাল সেবা বিরাজিত। এখানে পঞ্চম বর্ষীয় বৃন্দাবন সহ মাতা নারায়ণী দেবী গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। মাতা সহ মামগাছি করিল নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। মাতা সহ বৃন্দাবনের করে ভরনপোষন॥

বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥

নারায়ণী দেবীরে সেবা করিয়া অর্পন। নীলাচলে প্রভু পাশে করিলা গমন॥
নীলাচলে প্রভু সমীপে অবস্থান সম্পুর্কে বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন—
"বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে। উৎকলে যাহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥"
বাসুদেব দত্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

বংশীবদন—শ্রীবংশীবদন নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। বংশীবদনের পিতা শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলী গ্রাম হইতে নবদ্বীপস্থ কুলিয়া পাহাড়পুরে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে ১৪১৬ শকাব্দে বংশীবদনের জন্ম হয়।

তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—২য় উল্লাস

'ভাগীরথী তটে রম্যে গৌড়ে পূন্যে নবদ্বীপে।
কুলিয়ায়া শুভে শকে রসেন্দু বেদ চন্দ্র মে।
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽহ ভূদ্বিজালয়ে।
সর্ব্বসদগুন পূর্ণাতাং বন্দেহহং মধু পুর্নিমাং॥"

বংশীবদনের বংশ পরিচয় সম্পর্কে বংশীবদনের শিষ্য জগদানন্দ পণ্ডিতের বিরচিত শ্রীবংশী লীলামৃত গ্রন্থের বর্ণনের ক্রম যথা—
শ্রীনারায়ণ--ব্রহ্মা--মরীচি-কশ্যপ--কাশ্যপ- স্বরারি--গৌতম--বীতরাগ--কলাধর রত্নাকর--হামোদক্ষ-সুলোচন-নাইদেব-বরাহ-শ্রীকর--বহুরূপ-গোবিন্দ-চক্রপানি গুনাকর -অর্কচাঁদ-শ্রীকৃষ্ণ-লোকনাথ-শ্রীমান-গোপাল-তপন--গদাধর--হরিদাস ধনপতি-বিদ্যাবাগীশ-যুধিষ্ঠির-মাধব দাস (ছকাড় চট্ট) শ্রীবংশীবদন-চৈতন্য ও

নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামাই ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের পুত্র রাজবল্লভ শ্রীবল্লভ ও কেশব।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহনের পূর্ব্বে বংশীবদন প্রভুর সমীপে আসিয়া একরাত্রি অবস্থান করেন। কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গের পর প্রভু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষনাবেক্ষণ ভার অর্পন করেন এবং বলিলেন যে, তোমার অন্তর্দ্ধানের পর তুমি পুনঃ প্রকট হ'লে কোন এক স্থানে তোমার সহিত শ্রীরাম—কানাইরূপে বিহার ক'রব।" বংশী আগমনের দুই দিন পরে প্রভুর সন্ন্যাস ঘটিলে বংশী প্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। কতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অন্তর্দ্ধান করিলে বংশী বিহরে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। প্রভু স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলে বংশীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মান করান ও তাঁহার সেবানন্দে বিভোর থাকেন। সেই বিগ্রহই নবদ্বীপে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ'। তারপর কতদিন বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন করিয়া গৌরাঙ্গের সুনির্ম্মল প্রেম প্রচার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবায় আবিষ্ট রহিলেন। সেই সময় তিনি কৃষ্ণলীলা ও গৌর লীলা বিষয়ক বহু পদ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—

"গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী। তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার। বৈষ্ণবগনের হয় কণ্ঠমনিহার॥

বৈষ্ণব সঙ্গীত জগতে বংশীবদনের অবদান অপরিসীম। তাহার রচিত বংলা ভাষায় নিকুঞ্জ রহস্যস্তব ভক্তহৃদয়ে চির আনন্দের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর প্রভুর স্বপ্নাদেশে বংশীবদন দেহত্যাগ করিয়া নিজ-জ্যেষ্ঠ পুত্র বধুর গর্ভে রামাই পণ্ডিত রূপে প্রকট হন। এবং জাহ্নবাদেবী কর্ত্তৃক পালিত হইয়া বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। বংশীবদন সঙ্গীত শাস্ত্রে বংশীবদন, বংশী, বংশীদাস, শ্রীবদন, বদনানন্দ এই পঞ্চ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—

ভক্তভ্রম ঘুচাইতে শ্রীপ্রভুর নামে। কহিব শ্রীবংশীবিলাসাদি প্রমানে॥
শ্রীবংশীবদন বংশী আর বংশীদাস। শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চমনাম গায় কবিগন। মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত নামের ভনিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়।

বৃন্দাবন দাস—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র। তাঁহার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ বিপ্র। হালিসহরের নতিগ্রাম নামক স্থানে তাঁহার শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে।—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত ॥
নতিগ্রামে জন্মস্থান, স্থিতি দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালীন পিতা বৈকুণ্ঠ বিপ্র অন্তর্দ্ধান করিলে মাতা নারায়ণী দেবী অসহায় হইয়া পড়েন। সে সময় মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিত নারায়নী দেবীকে আপনার কুমার হট্ট ভবনে আনিয়া সযতনে রক্ষনাবেক্ষণ করেন। কুমার হট্ট শ্রীবাস ভবনেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভুমিষ্ঠ হন। তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থানের পর মাতার সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত সেবায় অবস্থান করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। কতককাল মামগাছি গ্রামে অবস্থানের পর প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে দেন্দুড়ায় গমন করেন। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে তথায় শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং তথায় বসিয়া ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪বিলাস।

"চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বাংলা ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র বর্ণন বিষয়ে সর্ব্বাদি গ্রন্থ। ইহার লীলাসূত্র অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ লিখিত হয়। তাঁহার কবিত্বের মহিমা স্বয়ং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।—

"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

'চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।' শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম করণ করেন।

তথাহি— শ্রীপ্রেমবিলাসে।—

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল॥"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবত, নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ভজন নির্ণয়, বৈষ্ণব বন্দনা, গৌর গণোদ্দেশ, সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্য লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁহার অবদান কম নহে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বহু পদ দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ গৃহীত হইয়াছে।

ব

বলরাম দাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামে তাহার শ্রীপাট। পদকর্ত্তা হিসাবে বলরাম দাসের নাম সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তথাহি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"সঙ্গীত রচকবন্দ বলরাম দাস। নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর॥

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট বিহারে বলরাম দাস তাঁহার সঙ্গীছিলেন॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ যখন প্রেমপ্রচারে গৌড়দেশে আগমন করেন, সে সময় অন্যান্যদের মধ্যে বলরাম দাস ও সঙ্গী ছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন মতে বলরাম ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সত্য ভানু উপাধ্যায়ের পুত্র। আদি নিবাস শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে। নিত্যানন্দ পদাশ্রয়ের পর দোগাছিয়া গ্রামে অবস্থান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহারে দোগাছিয়ায় আসিয়া তাহার শ্রীগোপাল সেবা দর্শন করতঃ প্রীত হন এবং আপনার পাগড়ি তাঁহাকে উপহার দেন। উক্ত পাগড়ি অদ্যাপি শ্রীপাটে বিরাজিত। অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণাচতুর্থীতে বলরাম দাসের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার 'মূলামহোৎসব' অতি প্রসিদ্ধ। পদকল্পতরু ও অষ্ট রস ব্যাখ্যা প্রভৃতি সঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থে তাহার বহু পদ দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কয়েকজন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। উড়িষ্যাবাসী বলরাম বিষয়ে বৈষ্ণব বন্দনা বর্ণন যথা—

"বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়॥"

রামচন্দ্র কবিরাজ শাখার বলরাম বিষয়ে কর্ণানন্দের (২) বর্ণন—

কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি । প্রেমময় চেষ্টা যাঁর অলৌকীক রীতি ॥

প্রভু শ্যামানন্দ শিষ্য বলরাম বিষয়ে প্রেমবিলাসের বর্ণন—

"আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়। পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধুরী আলয় ॥"

এই বলরাম ত্রয়ের মধ্যে পদাবলী লেখক কেহ আছে কিনা বলা কঠিন।

বলদেব দাস—পদকর্ত্তা বলদেব দাস গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষন বলিয়া মনে হয়। তিনি শ্যামানন্দ শাখাভুক্ত। প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ তাঁর শিষ্য নয়নানন্দের শিষ্য রাধাদামোদর ॥ রাধাদামোদরের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষন। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বদ্যাছাত্র ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যখন খবর আসিল যে জয়পুরের মন্দির সমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েতগন অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হইয়াছেন। তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম সহ জয়পুরে গমন করেন। তথায় বিচারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া গলদা নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ 'শ্রীবিজয় গোপাল' শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই সেবা তথায় বিরাজিত। সেই সময় শ্রীগোবিন্দের কৃপাদেশে 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য' রচনা করেন। ষট সন্দর্ভের টীকা, লঘু ভাগবতামৃতের টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্ত স্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পন, শ্যামানন্দ শতকের টীকা, নাটক চন্দ্রিকার টীকা, সাহিত্য কৌমুদী, ছন্দঃ কৌস্তুভ, কাব্য কৌস্তুভ, শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা, শ্রীগোপাল তাপিনী ও শ্রীভগবত গীতার ভাষ্য, স্তবমালার টীকা, ঐশ্চর্য্য কাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে বলদেব দাস ভনিতায় পদ পাওয়া যায়।

বল্লবী দাস—বল্লবী দাসের নাম বল্লবীকান্ত কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য অষ্ট কবিরাজের একজন। বন বিষ্ণুপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার কবিপতি আখ্যাছিল।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ম নির্য্যাস।—

"তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতি॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম। লক্ষ হরিনাম বিনে নাকরে ভোজন॥
প্রভুর নিকটে রহে প্রভুপ্রান তাঁর। প্রভুরে সঁপিল যিঁহো গৃহ পরিবার॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইল সদয়॥
মধ্যম গোপাল দাস প্রতিদয়া কৈলা।
তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হইলা॥"

তথাহি—৭ম নির্য্যাস।

শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর। প্রভুপদে নিষ্ঠা যাঁর বড়ই তৎপর॥
জ্যেষ্ঠ রামদাস কবিরাজ ঠাকুর। হরি নামেরত সদা কৃষ্ণ প্রেমপুর॥
তাঁহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস। বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই বিশ্বাস॥

রামদাস, বল্লবীদাস ও গোপালদাস তিনভাই। বল্লবীদাস খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাস।— ৬ বিলাস।

"আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইল নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায়॥
বল্লবী দাস কৃত পদ পাওয়া যায়।

বল্লভ দাস—পদকর্ত্তা হিসাবে বহু বল্লভ দাসের নাম পাওয়া যায়। কোন পদটি কাহার বলা সুকঠিন।

১। বল্লভ দাস বাঘ্নাপাড়াবাসী রামাই পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পদকর্ত্তা শ্রীবংশীবদনের দুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র রামাই পণ্ডিত ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, ও কেশব। ইহারা সকলেই লেখক।

তথাহি- শ্রীবংশীশিক্ষা—

"রাজবল্লভ কৈল বংশীবিলাস। বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকাশ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল। শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল॥"

কবিবল্লভ—কবি বল্লভ বাংলা ভাষায় শ্রীরস কদম্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের শিষ্য।

২। তথাহি—শ্রীরসকদম্বে—

"শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাস জ্ঞান চক্ষুদাতা। সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা ॥

তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী দেবী। মহাস্থানের সমীপে করতোয়া নদীর তীরে আরোড়া গ্রামে আবির্ভূত হন।

তথাহি—শ্রীরসকদম্বে—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা ॥

করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে ॥

খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য দ্বিজ কুলোদ্ভব মুকুট রায়ের অনুরোধ ও উদ্যোগে রসকদম্ব রচনা করেন। ১৫২০ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন দোল যাত্রা দিবসে বৃহস্পতি বারে রসকদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ সহস্রপদী ছয় অযুত দুই শত অক্ষর সম্বলিত।

তথাহি—তত্রৈব—

"ফাল্গুণী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে ॥

বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক ॥

রচিল সহস্র পদী পুস্তক সুন্দর। দুই শতাধিক ছয় অযুত পদ অক্ষর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হঞা একমতি। শ্রীকবিবল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি ॥"

৩। **বল্লভ দাস**—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

তথাহি—শাখা নির্ণয়ে—

"কৃষ্ণ প্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দ দায়িনম্।

বন্দে বল্লভ চৈতন্যং লীলা গান যুতান্তরম ॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২য় নির্য্যাস।

শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাঁহার। গোমাঞি নিবাসা তিঁহো অনুরাগ সার ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে বল্লভদাস রচিত শ্রীনিবাস—নরোত্তম, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাসের বন্দনা মূলক কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়। পদের বর্ণন ভঙ্গীতে পদকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাহি—শ্রীপদকল্পতরু—

"গোরাগুনে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস ॥

একুইকালে কোথাগেলে দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥
যে কৈলা জগজনে করুনা প্রচুর। হেন প্রভু কোথাগেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাঙ্গন যে কৈলা প্রচার। কোথাগেলা শ্রীআচার্য্য আমার॥
হৃদয় মাঝারে মোর রহি গেল শেল। জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশনা ভেল॥
এছার জীবনে মোর নাহি আর ঠাকুর আশ।
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এবল্লভ দাস॥

শ্রীনিবাস— নরোত্তম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাসের অপ্রকটে বিরহ বিহ্বল ভাবে বল্লভ দাস এই পদ রচনা করেন।

বলাই দাস—পদকর্ত্তা বলাই দাসের কোন পরিচিতি জানা যায় না। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার পদ দৃষ্ট হয়।

বসন্ত রায়—পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। ঠাকুর নরোত্তমের চরিত্র আখ্যান সঙ্গীতাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার গৌড় ব্রজ উৎকলেতে গমনাগমন কাহিনী সঙ্গীতাকারে রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস।—

"জয়জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদামগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১ তরঙ্গ—

"শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে। গমনাগমন কিছু বর্নিলেন গীতে॥
বসন্ত রায়ের বৃন্দাবন গমন কালে রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে প্রেরন করেন।

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দ—৫

"রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত। বৃন্দাবনে যাবার লাগি চিত্তে অবিরত॥
আমরা কহিলে তারে যত বিবরন। তার দ্বারে পত্রী মোরা দিনু তিনজন॥"
বসন্ত রায় বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভাদ্র সুদি তারিখে লিখিত পত্র শ্রীজীব গোস্বামী তাহার হস্তে দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে প্রেরন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকর—১৪ তরঙ্গে—

"হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।
পত্র লইয়া আইলা তিঁহো আচার্য্য আলয়॥
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র দিলা আচার্য্যেরে॥

উক্তপত্রে ভূগর্ভ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন দাসের কুশল জিজ্ঞাসাদি বর্নিত ছিল। কেহ কেহ এই বসন্ত রায়কে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া মনে করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁহার বহু পদ দৃষ্ট হয়।

বিজয়ানন্দ—বিজয় দাস নবদ্বীপ বাসী। আখরিয়া বিজয় নামে খ্যাত। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি মহাপ্রভুকে বহুগ্রন্থ লিখিয়া দিয়েছেন এজন্য প্রভু তাঁহার নাম 'রত্নবাহু' রাখিয়া ছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ১০ম পরিঃ

"শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু নাম থুইলা তাঁর।

বিজয় দাস সম্ভবতঃ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। চৈতন্য চরিতামৃতের অদ্বৈত শাখা বর্ণনে বিজয় দাস ও বিজয় পণ্ডিত নাম দৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলা কালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে বিজয় দাসকে ঐশ্চর্য্য দেখাইয়া বহুকৃপা প্রদর্শন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১২ তরঙ্গে—

"প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে।
প্রভু হস্ত স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে॥
কারে কিছুনা কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়। বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্তদিন নদীয়ায়॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে বিজয়ানন্দ নামে পদ দৃষ্ট হয়।

বিশ্বম্ভর দাস—পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাস শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় গোপালের বংশধর। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পুত্র যদু চৈতন্য ঠাকুর। তৎপুত্র কানুরাম

একজন পদকর্ত্তা। তিনি বীরভূম জেলার মুলুকে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া শ্রীরাধাবল্লভ ও মহাপ্রভুর সেবা স্থাপন করেন। কানুরামের পুত্র গৌরসুন্দর তৎপুত্র বিশ্বম্ভর ঠাকুর। পদকল্পতরু গ্রন্থে বিশ্বম্ভর দাসের পদ দৃষ্ট হয়। কাঁদরা নিবাসী মঙ্গল ঠাকুর বংশীয় শশীশেখর ঠাকুর বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তনের শিক্ষা গুরু।

শ্রীশশীশেখর জয় জয়। চন্দ্রশেখর অনুজ জয় পরম করুনাময়॥
রসময় সঙ্গীত, মনোহর সুবচন, অনুপাম ভাব নিদান।
সুকবি গায়ক, কোকিল সুস্বর, মধুর বিনোদ তালমান॥
কতেক যতনে মঝু, শিক্ষা সমাপিলা, হাম অবোধ বোধহীন।
কহ বিশ্বম্ভর প্রনতি পুরঃসর চরনে শরনাগত দীন॥

বৈষ্ণব দাস—বৈষ্ণব দাসের আদি নাম গোকুলানন্দ সেন। কাটোয়া সাবডিবিশনের ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে টেঞাবৈদ্যপুরে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্রের নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা। বৈষ্ণব দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সুরে গান করিতেন তাহা "টেঞার ছপ্ বা টপ্" নামে বিখ্যাত। তিনি শ্রীপদকল্পতরু নামক বৃহৎ সঙ্গীত শাস্ত্রের সঙ্কলন করেন। তাহাতে ৩১০১টি পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের রচিত পদাবলী হইতে লীলানুক্রমে ভাবোপযোগী পদের সমাবেশ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাঁহার পদ সঙ্কলন সম্বন্ধে স্বগ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি— শ্রীপদকল্পতরু—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুনের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা হৈল। প্রাচান প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার। পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥"

সঙ্গীত জগতে বৈষ্ণব দাসের অবদান কম নহে। স্বপ্রকাশিত গ্রন্থে ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার রচিত বহু পদ দেখা যায়।

বীরচন্দ্র—বীরচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভু নিত্যানন্দকে দার পরিগ্রহ করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান কালে বলিলেন আমি অপ্রকট হইয়া তোমার ঘরে আবির্ভূত হইব। প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়া শালি গ্রামবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। বসুধার গর্ভে প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব। বীরচন্দ্রের দুই পত্নী নারায়ণী ও শ্রীমতী (বিষ্ণুপ্রিয়া). তিন পুত্র গোপীজন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্র। কন্যা ভুবন মোহিনী।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্দ্ধানের পর বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংরক্ষন ও প্রবর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকালে সর্ব্ব বঙ্গদেশ পরিভ্রমন করিয়া অপূর্ব্ব বৈভব প্রকাশ করতঃ প্রভূত লীলা করেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর মাহেশের শ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবনার নন্দদুলাল প্রতিষ্ঠা তাহার অলৌকীক লীলা বৈচিত্রের উজ্জ্বলময় প্রতীয় নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, বীরচন্দ্র চরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের তাঁহার জীবন আলেখ্য সুচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

তেজি কালবরন, কারব ধারন, তোমার অঙ্গের কান্তি।

. . . .

বীরচন্দ্র কহে, তবে সে খালাস, পাইবে প্রেমের খনী॥

২। নিত্যানন্দ বংশ মাড়ো গ্রামবাসী। ইনি গোপাল চম্পূ ও পদ্যাবলী গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন (১৮০০ শকাব্দে)।

৩। সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মানুবাদক। এই গ্রন্থ ১২৬৫ সালে ১ম ভাগ (১—৯ স্কন্ধ) এবং ১২৬৮ সালে ২য় ভাগ (১০—১২ স্কন্ধ) মুদ্রিত হইয়াছে। (বৈষ্ণব জীবন)

বীরবল্লভ—শ্রীবীরবল্লভ দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ দেখা যায়।

বিপ্রদাস ঘোষ—বিপ্রদাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ দেখা যায়।

বীরহাম্বীর—বীরহাম্বীর বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা ও শ্রীনিবাস

আচার্য্যের শিষ্য। তিনি প্রথম জীবনে দস্যু ভাবাপন্ন ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন। শ্রীজীব গোস্বামী তাহার নাম চৈতন্য দাস রাখেন। তাঁহার পত্নীর নাম—সুলক্ষনা, পুত্রের নাম—ধাড়ি হাম্বীর। শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আসিলে বনবিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীরের চরগন অপহরন করেন। শেষে আচার্য্য রাজদরবারে সেই গ্রন্থ পাইয়া স্বপ্রভাবে রাজার দুবুর্দ্ধি বিনাশ করতঃ গৌরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং রাজার বিশেষ আনুকুল্যে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করেন। রাজা পরম বৈষ্ণব হইল শুনিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার নাম চৈতন্য দাস নাম অর্পন করেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—৯ম তরঙ্গে
"শ্রীজীব গোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে।
শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার॥

রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দীক্ষাদি গ্রহন করেন। পরে রাজা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ করেন। একদিন রাজা স্বভবনে নিশাভাগে শায়িত আনে।" সেই সময় স্বপ্নযোগে কালাচাঁদ ভুবন মোহন রূপ দেখাইয়া তাঁহার সেবা স্থাপনের আদেশ করিলেন। সেই নিদ্রিত অবস্থায় রাজা ভাবাবেশে দুইটি পদ রচনা করিয়া কীর্ত্তন করেন। নিদ্রাভঙ্গে রানী পট্টদেবী সেইগীত শুনিয়া বিমোহিত হন। রাজা জাগিলে রানীর অনুরোধে রাজা পুনঃ সেই গীত কীর্ত্তন করিলেন। উক্তপদ দুইটি শ্রীকালাচাঁদ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক।

রাজা বীর হাম্বীর—'চৈতন্য দাস' নামে বহু পদ রচনা করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"শ্রীচৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্নিল। বিস্তারের তরে তাহা নাহি জানাইল॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চৈতন্য দাস' ভনিতায় কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়।

ব্রজানন্দ—শ্রীব্রজানন্দ ঠাকুর—মঙ্গলাডিহির নয়নানন্দ ঠাকুরের পৌত্র—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য পানুয়া গোপাল শিষ্য কাশীনাথের পাঁচ পুত্র।

অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষ্মন ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপাল চরনের দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ ঠাকুর। নয়নানন্দ ঠাকুর রচিত প্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের শেষাংশের বর্ণন।

মোরইষ্ট হন প্রভু গোপালচরন। তাঁর পাদপদ্ম শিরে করিয়ে ধারন।
তাঁর আজ্ঞা বলে লেখি আমি মূর্খ হৈয়া। সেই প্রভু কৃপা কৈল সদয় হইয়া।
তাঁর আরাধ্য হন শ্রীপ্রভু কানুরাম। তাঁহার ইষ্ট শ্রীহরি চরন আখ্যান॥
তিহোঁ পানু গোপালের প্রিয় হয়। পানুয়া গোপাল হন গোপালেরগন॥

•   •   •   •   •

কি কহিব আমি সেই গোপাল মহিমা। সুন্দরের কৃপাপাত্র তাঁহার করুনা॥
শ্রীযুত সুন্দরানন্দ সুদাম আখ্যান। নিত্যানন্দ চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান॥

•   •   •   •   •

এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর। শ্রীযুত গোকুলান্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥

ব্যাস—ব্যাস ভনিতা পদ দেখাযায়। ব্যাসাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শিষ্য। বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীরের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দুমুখি, পুত্রের নাম—শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট।

বঙ্গ বিহারী—বঙ্গ বিহারী বিদ্যালঙ্কার (বঙ্গেশ্বর) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুবংশ মধুসূদনের আশ্রিত ১৬১৪ শকাব্দে ইনি স্তবাবলীর "কাশিক" নামে টীকা করেন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন)

ভ

দ্বিজভীম—দ্বিজভীমের পরিচয় অজ্ঞাত। কিরূপ হেরিনু মধুর মূরতি, পীরিতি রসের সার "এই পদটি কেবল 'দ্বিজভীম' ভনিতাযুক্ত, অন্য কোন পদ পাওয়া যায় না। পদমেরু গ্রন্থে এই পদটি দ্বিজ অভিরামের নামে আরোপিত।

ভুবন দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ৪/৯ শাখায় ইহার বারমাসী পদাবলী প্রশংসনীয় ও আস্বাদ্য কাব্য।

ভুবন মোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের অধস্তন বংশধর শ্রীরাধা মোহন

ঠাকুরের সহোদর ইঁহার বংশধরগন মুর্শিদাবাদ মানিক্য হারে বাস করিতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—গতি গোবিন্দ—পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই স্ত্রী। ১ পক্ষে—যাদবেন্দ্র, ২ পক্ষে রাধা মোহন, ভুবন মোহন, গৌর মোহন, শ্যামমোহন, ও মদন মোহন।

ভূপতি সিংহ—ভূপতি সিংহের পরিচিতি অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে ভূপতি, সিংহ ভূপতি, ভূপতি নাথ ভনিতা যুক্ত কয়েকটি পদ দেখা যায়।

মথুরা দাস—মথুরা দাস একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে মথুরা দাস ভনিতা যুক্তপদ দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখায় ও ঠাকুর নরোত্তম শাখায় মথুরা দাসের নাম পাওয়া যায় প্রকৃত পদকর্ত্তা কে বলা সুকঠিন।

ম

মদন রায়—শ্রীমদন রায় শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্যামরায়ের পুত্র ও পদকর্ত্তা রামগোপাল দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহার ঠাকুরের শিষ্য চক্রপানি মজুমদার। তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ চৌধুরী, তাঁর পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের পুত্র মদন রায়। মদন রায়ের বাংলাভাষায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—১২ কোরক—

"তাঁর পুত্রের নাম হএন মদন রায়। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা সদাই হিয়ায়॥
গোবিন্দ লীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছেন তেঁহো বৈষ্ণব পদধুলি॥

শ্রীমদন রায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন ও পদাবলী রচনা করেন।

মধুসূদন দাস—শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি ঠাকুর শিষ্য পদকর্ত্তা শ্রীরাম গোপাল দাসের প্রমাতামহ।

তথাহি—নরহরি শাখা নির্ণয়ে—

"মধুসূদন দাস বৈদ্য কীর্ত্তনের বায়ন। নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন॥

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—১২ কোরক

"মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংশ হয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব আশ্রয়॥

কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তনে তেঁহো করেন বাজন। যাতে নৃত্য করে প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥
খণ্ডের সম্প্রদা বলি নীলাচলে কহেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে বিবরন ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে মধুসূদন দাস ভনিতায় পদ দেখা যায়।

মনোহর দাস—মনোহর দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচরন চক্রবর্ত্তী। তাঁর শিষ্য শ্রীরামশরন চট্টরাজ। তাঁর শিষ্য মনোহর দাস। মনোহর দাস সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া কাটোয়ার সমীপে বাইগনকোলা নামক স্থানে শ্রীগুরু সমীপে অবস্থান করেন। মনোহর দাস তাঁহার শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম মনোহর দাস কিছুদিন শ্রীগুরু সমীপে অবস্থান করিয়া ব্রজধামে গমন করেন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে গিয়া সম্প্রদায়তত্ত্ব সংগ্রহে উদ্বিগ্ন হইলে-শ্রী-রুদ্র-নিম্ব সম্প্রদায়ের প্রনালী পাইলেন। পরে শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে শ্রীরাধাবল্লভ দাসের সমীপে শ্রীগোপাল গুরু কৃত একটি পুঁথি পাইয়া মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ১৬১৮ (১৭৫৩ সম্বৎ) শকাব্দে অনুরাগবল্লী—

গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি — শ্রীঅনুরাগবল্লী—

"রামবানাশ্ব চন্দ্রাদিমিতে সম্বৎ সরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণ যাতাহনুরাগ বল্লিকা ॥
বসুচন্দ্র কলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেইমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ বল্লিকা ॥"

বাংলা ভাষায় অনুরাগবল্লী গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিতাবলী উক্ত গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে মনোহর দাস ও মনোহর নামের ভনিতা যুক্ত পদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে "শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরস্যানু শাখা শ্রীমনোহর রায় কৃত শ্রীমদন রাগবল্লাম্" এই গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি দেখা যায়। মনোহর দাস ও মনোহর রায় এক বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে মনোহর দাস ভনিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

মহেশ বসু - শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত ক্ষনদা গীত চিন্তামনি গ্রন্থে মহেশ বসু ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত।

মাধব ঘোষ—শ্রীমাধব ঘোষ শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা। তিন ভ্রাতাই সুগায়ক ও পদকর্ত্তা। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে তিনি শ্রীপাট স্থাপন করেন। তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে।

"তমোলোকে মাধব ঘোষের দেবালয়। হরি বিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥"

গৌড়দেশে প্রেম প্রচারে তিন ভ্রাতাই প্রভু নিত্যানন্দের লীলা সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রভু নিত্যানন্দ যখন প্রেম প্রচারার্থে গৌড়দেশে আগমন করেন। তখন তিন ভ্রাতাই সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। বৃন্দাবনের গায়ক বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ ছিল।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন 'বৃন্দাবনের গায়ন'। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥
মাধব-গোবিন্দ-বাসুদেব-তিন ভাই।"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"বন্দিব মাধব প্রভুর প্রীতি স্থান। প্রভু যাঁরে করিলা অভাঙ্গ স্বরদান॥"

মাধব ঘোষ প্রভু নিত্যানন্দ সহ গৌড়দেশে আসিয়া দাস গদাধরের ভবনে দান খণ্ড কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তনে প্রভু নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বক্ষে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি। শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মনি॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে মাধব ঘোষের নামে পদাবলী দৃষ্ট হয়।

মাধব আচার্য্য—শ্রীমাধব আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গ্রন্থের লেখক। মাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৯ বিলাস—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুনের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুনধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। • • • • •

কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্র রত্ন সর্ব্বগুন ধাম॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস। পৃথ্বীছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥
বিধুমুখী মাধবনামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥"

শ্রীহট্ট নিবাসী দূর্গাদাস শণ্ডিত সস্ত্রীক নদীয়ায় বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র সনাতন ও কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধবাচার্য্য। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করিলে মাতা বিধুমুখী মাধবকে পালন করেন। মাধব অদ্বৈতাচার্য্য সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতঃ 'আচার্য্য' পদবী লাভ করেন। শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ কালে প্রভু মুখঃ নিস্থৃত হরিনাম উপদেশ শ্রবন করিয়া তাঁহার দিব্য ভাবোন্মাদ প্রকাশ পায়। তদবধি নামানুরাগে সংসার ছাড়িয়া কুলিয়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধকে সুমধুর গীতছলে বর্ণন করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য ও অন্যান্য পুরানের কিছু কিছু তথ্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—প্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস।

"শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। গীতা বর্নিলা তিঁহো ক'র নানাছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যপদে সমর্পন কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতে ও কিছু করি আনয়ন। কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈলা সংযোজন॥

গ্রন্থপড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইলা॥
পরে কবিবল্লভ আচার্য্য বলি খ্যাতি তাঁর।
কলি ব্যাস' বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশে ১৫১৫খৃঃ গৌড়দেশে আসিয়া বিদ্যাবাচস্পতির ভবন হইতে তাহার ভবনে গমন করেন। তথায় দশদিন অবস্থান করিয়া বহু লীলা করেন পরে প্রভু ঝারি খণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন করিয়া পুনঃ লীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি প্রেমে পাগলরত সংসার ত্যাগকরেন। মাতা বিবাহের উদ্যোগ করিলে মাধব সংসার ত্যাগ করতঃ বৃন্দাবনে গমন করিয়া পরমানন্দ পুরীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহন করেন। এবং রূপ সনাতন গোস্বামী সমীপে ভজন শিক্ষা করেন। কতদিন পরে মাতার অদর্শন বার্ত্তা

শ্রবন করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। তথা হইতে খেতুরি উৎসবে যোগদান করতঃ পুনঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। খেতুরী উৎসবে মাধবাচার্য্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তথাহি—প্রেম বিলাসের—১৯ বিলাস—

"প্রথমে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গানহয়। তারপরে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান করয়॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গান অতি চমৎকার। শুনিয়ে দ্রবয়ে চিত্ত আনন্দাশ্রুধার॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। রচিলা মাধব আচার্য্য করি নানাছন্দ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃত কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী গ্রন্থের পরই শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গ্রন্থ লিখিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের "অথ বন ভোজনে ও ব্রহ্ম মোহন" উপাখ্যানটি কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনীর ১০ম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গৃহীত। আর শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের "অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি" উপাখ্যানটি কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনীর ১০ম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, ও পদকল্পতরু গ্রন্থে মাধব, মাধব আচার্য্য ও দ্বিজ মাধব ভনিতা যুক্ত পদাবলী দৃষ্ট হয়।

২। **মাধব আচার্য্য**—শ্রীমাধব আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও জামাতা। প্রভু নিত্যানন্দ নিজকন্যা গঙ্গাদেবীকে মাধব আচার্য্য করে সমর্পন করেন। কাটোয়ার নিকট নন্যাপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। পিতা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য। মাতা মহালক্ষ্মী। মাধবের আবির্ভাবের কিছুদিন পরে মহালক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন। বিশ্বেশ্বর বাল্যবন্ধু ভগীরথাচার্য্যের উপর মাধবের পালনের ভার অর্পন করিয়া সন্নাস গ্রহন করেন। তদবধি মাধব ভগীরথাচার্য্যের পুত্রেয় ন্যায় তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া প্রতি পালিত হন। মাধব নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য গুনে আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে মাধব প্রভু নিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার মহিমা গানে প্রমত্ত রহিলেন। কতককাল খড়দহে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা পরিচালনা করেন। তারপর জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

"জিরাট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান।"

গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারন ক্ষমতা ছিল। তাঁর সঙ্গীত শ্রবনে সকলে
বিমোহিত হইত।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস—

"বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী। রহিলেন কতদিন আসি শ্রীখেতুরী॥
তার সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য। গান বাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য॥
মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মন। নিত্যানন্দ প্রিয়ভক্ত পরম কুলীন॥

নিত্যানন্দ শিষ্য নিতাই বিনানাহি জানে।
সদাই করয়ে তিঁহ নিতাই পদ ধ্যানে॥
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম॥
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদটি সম্ভবতঃ তাঁহার রচিত।

মাধবেন্দ্র পুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ
ভক্তি ধর্ম্মের সর্ব্বাদি সূত্রধার। এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমগুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর
শ্রীগুরু পরম্পরা যথা-নারায়ন-ব্রহ্মা-নারদ ব্যাস-মাধ্বাচার্য্য-পদ্মনাভ-নরহরি-মাধব
অক্ষোভ--জয়তীর্থ--জ্ঞানসিন্ধু--মহানিধি--বিদ্যানিধি--রাজেন্দ্র--জয়ধর্ম্ম--পুরুষোত্তম-
ব্যাসতীর্থ-লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্র-পুরী। মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীহট্ট জেলায় পূর্ণিপাট
গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। শৈশবে
প্রভৃত শাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৈরাগ্য উদয়ে পিতা বিবাহ
দিলেন। কিছুদিন পরে একপুত্র জন্মিলে, পত্নী বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি
শিশু বিষ্ণুদাস সহ কুমার হট্ট কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর (চাকদহ ষ্টেশন
হইতে ৬ মাইল) নামক স্থানে আসিয়া চতুষ্পাটী খুলিলেন। তথায় ঈশ্বরপুরী
ও অদ্বৈতাদির সহিত মিলন ঘটিল। কতদিন অবস্থানের পর অদ্বৈত সমীপে
নিজপুত্র রাখিয়া তীর্থ ভ্রমনে গমন করেন। ১৩৯২ শকের শেষ ভাগে
শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করতঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন
করেন। দুই বৎসর সেবা সেবা করার পর গোপালের আদেশে চন্দনোদ্দেশ্যে
ক্ষেত্রপথে গমন কালে শান্তিপুরে উপনীত হন। সে সময় অদ্বৈতাচার্য্য ও
শ্রীবাস পণ্ডিতকে দীক্ষা প্রদান করিয়া। ক্ষেত্র পথে রেমুনায় উপনীত হন।
তাঁর প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপীনাথ দেব ক্ষীর চুরি করতঃ ক্ষীরচোরা

গোপীনাথ নাম ধারন করেন। তারপর মাধবেন্দ্রপুরী ক্ষেত্র হইতে চন্দন আনয়ন করতঃ গোপালদেবের আদেশে রেমুনায় বিরাজিত গোপীনাথদেবের শ্রীঅঙ্গে সেই চন্দন ঘর্ষন করতঃ অর্পন করেন। তারপর ঝারিখণ্ডের হ্রদতীরে অষ্টমাস গলিতে পত্র গ্রহন করিয়া ভজন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাদি লাভ করেন। সেময় পরমানন্দাদি সপ্তশিষ্য পেঁীছিলে বিষ্ণুমন্ত্রে পুরঃশ্চরন করতঃ তাহাদিগকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর সশিষ্য একচাক্রায় প্রভু নিতানন্দকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পরে তীর্থভ্রমন কালে প্রভু নিত্যানন্দ সহ মিলন ঘটে। ১৪১১ শকাব্দের ৭ই ফাল্গুন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি পূজনের কিছু পূর্ব্বে নবদ্বীপে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। তারপর বৈশাখ মাসে প্রভুর চূড়াকরন অনুষ্ঠান সমপন করেন। তারপর একদিন শিশুগন সহ ক্রীড়ারত গৌরাঙ্গের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর মিলন ঘটিলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন যথা—

তথাহি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়ে—

"শুন অহে মাধবেন্দ্র কহো সাবধারে।
তোমা লাগি জন্মি আছো নদীয়া নগরে॥
গলিত পত্র হ্রদের জলে কচালিয়া। তা খাইয়া জপ কৈলে ঝারিখণ্ডে গিয়া॥
জপবশে তোমা পাই সদয় বেভার। করুন আদরে দেখা দিলুঁ তিনবার॥
যে বলিলে তা করিলুঁ ইথে নাহি আন।
এখন যে কহো কিছু কর অবধান॥"

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার পরবর্ত্তী সপার্ষদ লীলা কাহিনী মাধবেন্দ্র সমীপে ব্যক্ত করিলেন। মাধবেন্দ্র প্রভু সমীপে বিদায় হইয়া ভ্রমনে চলিলেন। তারপর কতদিন পরে তিনি শ্রীগোপালদেবের স্মরণ করিতে করিতে রেমুনায় ক্ষীর চোরা গোপীনাথের স্থানে নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। অদ্যাপি তথায় তাহার সমষ্টি বিদ্যমান। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অবদান রহিয়াছে।

বৃহস্পতি তত্ত্বসার ধৃত রূপাভিসার বিষয়ক পদ যথা—

সাজিল ধনী, চন্দ্র বদনী, শ্যামদরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনী সব, ঘেরল চারি পাশে॥

তরুনারুন, চরন যুগল, মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জ পুঞ্জ, গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভে কুম্ভে, জিনি নিতম্ব, কেশরী ক্ষীণ মাঝে।
নীলাম্বর, পরি পট্টাম্বর, কিঙ্কিনী তঁহি বাজে॥
বাহু যুগল, থির বিজুরী, করি শাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ, মনি কঙ্কন, নখরে শশি খণ্ডে॥
হেমাচল, কুচমণ্ডল, কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত, ধ্বান্ত দমন, কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জম্বুনদ, হেমযুক্ত, মুকুতা ফল পাঁতি।
ফনি মনি যুত, দাম সহিত, দামিনী সম ভাতি॥
বিম্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম বীজ দশনা।
বেশর তঁহি, ঝলকে ঝলকে, মন্দ মন্দ হসনা॥
নাসা তিল, ফুল তুল, কবরী কবরী ছাঁদে।
মদন মোহন, মোহিনী ধনী, সাজলি তঁহি রাধে॥
নব যৌবনী, চন্দ্র বদনী, বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্রপুরী, রচিত ভাষ, বান পূর্ণিপাটে॥

মাধবী দাস—নীলাচলবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শিখি মাইতির ভগ্নী মাধবী দাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'সাড়ে তিন পাত্রের' অর্দ্ধ পাত্র। এতদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—
"শিখি মাইতির ভগ্নি শ্রীমাধবী দেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী তেঁহ পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গনে। জগতের মধ্যে পাত্র-সাড়ে তিনজনে॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ। শিখি মাইতি তিন তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥
পদকল্পতরু আদি গ্রন্থে মাধবী দাস ভণিতা যুক্ত কতিপয় পদ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যিকদের ধারনা মাধবী দেবী "মাধবী দাস" ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন পদকল্পতরু গ্রন্থে উল্লেখিত মাধবী দাস ভণিতা যুক্ত পদত্রয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা অবলম্বনে বিরচিত।

মাধুরীজী—মাধুরীজী বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনের মধ্যবর্তী আড়িং গ্রামের অনতি দূরে 'মাধুরী কুণ্ড' নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। ইনি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী

শিষ্য। ইহার পদাবলী ছয় ভাগে বিরচিত। ১ বংশীবট বিলাস মাধুরী. ২। উৎকণ্ঠা মাধুরী ৩। কেলি মাধুরী ৪। বৃন্দাবন বিহার মাধুরী ৫। দান মাধুরী ৬। মান মাধুরী।

তাঁহার রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা (উৎকণ্ঠা মাধুরীর উপক্রমে)

শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মনবচ কয়েঁা প্রণাম।
সদা সনাতন পাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥
গৌর নাম ঔর গৌর তনু অন্তর কৃষ্ণ স্বরূপ।
গৌর সাঁবরে দুহুনকো প্রগট একহি রূপ॥
তিন্‌কে চরণ প্রণামতে, সব সুলভ জগ হোঙ্গ।
গৌর সাঁবরে পাঈ যাহ আপ আপনৌ খোঙ্গ॥

পদাবলীর রচনা কাল— (কেলি মাধুরীর উপসংহারে)

"সংবৎ সোলস সেঅসী সাত অধিক হিয়ধার
কেলি মাধুরী ছটি লিখি শ্রাবণ বদি বুধবার॥

১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দে) শ্রাবণ মাসে বুধবারে এই পদাবলী রচিত হয়।

মুকুন্দ দাস—শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য।

তথাহি—সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে—১৮ প্রকরণ।

"বন্দেহহং করুনাসিন্ধুং কৃষ্ণদাসং প্রভুং মম।
যৎ পাদপদ্মযোর্দীপ্তি কার্য্য সিদ্ধি র্ভবেদপি॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাহা বিনে ত্রিজগতে মোর কেহ নাঞি॥"

মুকুন্দ দাস পাঞ্চাল দেশে বিপ্রকুলে আবির্ভূত হন। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করতঃ রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরনাশ্রয় করতঃ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে—

"তথা শ্রীমুকুন্দ দাস নামে শ্রীবৈষ্ণব।
পাঞ্চাল দেশীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলোদ্ভব॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে তাঁর অনন্য ভকতি।
কে কহিতে পারে যৈছে রাধাকৃষ্ণে রতি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর স্থানে।
হৈলা মগ্ন গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নে॥
কৈলা বহু সেবা কবিরাজ গোস্বামীর।
তাঁর অপ্রকটে হেলা অত্যন্ত অস্থির॥
কথোদিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।
জুড়াইল দারুন দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া॥

• • • • •

বর্নিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥
কৃপাকরি অনেকেরে কৈল বিদ্যাদান।
কথোদিনে রাধাকুণ্ডে হইল নির্য্যান॥

শ্রীমুকুন্দ দাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে দাস গোস্বামীর সেবিত গিরীধারী সেবাপ্রাপ্ত হন। এই গিরিধারী পূর্ব্বে শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে গ্রহন করিয়া ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অর্পন করেন। মহাপ্রভু কিছুদিন রাখিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে অর্পন করেন রঘুনাথ দাস হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাপ্তহন। কবিরাজ গোস্বামীর পর মুকুন্দ গিরিধারী সেবা প্রাপ্ত হন। মুকুন্দ দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচক, সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, অমৃতরত্নাবলী, রসতত্ত্বসার, রাগরত্নাবলী আত্মসারতত্ত্ব কারিকা, আনন্দরত্নাবলী, সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা, উপাসনা বিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দ দাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের "অর্থরত্নাল্পদীপিকা" নামে একটি টীকা রচনা করেন। মুকুন্দ দাসের সঙ্গীত সাহিত্যে অবদান রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের অষ্টম প্রকরণে তৎকৃত ৬১ টি পদ রহিয়াছে।

মোহন দাস মোহন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বৈদ্য কুলে তাঁহার আবির্ভাব।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ নির্য্যাস—

শ্রীমোহন দাস নামে জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈষ্টিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে॥

পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের সহিত মোহন দাসের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার রচিত ২৩ টি ব্রজবুলি ভাষার রচিত পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

মুরারী গুপ্ত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাল্য লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন আলেখ্যকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার নাম শ্রীমুরারী গুপ্ত। মুরারী গুপ্ত শ্রীহট্টে আবির্ভূত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥

মুরারী গুপ্তের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌর-গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"মুরারী গুপ্ত হনুমান।"

দেবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন যথা—

"বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি শক্তি মন্ত। পূর্ব্ব অবতারে যাঁরনাম হনুমন্ত॥"

শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত হনুমানই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে মুরারী গুপ্ত নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। মুরারী গুপ্তের শ্রীগুরু পরিচয় সম্পর্কে কবি কর্ণপূর বিরাচত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের (১১/৪৭ শ্লোক) বর্ণন—

"তত সয়ং গম্বাগৃহমভি মুরারেরূপ দিশন্।
জগদাদ্বৈতে সংশ্রয়িতুমভিধায়াস্ত চরিতম্॥"

গৌরচন্দ্র সায়ংকালে মুরারী গুপ্তের গৃহে গমন পূর্ব্বক অদ্বৈতকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের চরিত্র বর্ণন করিলেন।

মুরারী গুপ্তের মহিমা বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতের আদি নবম পরিচ্ছেদের বর্ণন—

"শ্রীমুরারী গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরন॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহ রোগ ভব রোগ দুই তার ক্ষয়॥

একদা মুরারী গুপ্ত সঙ্গীগন লইয়া যোগ শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গমন করিতেছেন, বাল্য খেলা ছলে প্রভু তাহার পশ্চাৎ ধাবন করতঃ তাহার সদৃশ অঙ্গভঙ্গী

করিয়া ব্যঙ্গ ভাব প্রকাশ করিলেন। পরে লীলাক্রমে ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। তদবধি মুরারী গুপ্তের গৌরাঙ্গ প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধির উদয় হইল। একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যাপনা কালে প্রভু মুরারী গুপ্তকে পরিহাসের ছলে বলিলেন—

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি ৯ অধ্যায়—

"প্রভুবলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী করদঢ় ॥
ব্যাকরন শাস্ত্র এই বিষয় অবধি। কফচিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
মনে মনে চিন্তাতুমি, কি বুঝিবে ইহা। ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥

এই ভাবে প্রভুভক্তে হাস্য পরিহাসের মধ্যদিয়া দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু গয়াধামে ঈশ্বরপুরী সমীপে দীক্ষা গ্রহন করিয়া পৌষমাসের শেষে গৃহে আগমন করেন। মাঘাদি মাস চতুষ্টয় ভাবাবেশে বিহার করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমে বরাহরূপ ধারন করতঃ বৈভব প্রকাশ করিয়া মুরারীকে প্রভূত করুনা প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ মহিমাজ্ঞাপন, শ্রীবাস ভবনে মুরারীর গরুড় রূপ ধারন, ভাবাবেশে মুরারী প্রভুকে অন্ন প্রদান ও মুরারী মুখে শ্রীরাম চন্দ্রাষ্টক বর্ণনের মাধ্যমে মুরারীগুপ্ত মহিমা ব্যক্ত করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ১৭ পরিচ্ছেদ—

"মুরারীগুপ্ত মুখে শুনি রামগুন গ্রাম। ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥"

শ্রীমুরারীগুপ্ত মহাপ্রভুর আবাল্য লীলা দর্শন করিয়া শ্লোকছন্দে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত বা মুরারীগুপ্তের করচা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন—

"শ্রীমুরারীগুপ্ত বেজাপ্রভুর অন্তরীন। সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীন ॥
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্য চরিত্র। তাহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥

মুরারী গুপ্তের বিরচিত গ্রন্থের সমাপ্তি কাল বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের বর্ণন—

চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চ ত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ় সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

মৃনাল কান্তি ঘোষের সম্পাদিত গ্রন্থের এই শ্লোকে ১৪৩৫ শকাব্দে এইগ্রন্থ সমাপন হয়। কিন্তু ১৪৩৫ শকাব্দের বহু পরবর্ত্তী লীলার বর্ণন থাকায়

১৪৩৫ শকাব্দের বহুপরে এই গ্রন্থ সমাপ্তি ঘটে বলিয়া অনুমান করাযায়। উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক প্রভুপাদ মদন মোহন গোস্বামী তাহার অনুবাদে বলিয়াছেন।

"১৪৫৫ শকাব্দে আষাড় মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই গ্রন্থ লেখা পূর্ণ হইল। তখন আমার বয়ঃ ক্রমে ৬৪ বৎসর।" এই শ্লোকটি বঙ্গানুবাদক কোন গ্রন্থে পাইলেন উল্লেখ নাই। উক্ত গ্রন্থের অন্য কাহারও প্রকাশ বা পুঁথী পাইলে সমাধান ঘটিতে পারে।

উক্ত কড়চা ও শ্রীরামাষ্টক রচনা মুরারীগুপ্তের সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নে মুরারীগুপ্তের মুখোৎদগীর্ণ বাকাই মুরারী গুপ্তের কড়চা, উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে লোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। পদাবলী সাহিত্যে মুরারী গুপ্তের দান কম নহে। মুরারী গুপ্ত, মুরারী দাস মুরারী ভনিতা যুক্ত বহুপদ দৃষ্ট হয়। গুপ্তদাস ও গুপ্ত ভনিতা যুক্ত পদ পদকল্পতরু ও অষ্ট রস ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে।

মীরাবাঈ—ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনায় যে সকল বরীয়সী মহিলা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; মীরাবাঈ তাহাদের অন্যতম। মীরাবাঈ রাজস্থানের রাঠোর ক্ষত্রিয় রাজবংশে কুড়কী গ্রামে রাও তুদাজীর পুত্র রত্নাসংহের কন্যারূপে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁহার মাতা ঝালা রাজপুত্র সুলতান সিংহের কন্যা বীরকুঁয়রী। মীরা বাল্যে এক বৈষ্ণব সমীপে শ্রীগিরিধর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই দিব্যভাবে বিভাবিত হন এবং বৈষ্ণবের নিকট হইতে শ্রীগিরিধর গোপাল মূর্ত্তি গ্রহন করিয়া সেবানন্দে বিভোর হন। তারপর মেবারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঁয়র ভোজরাজের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে পতি বিয়োগ ঘটিলে মীরা সৎসঙ্গ, সাধুসেবা ও গিরিধর লালের ভজনে প্রমত্ত হইলেন। দেবর বিক্রমাজিৎ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মীরাকে বহুমুখী ভাবে উৎপীড়ন করিলে মীরা চিতোর ত্যাগ করিয়া মেড়তায় আসেন। তথায় হইতে বৃন্দাবন হইয়া দ্বারকায় গমন করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীজীব গোস্বামী) সমীপে ভজন উপদেশ গ্রহন করেন। কতককাল দ্বারকায় অবস্থান করিয়া রনছোড়জীর মন্দিরে প্রবীষ্ট হইয়া অপ্রকট হন। তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বহুত পদাবলী রহিয়াছে।

তাহাকে 'মীরার ভজন' বলা হয়। মীরা শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। যথা —

(সাধো) অব তো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো মন মাখন চোরা নাম ধর্যো বৈরাগী॥
মাতু যশোদা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম।
শ্যাম কিশোরা ভয়ে নব গোরা চৈতন যাকো নাম॥
কাঁহা ছোড়ীবো মোহন মুরলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপী।
মুণ্ড মুড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে মাহি ন টোপী॥
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কোপীন কসৈ।
দাস ভক্তকা দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ॥

য

শ্রীযদুনন্দন দাস—যদুনন্দন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। তথাহি—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বঙ্গানুবাদে॥ —

"বন্দগুরু পদতল, চিন্তামনি স্থল, সর্ব্বগুন খনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীহেমলতা, তাহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি॥"

মালিহাটী গ্রামে বৈদ্যকুলে যদুনন্দন দাস আবির্ভূত হন।

তথাহি— কর্ণানন্দে—২য় নির্য্যাস —

"দীন যদুনন্দন দাস বৈদ্য যার নাম। মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার।"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও কর্ণপুর কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় সর্বজন পক্ষে আস্বাদন করা কষ্ট সাধ্য। সেজন্য হেমলতা ঠাকুরাণী যদুনন্দনকে উক্ত আচার্য্য প্রভুর শাখা বাংলা ভাষায় রচনার উদ্বুদ্ধ করেন। তথাহি— তত্রৈব —

"শ্রী আচার্য্য প্রভুর যত শাখাগণ। শ্লোক ছন্দে দোঁহে তাহা করিল বর্ণন॥
ঠাকুর মহাশয় যেবা করিল বর্নন। কর্ণপুর কবিরাজ যা কৈল রচন॥
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে। মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে॥

যদুনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশে বুঁধই পাড়াতে ঠাকুরাণীর সমীপে অবস্থান করিয়া ১৫২৯ শকাব্দে আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন করেন। ষষ্ঠ নির্য্যাস পর্য্যন্ত লিখিয়া ঠাকুরাণীর হস্তে অর্পন করিলে তিনি উক্তগ্রন্থ পাঠে

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থের নাম 'কর্ণানন্দ' রাখেন এবং তৎসঙ্গে আদেশানুরূপ কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীগণ বর্ণনের আদেশ করেন। তখন সপ্তম নির্য্যাস রচনা করিয়া তাহাতে কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীগণ বর্ণন করেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থখানি সপ্তম নির্য্যাসে সম্পূর্ণ।

তথাহি—তত্রৈব ॥ —

"বুধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস ॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥

° ° ° ° ° ° °

পুনশ্চ শ্রীমতী কহেন মস্তকে পদ দিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥

° ° ° ° ° ° °

কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তীরগণ। ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥

° ° ° ° ° ° °

প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন। লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন ॥"

এইভাবে কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলামৃত, রূপ গোস্বামীর চাটু পুষ্পাঞ্জলী ও কৃষ্ণকর্ণামৃতাদি বহু সংস্কৃত শাস্ত্রের বাংলায় অনুবাদ করেন। যদুনন্দন নামে পদকল্পতরু গ্রন্থে বহু পদ দৃষ্ট হয়।

মুক্তাচরিত্র, (মুক্তাচরিত কথা, অমৃত হইতে পরামৃতা, গায় দীন যদুনন্দন দাস) কৃষ্ণকর্ণামৃত, হংসদূত গোবিন্দ লীলামৃত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ পার্ষদ দাস গদাধরের শিষ্য। কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের সেবক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম কাটোয়ায় দাস গদাধরের দর্শন অভিলাষে আগমন করেন; সে সময় যদুনন্দন তথায়

ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে দাস গদাধর সহ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের মিলন করান। তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাসে—

"দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে। যে হইলা তাহা বা বর্ণিবে কোনজনে॥
শ্রীগদাধর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন। চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥"

কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে দাস গদাধর অন্তর্দ্ধান করলে যদুনন্দন মহামহোৎসব আয়োজন করেন। সেই উৎসবে তৎকালীন প্রায় সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিনকাল মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীত জগতে যদুনন্দনের অবদান পরিলক্ষিত হয়। তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—

"যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষানাদি শুনি যার গীত॥

যদুনন্দন আচার্য্য—যদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ও বাসুদেব দত্তের পুরোহিত। সপ্তগ্রামে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভবনের পূর্ব্ব দিকে তাহার নিবাস॥

তথাহি—শ্রীচৈ চঃ অন্ত্যে ৬ষ্ঠ পরিঃ—

"বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত। রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয়েন পুরোহিত॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মনে চৈতন্য প্রানধন॥
০ ০ ০ ০ ০ আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে॥

যদুনন্দন আচার্য্য ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বরূপ বর্ণন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈত তত্ত্ব বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সঙ্গীতে তাঁহার গন্ধর্ব্ব সমান অধিকার ছিল।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—৭ম অধ্যায়।

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য প্রভুর এক শাখা। তর্ক চূড়ামনি আখ্যা সর্ব্বস্থানে বাখ্যা॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম যার অধিকার। প্রভুর কৃপায় পাইলা ভক্তিতত্ত্ব সার॥

পদকর্ত্তা হিসাবে তিনজন যদুনন্দনের পরিচয় দেওয়া হইল। পদকল্পতরু গ্রন্থে যদু, যদুনন্দন ঠাকুর, যদুনন্দন দাস, যদুনন্দন ভনিতা যুক্ত কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়। ফলে কোন পদটি কোন যদুনন্দনের তাহা বিচার্য্য বিষয়।

যদুনাথ দাস—যতুনাথ কবিচন্দ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতুল রত্নগর্ভ পণ্ডিতের পুত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যে ১ম অধ্যায়।—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম একগ্রাম॥
তিনপুত্র তাঁর কৃষ্ণ পদে মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ জীব যতুনাথ কবিচন্দ্র॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ পণ্ডিত। রত্নগর্ভের তিনপুত্র কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যতুনাথ কবিচন্দ্র। যতুনাথ কবিচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদি ৫ম অধ্যায়।—

"যতুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়॥"

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও প্রশিষ্যের নিরূপনে "শাখা নির্ণয়" নামক এক যতুনাথ দাসের নাম পাওয়া যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'যতুনাথ দাস' ভনিতাযুক্ত কয়েকটি পদ দৃষ্টহয়। কয়েকটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও কয়েকটি গৌরলীলা বিষয়ক। ক্ষণদাগীত চিন্তামনি গ্রন্থে ও কয়েকটি পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

যশোরাজ খান—যশোরাজ খান শ্রীখণ্ডের বৈদ্য কুলে আর্বিভূত হন। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে খণ্ডবাসী রাম গোপাল দাসের বর্ণন যথা—

তথাহি—রসকল্পবল্লী—১২ কোরক।—

"বৈদ্যখণ্ড গ্রামে রাঘব সেন নাম। সমাজ করিল বৈদ্য অতি অনুপাম॥
তার বংশাবলী হয়ে অনেক বিস্তার। কবি পণ্ডিত নাম আর বৈষ্ণব অপার॥
যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সভে রাজ সেবি॥

ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায় বাঙ্গালী লেখক গনের মধ্যে যশোরাজ খান সর্ব্ব প্রথম বলিয়া সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। রসমঞ্জরী পদ গ্রন্থে উল্লেখিত তাহার রচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

যাদবেন্দ্র—যাদবেন্দ্র শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশধর তাহার পরিচয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের বর্ণন—

"জয় রতিপতি প্রভু পতিত পাবন। জয়ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীশচীনন্দন॥

মধ্যম ঠাকুর পুত্র শ্রীপ্রানবল্লভ নাম। 　　যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম॥

শ্রীরঘুনন্দন—কানাই—মদন—রাতপতির কনিষ্ঠ পুত্র যাদবেন্দ্র ঠাকুর। পদকল্পতরু গ্রন্থে যাদবেন্দ্র ভনিতাযুক্ত পদ দেখাযায়

র

শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ষড় গোস্বামীর অন্যতম। রূপ, সনাতন, অনুপম তিন ভাই। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নবাব দত্ত নাম দবীর খাস। তাঁহার বংশ বিবরণ যথা—কর্ণাট অধিপতি যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ। তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর, হরিহর, ভ্রাতৃ বিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। তৎপুত্র মুকুন্দ পুত্র কুমার দেবের পুত্রই শ্রীরূপ গোস্বামী। ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেব রামকেলিতে গেলে সে সময় মিলন ঘটে, তারপর ভ্রাতা অনুপম সহ গৃহত্যাগ করতঃ প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ শ্রীগোবিন্দ দেবকে প্রকট করেন। ব্রজের লুপ্ত তীর্থ প্রকট ও প্রভূত ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করতঃ মহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের দিকদর্শন করান। ১৪৭৩ শকে গোকুলে বসিয়া ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ১৪৭২ শকে রাধাকৃষ্ণ গনোদ্দেশ. ১৪৫৯ শকে ললিত মাধব গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীরূপ গোস্বামীর স্তবমালার মধ্যে গীতাবলী অন্ত নিবিষ্ট হইয়াছে মোট ৪১টি পদ।

রূপ নারায়ণ—রূপ নারায়ণ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন বিষয়ক দুটি পদ রহিয়াছে তাহাতে রূপ নারায়ণের নাম পাওয়া যায়।

তথাহি—

রূপ নারায়ণ দ্বিজবর নারায়ন বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি তুহুঁক করু বর্ণন তুহু পদ কমল ভৃঙ্গ॥

২। শ্রীরূপ নারায়ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। তাঁহার প্রথম নাম রূপচন্দ্র ছিল। পরে রূপনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন।

তথাহি—

"রূপনারায়ণ গোসাঞি পরম উদার। যে শুনে তাহার গান দ্রবে চিত্ত তার॥
বীরচন্দ্র গোসাঞি প্রভু শুনি তার গান। প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি রহিয়া বয়ান॥
বীরচন্দ্র প্রভু জানি রূপের শকতি। অনুগ্রহে দিলা তারে গোস্বামী খেয়াতি॥
পূর্ব্বে তাঁহার নাম রূপচন্দ্র ছিল। বৃন্দাবনে রূপনারায়ণ নাম হৈল॥
বঙ্গদেশ কামরূপ ব্রহ্ম পুত্র পার। এগার সিন্দুরে বসতি তাহার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মন ইঁহ কুলীন প্রধান। সর্ব্বশাস্ত্র যিনি হয় পরম বিদ্বান॥
মহাভক্তি মান সর্ব্বগুনের আলয়। কৃপা করি দীক্ষা দিলা ঠাকুর মহাশয়॥"

শ্রীহট্টের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এগার সিন্দুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী।

লক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী শ্রীপদ্মগর্ভাচার্য্যের পুত্র ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের ভ্রাতা। মহাপ্রভুর বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যে দুঃসঙ্গ কারনে বিদ্যার্জ্জনে মতি না দেখিয়া পিতা বর্জ্জন করেন। তখন রূপচন্দ্র ক্ষুন্ন মনে নবদ্বীপে আসিয়া ব্যাকরনাদি অধ্যয়ণ কারয়া নীলাচলে যান। তথায় রথাগ্রে গৌরাঙ্গে দর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রে যান। তথায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনে রূপ সনাতন সমীপে বিজয় পত্র লইয়া শেষে শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে পরাভূত হন। তারপর রূপ সনাতন সমীপে দীক্ষা লইতে চাহিলে দৈববাণীতে বলিল, তুমি এখন হরিনাম গ্রহন কর, পরে ঠাকুর নরোত্তম সমীপে দীক্ষা গ্রহন করিবে। সনাতন সমীপে হরিনাম গ্রহনের পর সহসা নারায়ণ তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইলে তদবধি রূপনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গৌড়ে আগমন করতঃ পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত হন। ঘটনা চক্রে নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহন করতঃ নরোত্তমের সঙ্গানন্দে বিভোর হন। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে বীরভদ্র প্রভু তাহাকে গোস্বামী আখ্যা প্রদান করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে রূপনারায়ণ ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

রঘুনাথ দাস—শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন। হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের রাজা হিরন্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস। জাতিতে কায়স্থ। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি বাল্যে

হরিদাস ঠাকুরের যথেষ্ট কৃপাপ্রাপ্ত হন। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য যদুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথ দাসের গুরুদেব মহাপ্রভুর প্রেমলীলা কাহিনী শ্রবন করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে দিব্য বৈরাগ্য ভাবে উদয় হয়। নীলাচলে প্রভুর সমীপে যাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রসম ঐশ্চর্য্য. অপ্সরাসম পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বারে বারে পলায়ন করেন। পিতা লোকদ্বারে বারে বারে ধরিয়া আনেন। পরে শান্তিপুরে গৌরদর্শন ও পানিহাটী গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাশক্তি লাভ করতঃ সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুরীধামে প্রভুর সমীপে উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে স্বরূপদামোদর গোস্বামীর হস্তে অর্পন করায় তাহার নাম হইল "স্বরূপের রঘু।" রঘুনাথ নীলাচলে অবস্থান কালে যে বৈরাগ্য প্রকাশ করিলেন তাহা অতুলনীয়। "রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষানের রেখা।" রাজপুত্র হইয়া প্রথমে মন্দিরদ্বার; ছত্র পরে পরিত্যক্ত গলিত প্রসাদ লবন সহযোগে গ্রহন করিয়া জীবন ধারন করতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পিতৃ প্রেরিত সমস্ত অর্থ ও সেবক প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রভুর ক্ষেত্রলীলা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে উদ্ভাসিত হইলেন. ষোড়শ বৎসর একান্তভাবে মহাপ্রভুও স্বরূপদামোদরের অন্তরঙ্গ সেবা করেন। মহাপ্রভুও স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানে বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। অভিপ্রায়—তথায় রূপ—সনাতনে দর্শন করতঃ বিরহ ব্যথিত দেহ ভৃগুপদে বিসর্জ্জন করিবেন। কিন্তু রূপ—সনাতন তাহা করিতে দিলেন না। নানা-ভাবে প্রবোধ প্রদান করতঃ আপন জন করিয়া সমীপে রাখিলেন। রঘুনাথ দাস পরে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট দিন গুলি যুগল কিশোরের প্রেম-রস আস্বাদনে অতি বাহিত করিলেন। তাহার সময়েই শ্রীরাধাকুণ্ডেও শ্রীশ্যাম কুণ্ডের সুযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষ, স্তবমালা, শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত, শিক্ষাপটল প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুগ্রন্থ প্রনয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অশেষ কল্যান সাধন করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে।—

"রঘুনাথ দাস গোসাঁইর গ্রন্থত্রয়। স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত মধুর। যাহার শ্রবনে মহাদুঃখ হয় দূর॥"

শ্রীলকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে রঘুনাথ দাস কৃত চৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষের কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব

ইতিহাসে উক্ত গ্রন্থটির গুরুত্ব অবর্ণনীয়। সন্ধ্যারতি পদাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় তাঁহার সঙ্গীত রচনার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত কয়েকটি পদগৃহীত হইয়াছে।

রামানন্দ বসু—শ্রীরামানন্দ বসু গৌড়ীয় সঙ্গীত জগতের লেখক কুলীন গ্রামে তাহার নিবাস।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

কুলীন গ্রাম বাসী সত্যরাজ রামানন্দ॥

বসু রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থের লেখক গুনরাজ খানের পৌত্র ও সত্যরাজ খানের পুত্র। ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। তিনি মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথের পট্ট ডোরীর যজমান হন।

তথাহি—চৈঃ চঃ মধ্যে ১৪ পরিঃ—

কুলীন গ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান্। তারে আজ্ঞাদিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্ট ডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মান॥
এত কহি দিল তারে ছিণ্ডা পট্ট ডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥”

তদবধি রামনন্দ পট্ট ডোরী নির্ম্মান করিয়া রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সঙ্গে নীলাচলে গমন করিতেন। বসু রামানন্দের বহুপদ দেখাযায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে বসু রামানন্দ, দীনরামানন্দ, রামনন্দ দাস ও রামানন্দ ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়॥

রতিপতি ঠাকুর—শ্রীরতিপতি ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর ও পদকর্ত্তা রামগোপাল দাসের দীক্ষা গুরু।

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—৩য় কোরক—

“জয় জয় শ্রীমুকুদাস শ্রীনরহরি। শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি। ত্রিভুবনে যার অংশে তুলনাদিতে নাঞি॥
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদন মোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুন ধাম॥
তার বংশে মোর ইষ্টঠাকুর শ্রীরতিকান্ত। রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা পরম নিতান্ত॥”

শ্রীখণ্ড নিবাসী নারায়ন দাসের পুত্র মুকুন্দ ও নরহরি ঠাকুর। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাইর পুত্র বংশী ও মদন। মদনের পুত্র রতিপতি ঠাকুর। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁহার অবদান রহিয়াছে। শ্রীরাম গোপাল দাসকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থে শ্রীরতিপতি ঠাকুরের পদ উল্লেখ রহিয়াছে। আতোহাটে গঙ্গা সমীপে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে রতিপতি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হন।

তথাহি—তত্রৈব—

"সঙ্কীর্ত্তন করি প্রভু গেলা আতোহাটে।
মহাপ্রভুর সান্নিধ্য গঙ্গাদেবীর নিকটে॥
বৃন্দাবন নীলাচল কর্য়েন স্মরণ। রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য আর গদাধর চরণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে। অপ্রকট হেলা প্রভুলোকে এই ঘোষে॥

রাধামোহন ঠাকুর — শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর। পদামৃত সমুদ্র নামক বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন গ্রন্থ প্রবর্ত্তন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরনের বর্ণন যথা—

বন্দে তং জগদানন্দং গুরু চৈতন্য দায়কং।
গীত বেদার্থ বিস্তারে প্রবৃত্তো যৎ কৃপাশয়া॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীল কৃষ্ণাখ্য সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদ পদ সংযুক্তং বন্দেহহং করুনার্ণবঃ॥
আচার্য্য প্রভু বংশাংশ্চ বন্দতে তৎ কুলোদ্ভবঃ।
কোহপি তুষ্টঃ পরিবারাংস্তদেক গতমানসান॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য পুত্র শ্রীগতি গোবিন্দ পুত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। "শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার মালিমাটী গ্রামে ১১০৪ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহন করেন। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার শিষ্য ছিলেন। পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্র নারায়ণ পূর্ব্ব শাক্ত ছিলেন। ইনি তাঁহার সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। বৈদ্যপুর নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, টেঁয়া নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর—এই দুইজন ইহাঁর কৃতবিদ্য ছাত্র। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র নামক ৩০১টি পদের সমবায়ে পদগ্রন্থ ও তাঁহার মহাভাবানুসারিনী

টীকা করেন। পদকল্পতরুতে ১৮২টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ১১২৫ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাব লইয়া যে বিচার হয়, সেই সভায় ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ১১৮৫ সালের চৈত্রী শুক্লা নবমীতে ইনি স্নানান্তে তিলক মাল্যাদি ধারন পূর্ব্বক তুলসী কাননে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে অপ্রকট হন। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় কালিন্দী দাস ও পরান দাস সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঈশ্বরীজীর জীর্ণ কুঞ্জের সংস্কার করিয়া মালিহাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে রাধামোহন প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া বৈশাখের কৃষ্ণ চতুর্থীতে মহোৎসব করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। প্রভূ রাধামোহন নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকটের সাতদিন পরে তদীয় পত্নী ও দেহত্যাগ করেন" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)।

রামগোপাল দাস—শ্রীরাম গোপাল দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী চক্রপানি চৌধুরীর বংশধর। তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রস-কল্পবল্লী গ্রন্থের ১২ কোরকের বর্ণন যথা—

চক্রপানি মহানন্দ দুই মহাশয়। নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥
রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীত করিলা। দুইজনার মস্তকে নিজ চরন ধরিলা॥

° ° ° ° ° °

তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুই খণ্ডকে আইলা।
সরকার ঠাকুর অতি পিরীতি করিলা॥

বৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা দিলেন করিতে। সেই দুই ভ্রাতার সেবা ঘোষয়ে জগতে॥

চক্রপানির চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা করে পরম আনন্দ॥

তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হন শ্যামরায় নাম॥
তাঁর পুত্রের নাম হয়েন মদন রায়। রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা সদাই হিয়ায়॥

গোবিন্দ লীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছেন তেহোঁ বৈষ্ণব পদধূলি॥

তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে রাম গোপাল নাম।"

তথাহি— আত্মপরিচয়ে—

"অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন।
মাতা চন্দ্রাবলীদাসী করিল পালন॥
মাতামহ গৌরাঙ্গ দাস মহাবংশ হয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব আশ্রয়॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে তেহোঁ করেন বাজন। যাতে নৃত্য করেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন॥
খণ্ডের সম্প্রদাবলী নীলাচলে কহেন"

শ্রীখণ্ড নিবাসী রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপানি ও মহানন্দ। চক্রপানির পুত্র নিত্যানন্দ। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম। তাঁর পুত্র শ্যাম রায়। শ্যামরায়ের পুত্র মদন রায় ও রামগোপাল দাস। রামগোপাল শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় মাতা চন্দ্রাবলী তাহাকে বহু কষ্টে পালন করেন। সেজন্য প্রথমে তাহার অধ্যয়ণ সম্ভব হয় নাই। শেষে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গুরু পরিচয় সম্পর্কে চৈতন্য তত্ত্ব সারের বর্ণন—

"শ্রীরতিপতি চরনে যাহার অভিলাষ।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস॥

খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁর পুত্র বংশী ও মদন। মদনের পুত্র রতিপতি ঠাকুর। রামগোপাল রতিপতি ঠাকুর সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস। পিতা পুত্র দুইজনেই পদাবলী সাহিত্যের লেখক।

রামগোপাল দাস গীত ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী, অষ্টরস নিরূপন, বৈষ্ণব ইতিহাস মূলক চৈতন্য তত্ত্বসার, পাট নির্ণয়, নরহরি শাখা নির্ণয়, রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রাজ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যান সাধন করেন।

১৫৯৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্লী আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে দীপযাত্রা দিবসের বুধবারে সম্পূর্ণ করেন এবং কেতুগ্রামে বসিয়া আরম্ভ করতঃ শ্রীখণ্ড গ্রামে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

তথাহি— ১২ কোরকে

"আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। বান অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে॥

সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পুর্ণ। বুধবার দীপযাত্রা হইল পরসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি। পুস্তক হইলে কৈলাঙ দণ্ডবত নতি॥
কেতু গ্রামে ারম্ভ সম্পুর্ণ বৈদ্য খণ্ডে॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় যথা—

"প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় কোরকে কহিল নায়ক লক্ষন॥
তৃতীয় কোরকে কৈল নায়িকা পরিবার। চতুর্থ কোরকে কহিল ভাবে বিচার॥
পঞ্চম কোরকে কৈল নায়িকা বর্ণন। ষষ্ঠ কোরকে বিপ্রলম্ভ দিগ দরশন॥
সপ্তমে কহিল ভাব অনুরাগ অষ্টমে কহিল অষ্ট নায়িকা বিভাগ॥
নবমে কহিল বিরহ ভাব উদ্দীপন। দশমে কহিল সম্ভোগ বিবরন॥
একাদশ কোরকে নানা লীলাকৈল। দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃত জ্ঞানহীন কতিপয় বৈষ্ণবের একান্ত অনুরোধে তিনি অষ্টরস ব্যাখ্যাছলে "রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ" তত্ত্বপ্রচার করেন। ইহা রাগানুগা ভক্তিরসাস্বাদী বৈষ্ণবগনের কণ্ঠমনিহার। রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লীও অষ্টরস নিরূপন গ্রন্থে ব্রজমাধুর্য্য রসের বিন্যাস। চৈতন্যতত্ত্বসারে গৌরাঙ্গ তত্ত্ব, পাট নির্ণয়ে গৌরাঙ্গ পার্ষদগনের আবির্ভাব ভূমি নিরূপন এবং নরহরি শাখা নির্ণয় ও রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থে শ্রীনরহরি ও রঘুনন্দন পার্ষদ বর্গের নাম ও মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থে রাম গোপাল দাস ও গোপাল দাস ভনিতাযুক্ত তাহার পদাবলী দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে "গোপাল দাস" ভনিতা যুক্ত পদাবলী রাম গোপাল দাসের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক গোপাল দাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণব জীবন মতে পদলেখক হিসাবে এক গোপাল দাস পাওয়া যায় তিনি এই পদকর্ত্তা গোপাল দাস কিনা বিচার্য্য।

তথাহি - কর্ণানন্দ—১

"গোপাল দাস প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুনের নাই লেখা॥
বুধুই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া। যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষান গলিয়া॥

ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য। ১৫১২ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামীর উপদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পলতা প্রনয়ন করেন।

রসময় দাস—প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য সেগুলাবাসী বিষ্ণুদাসের বৈষ্ণব বেশের নাম। দ্বিতীয় রসময় রসিকমঙ্গল গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপীজন বল্লভের পিতা, ধারান্দার জমিদার ভীম শীরিকরের কন্যার পুত্র। রসময়, বংশী মাথুর তিন ভাই। এই দুই রসময়ের মধ্যে কেহ পদকর্তা কিনা বলা সুকঠিন।

রসিকানন্দ—রসিকানন্দ প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য। উৎকলে প্রভু শ্যামানন্দের প্রেম প্রচার কার্য্যে রসিকানন্দ দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রূপে রাউনি নগরে ১৫১২ শকাব্দের শুক্লা প্রতিপদ রবিবার রসিকানন্দ আবির্ভূত হন। তথাহি—রসিক মঙ্গলে—৪র্থ লহরী।

"হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন। শকাব্দ পনরশ বার আছয়ে প্রমান॥
কৃষ্ণ অমাবস্যা তুল আঠার দিবসে। অমাবস্যা ক্ষয়, প্রতিপদ পরবেশে॥
শুক্লা প্রতিপদ রবিবার শুভক্ষণে। তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি ঘোর তমে॥"

গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া যখন শ্যামানন্দ গৌড়দেশে আসেন সেই সময় উৎকলে প্রেম প্রচারে গমন করতঃ প্রথমেই ঘণ্টশিলা (বর্ত্তমান ঘাটশিলা) নামক স্থানে অষ্টাদশ বর্ষিয় রসিকানন্দকে দীক্ষা প্রদান করেন। রসিকানন্দ শ্যামানন্দ প্রভুর আদেশে প্রেম প্রচারে বিংশতি বৎসর বয়সে ধারেন্দার পরাক্রান্ত জমিদার ভীম শীরিকরকে প্রেমদান করেন। তারপর রসিকানন্দ প্রভু শ্যামানন্দের সঙ্গে বিচরণ করিয়া উৎকলে বহু পণ্ডিত পাষণ্ডকে উদ্ধার করেন। রসিকানন্দের গুরুভক্তি ও প্রেম নিষ্ঠার তুলনা হয় না। গোপীবল্লভ পুরে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট কার্য্য তাহার প্রেমলীলা বৈচিত্রের নিদর্শন। প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীপাট গোপীবল্লভ পুরের সেবা রসিকানন্দকে প্রদান করেন। রাসকানন্দ বাষট্টি বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান করেন। রসিকানন্দের পত্নীর নাম শ্যামদাসী ঠাকুরাণী। তিন পুত্র রাধানন্দ কৃষ্ণগতি ও রাধাকৃষ্ণ। দুই কন্যা দেবকী ও বৃন্দাবতী। রসিকানন্দ অন্তর্দ্ধান কালে গোপীবল্লভ পুরের সেবা রাধানন্দ ঠাকুরের হস্তে অর্পন করেন। রসিকানন্দ প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা মূলক "শ্যামানন্দ শতক" নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় শ্যামানন্দ প্রভুর সূচক রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'রসিকানন্দ' ভণিতা যুক্ত কয়েকটি পদ দেখা যায়।

রসিক দাস—রসিক দাসের পরিচয় সম্পর্কে সর্ববতত্ত্বসার গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"শ্রীমুকুন্দ মথুরা দাস তুই পদ আশ।　সর্ব্বরসতত্ত্বসার কহেন রসিক দাস॥

শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীলকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীমথুরা দাস শ্রীমুকুন্দ দাসের শিষ্য। রসিক দাস শ্রীমথুরা দাসের শিষ্য বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে রসিক দাস ভনিতার পদ দেখা যায়।

রাধা দাস— পদকর্ত্তা রাধাদাস সম্ভবতঃ প্রভু রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানন্দ দেব। তথাহি—রসিক মঙ্গলে—১ম লহরী—

"রাধানন্দ ঠাকুর বন্দো রসিকের সুত।　শ্যামানন্দ প্রিয় শিষ্য সর্ব্বগুন যুত॥
কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে মুগধ অন্তর।　নয়নের ধারাতে সর্ব্বাঙ্গ জরজর॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পরিপূর্ণ অতি সুপাণ্ডিত।　সঙ্গীতেতে বিশারদ জগত বিদিত॥"

প্রভু রসিকানন্দ অন্তর্দ্ধানকালে গোপীবল্লভ পুরের সেবা রাধানন্দকে অর্পন করিয়া যান। রাধানন্দ শ্রীগীত গোবিন্দের অনুকরনে "শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য" রচনা করেন। ইহার তুই পুত্র—নয়নানন্দ ও রাসানন্দ। রাধানন্দ বহু পদাবলী রচনা করেন। রাধাদাস ভনিতা যুক্ত পদাবলী তাহার রচিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীপীতাম্বর দাস কৃত শ্রীরসমঞ্জরী গ্রন্থে 'প্রোষিত ভর্ত্তৃকা' প্রসঙ্গে 'রাধাদাস' ভনিতা যুক্ত একটি পদ দৃষ্ট হয়।

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীরাধাবল্লভ দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল। মাতার নাম শ্যামাপ্রিয়া। ভ্রাতার নাম কামদেব ও গোপাল। তথাহি—প্রেমবিলাস—২০ বিলাস।—

"সুধাকর মণ্ডল শ্যামপ্রিয়া পত্নীসহ।　শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহে কৈল অনুগ্রহ॥
তার পুত্র রাধাবল্লভ কামদেব গোপাল। আচার্য্যের শাখা হয় পরম দয়াল॥

কাঞ্চন গড়িয়ায় ইঁহার শ্রীপাট। ইনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকৃত "বিলাপ কুসুমাঞ্জলী" পদ্যানুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত বড় গোস্বামী পাদগনের সূচক রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে রূপ সনাতন শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমা মূলক ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

রাধামুকুন্দ দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত রহিয়াছে যে, শ্রীরাধামুকুন্দ দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য পদকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশধর। তিনি "মুকুন্দানন্দ" নামক গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। পদামৃত সমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত ও পদকল্পতরু মত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ পূর্ব্ব ও

উত্তর বিভাগে ও ষোড়শ স্তবকে গুম্ফিত। পদ ৬৫৯টি, স্বরচিত পদ সংখ্যা ১৫টি, সিউড়ীরতন লাইব্রেরীতে পুঁথী আছে।"

"শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমনিকা। ভক্তরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা॥
পূর্ব্বোত্তর ভাগবত গ্রন্থের বর্ণন। কৃপা করি শুধিবেন রাধাকৃষ্ণ জন॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ রাধামুকুন্দ পদ দাতা। পূর্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তি কল্পলতা॥
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা পুষ্পচয়। ষট্ শত নব পঞ্চাশৎ পদফল প্রেমময়॥
সুভক্ত কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়। অভক্ত কু-কাক বিষ বিষয় ভুঞ্জয়॥"

রাম—পদকল্পতরু ও অষ্টরস ব্যাখ্যা গ্রন্থে রাম ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়। পদকর্ত্তা রাম গৌরাঙ্গ পার্ষদ বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাসের পুত্র। গৌরাঙ্গ আদেশে বংশীবদন রামাই পণ্ডিত রূপে ১৪৫৬ শকাব্দে প্রকট হন। বাঘ্না পাড়ায় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সেবা স্থাপন করেন। কৈশোরে জাহ্নবা কর্ত্তৃক খড়দহে আসিয়া অবস্থান করেন। জাহ্নবা সহ বৃন্দাবনে গিয়া প্রস্কন্দন তীর্থে স্নানকালে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া গৌড়দেশে আনয়ণ করতঃ বাঘ্নাপাড়ায় স্থাপন করেন। কতদিনে ভ্রাতা শচীনন্দনের হস্তে সেবা অর্পন করতঃ ১৫০৫ শকাব্দে অপ্রকট হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ বিষয়ক বর্ণন—

তথাহি—বংশীশিক্ষা—

শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পন। তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্য নন্দন॥
কড়চানঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা নাম। পাষণ্ডদলন আর অতি অনুপাম॥

ইহা ব্যাতীত 'চৈতন্য গণোদ্দেশ' নামক একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

রামকান্ত ঠাকুর নরোত্তমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকান্ত কিনা বিচার্য্য।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস

শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকান্ত। তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত॥

রামকান্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য। অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। বৈষ্ণব সঙ্গীতে উঁহার অমূল্য অবদান। তিনি গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র তেলিয়া বুধরি গ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব। তিনি দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক ও কবি

ছিলেন। তাঁহার মাতামহ শ্রীখণ্ডবাসী দামোদর কবিরাজ। মাতার নাম সুনন্দা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বীয় ভবনের পশ্চিমে সরোবর তীরে সপার্ষদে উপবীষ্ট আছেন। রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে দোলা আরোহনে ফিরিতেছেন। ক্ষনকাল সরোবরের অপর পারে উপবীষ্ট হইলেন। আচার্য্য তাঁহার কন্দর্প মোহন রূপ মাধুরী দেখিয়া তাঁহার উপলক্ষ্যে বহু উপদেশ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবন করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে দিব্যভাবের উদ্দীপন হইল। রামচন্দ্র গৃহে গমন পুর্ব্বক সেই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করতঃ পদব্রজে হাঁটিয়া পঞ্চম দিবসে যাজিগ্রামে আচার্য্য সমীপে উপনীত হইলেন। এবং আত্ম নিবেদন করিয়া তাঁহার চরনাশ্রয় করিলেন। তারপর আচার্য্য সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিযোগ করিলেন। কতদিন বুধরিগ্রামে ঠাকুর নরোত্তমের সহিত মিলন ঘটায় দোঁহাকার মধ্যে এক অপ্রাকৃত প্রেমের উদ্ভবহইল। তারপর খেতুরীর মহোৎসব সমাপন করিয়া খেতুরী গ্রামে অভিন্নতনুঠাকুর নরোত্তমের সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেবল কার্ত্তিকী নিয়মে নরোত্তমসহ আচার্য্য প্রভুর দর্শনে যাজিগ্রামে আগমন করিতেন। নরোত্তমের সঙ্গবিহীন হইয়া তিনি একমুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না। রামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে নরোত্তম যে কতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা তাহা তিমি গীতছলে জগতকে জানাইয়া ছিলেন।

তথাহি—প্রার্থনা।

"রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।"

শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে গিয়া ফিরিতে বিলম্ব করায় রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। সে সময় বৃন্দাবনবাসীগন তাহাকে 'কবিরাজ' আখ্যা প্রদান করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে—

"পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি। শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবন বাসী॥
সবে তাঁর কৃতকাব্য শুনি তাঁর মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে॥"

কতদিনে রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন গমন পূর্ব্বক অপ্রকট হন। রামচন্দ্রের কবিত্ব গীত বৈষ্ণব জগতের অমূল্য সম্পদ। পদকল্পতরু গ্রন্থে রামচন্দ্র ভনিতা

যুক্ত পদাবলী দৃষ্ট হন। তিনি গীতাকারে স্মরণ দর্পন নামে একটি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ বিরচিত 'স্মরণ দর্পন' নামক একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

রামানন্দ রায়— শ্রীরামানন্দ রায় ক্ষেত্ররাজের অমাত্য। ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ দেবের অন্তরঙ্গ সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের মধ্যে রামানন্দ রায় অন্যতম। রামানন্দ রায় ভবানন্দ রায়ের পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ, কলানিধি ও সুধানিধি রামানন্দের চারিজন ভ্রাতা। ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্যদ ও রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী। রায় রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথের বংশধর গণ পরবর্ত্তীকালে বাংলাদেশে বাস করেন। তৎবংশধর মনোহর দাস দীনমনি চন্দ্রোদয়ে এ সম্পর্কে বর্ণন করিয়াছেন। বানীনাথের দুই পুত্র গোকুলানন্দ হরিহর। হরিহরের পুত্র গোবিন্দানন্দ তৎপুত্র নিত্যানন্দ ও মনোহর বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন।

রামানন্দের গুরু সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস কৃত ভজন নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন যথা —
"মাধব পুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরী তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম অধিকারী।"
গোদাবরী তীরে সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম মিলন ঘটে। মহাপ্রভু দক্ষিন হইতে ফিরিলে রামানন্দ রাজ আজ্ঞা লইয়া ক্ষেত্রে আগমন করতঃ গৌর সহ ব্রজমাধুর্য্য রস আস্বাদনে অতিবাহিত করেন। রাজা পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান পূর্ব্বক গৌর প্রেম সেবায় তাহাকে নিয়োজিত করিলেন। রাধাভাবে ভাবিত প্রভুকে রামানন্দ কৃষ্ণ কথা বর্ননে সান্ত্বনা করিতেন। নিজে নাটক রচনা করিয়া দেবদাসীগনকে নৃত্যগীত ভাব মাধুর্য্যাদি শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে কীর্ত্তন করাইতেন।

তথাহি— শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত ৫ পার ঃ—

"দুই দেব কন্যা হয় পরমা সুন্দরী। নৃত্যগীতে সুনিপুনা বয়সে কিশোরী।
তাহা দোঁহে লয়া যায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তণে।"
সংস্কৃত ভাষায় শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক রচনা তাঁহার অলৌকীক কীর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে রায় রামানন্দ কৃত পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে রায় রামানন্দ ও রামরায় কৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু 'রায়' ভনিতা যুক্ত বহু পদ পাওয়া যায়। পদগুলি রামানন্দ রায় কিংবা অন্য কাহারো বলা সুকঠিন।

ল

লোচন দাস ঠাকুর—লোচন দাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য। লোচন দাসের মহিমা বিষয়ে শ্রীখণ্ড নিবাসী রামগোপাল দাসের বিরচিত শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"আর এক শাখা বৈদ্য লোচন দাস নাম।
পূর্ব্বে লোচনা সখী যা'র অভিমান॥
শ্রীচৈতন্য লীলা যেহ করিলা বর্ণন। গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন॥
তার সেবকের কথা অকথ্য কথন। মৃতক শরীরে সেবক পাইয়া জীবন॥
যমদূত আনি তেঁহো সাক্ষী বোলাইলা।
লোক বিখ্যাত যমের যাতনা এড়াইলা॥"

লোচন দাস ঠাকুরের আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের শেষ খণ্ডের বর্ণন—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা মোর পুন্যবতী সদানন্দী নাম। যাহার উদরে জন্মি করি হরিনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাহার প্রসাদে কহি গৌরগুন গাঁথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। নানা তীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে একমাত্র পুত্র। সহোদর নাহি নাহি মাতামহের সূত্র॥
যথা তথা যাই সে তুল্লিল করে মোরে। তুল্লিল লাগিয়া কেহো পড়াবারে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর। ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরণে মুই করোঁ নমস্কার। চৈতন্য চরিত্র লিখি প্রসাদে যাহার॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কহিল। নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥

বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতার নাম কমলাকর দাস। মাতার নাম সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয় দাসী। মাতৃকুল পিতৃকুল একই গ্রামে ছিল। মাতৃকুল ও পিতৃকুলের একমাত্র সন্তান হওয়ায় খুবই আতুরে হন। অতিরিক্ত আতুরে হওয়ায় পড়াশুনায় বিশেষ মন ছিল না। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত শাসন করিয়া তাহাকে অধ্যাপনা করান। বড় হইয়া খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য হন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বর্ণনে উদ্বুদ্ধ হন। পাঁচালী প্রবন্ধে গৌরাঙ্গ লীলা রচনা

করিয়া জগতের অশেষ কল্যান সাধন করেন। লোচন দাস ঠাকুর মুরারীর গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে সঙ্গীতাকারে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বর্ণনে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ভিন্ন প্রর্থনা, দুর্ল্লভসার, লোচন দাসের ধামালী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

লক্ষ্মীকান্ত দাস—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ও শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌর গোপীনাথ দেবের পুজারী ছিলেন।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে

"লক্ষ্মীকান্ত নাম শাখা ঠাকুর পুজারী। তাহার বিখ্যাত কথা আছে দুইচারি॥

পদকল্পতরু আদি গ্রন্থের তাহার লিখিত পদ দেখা যায়।

শ

শেখর রায়—শ্রীশেখর রায় শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরঘু নন্দন ঠাকুরের শিষ্য

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে

"আর এক শাখা হয় কবি শেখর রায়। যাঁরগ্রন্থ পদ অনেক বিদিত ধরায়॥

বাংলা ভাষায় শেখর রায় বহু পদ রচনা করেন। অষ্ট কালীন দণ্ডাত্মিকা নামক গ্রন্থে সঙ্গীতের মাধ্যমে অষ্টকালীন লীলা বর্ণনা করেন। পদকল্পতরু, রাধাকৃষ্ণ রস কল্পবল্লী গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে। কবি শেখর, শেখর, রায় শেখর, নৃপকবি শেখর, দুখীয়া শেখর, শেখর রায়, পাপীয়া, শেখর রায় ভনিতা যুক্তপদ দেখাযায়। শুধু রায় ভনিতা যুক্ত দ্বিজ মাধব কৃত পদমেরু গ্রন্থে কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এই রায় শেখর রায় কিনা বিচার্য্য।

শেখর রায় গোপাল চরিত মহাকাব্য, গোপালের কীর্ত্তন অমৃত ও গোপীনাথ বিজয় নাটক লিখিয়াছেন। তাহার লিখিত গোপাল বিজয় গ্রন্থে তাহার আত্ম পরিচয় বিষয়ক বর্ণন—

"আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরানের অতিরেক লেখিব অপার॥
অবিচারে আপতি না দেহ দোষ ভারে। স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমারে॥
তবে মহাকাব্য কৈল গোপাল চরিত। তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তন অমৃত॥
গোপীনাথ বিজয় নাটক কৈল আর। তমু গোপবেশে মন না পুরে আমার॥

তবে সে পাঁচালী করি গোপাল বিজয়। বৈষ্ণব চরন রেনু করিয়া হৃদয়॥
সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন॥ শ্রীকবি শেখর বুলি বোলে সর্ব্বজন॥
বাপ চতুর্ভুজ নাম মাতা হীরাবতী। কৃষ্ণ যার প্রানধন কুল শীল জাতি॥

শচীনন্দন—শ্রীশচীনন্দন নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ পদকর্ত্তা বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাসের কনিষ্ঠ পুত্র। রামাই পণ্ডিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামাইর কৈশোর বয়সকালে শচীনন্দনের জন্ম হয়।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪ উল্লাস।

"কৈশোর বয়েস যবে গোসাঁই রামাই।
শ্রীশচীনন্দন নামে হৈল এক ভাই॥
সাক্ষাৎ শচীনন্দন শ্রীশচীনন্দন। অদ্যাপি মহিমা যার গায় সাধুগন॥

রামাই বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীরামকানাই বিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়া ভ্রাতা শচীনন্দনকে তিন পুত্র সহ নবদ্বীপ হইতে বাঘ্নাপাড়ায় আনয়ন করেন এবং উক্ত সেবা পরিচালন ভার তাহার উপর সমর্পন করেন। শচীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। শচীনন্দনের তিন পুত্র। রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব। এই তিনজন কৃত গ্রন্থের সন্দর্ভ দেখিয়া শচীনন্দন "গৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস।—

"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা বংশী বিলাস। বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকার॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল। শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল॥
তিনপুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া। গৌরাঙ্গ বিজয় শচীবনে হৃষ্ট হৈয়া॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে শচীনন্দন নামে কতিপয় পদ দৃষ্ট হয়।

শঙ্কর দাস—শঙ্কর দাস ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য।

তথাহি নরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস। গৌর গুনগানে যেঁহ পরম উল্লাস॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে "শঙ্কর দাস" ভনিতা যুক্ত তিনটি পদ রহিয়াছে। একটি গৌর বিষয়ক, অন্য দুইটি মাথুর।

শঙ্কর ঘোষ—শ্রীশঙ্কর ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। তিনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে ডুমুর বাদন করিতেন। পূর্ব্ব অবতারে বৃন্দাবন সুধাকর নামক শ্রীকৃষ্ণের মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। ক্ষণদাগীত চিন্তামনি গ্রন্থে ২৪।১ শ্রীশঙ্কর ঘোষ ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

শশিশেখর—শশিশেখর পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা এতদ্বিষয়ে পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুরের বিরচিত পদ যথা।—

"শ্রীশশিশেখর জয় জয়। চন্দ্রশেখর অনুজ জয় পরম করুণাময়॥
রসময় সঙ্গীত মনোহর সুবচন অনুপাম ভাব নিদান।
সুকবি সুগায়ক কোকিল-সুস্বর মধুর বিনোদ তালমান॥
কতেক যতনে মঝু শিক্ষা সমাপিলা হাম অবোধ বোধহীন।
কহ বিশ্বম্ভর প্রনতি পুরঃসর চরনে শরণাগত দীন॥"

শশিশেখর কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীরমনের বংশে জন্ম গ্রহন করেন। ইহার পিতার নাম শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, শশিশেখর "গোপাল বিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে শশিশেখরকৃত পদ দৃষ্ট হয়।

শ্যামদাস—অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। রাঢ় দেশবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে বিদ্যার্থী হইয়া কাশীধামে শিব আরাধনা করেন। শিব তাঁহার সাধনে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন "সরস্বতী" সর্ব্বদা তোমার জিহ্বায় বিরাজ করিবেন। তারপর শ্যামদাস বিজয় করিতে করিতে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত সমীপে পরাভূত হন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। সেই সময় আচার্য্যের মহিমা মূলক অষ্টক রচনা করিয়া স্তব করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্যামদাস ভণিতায় অদ্বৈত প্রভুর মহিমা মূলক পদ পাওয়া যায়। যথা—

ঐছন পরম দয়াময় পহু মোর সীতাপতি আচার্য্য।
কহ শ্যামদাস আশ পদ পঙ্কজ অনুক্ষণ হউ শিরোধার্য্য॥"

ছোট শ্যামদাস নামে অদ্বৈতের আর একশিষ্য ছিল। অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী তাহাকে পুত্র রূপে সমীপে রাখিতেন। তাহার কোকিল কণ্ঠ ও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। শ্যামদাস ভণিতার পদটি কাহার বিচার্য্য।

শ্যামানন্দ—শ্যামানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে ধারেন্দা বাহাদুর পুরে সদ্গোপকুলে জন্ম গ্রহন করেন। ইহার নাম দুখিনী কৃষ্ণদাস ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ "শ্যামানন্দ রাখেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। মাতার নাম দুরিকা।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল। মাতা দুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল॥
সদেগাপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত। ধারেন্দা বাহাদুর পুরে পূর্বেস্থিত॥

• • • • • •

পুত্র কন্যাগত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ।
পিতা মাতা দুঃখ সহ পালন করিল। সেই হেতু দুখী নাম প্রথম হইল॥"

শ্যামানন্দ গঙ্গাস্নান যাত্রীসঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া কালনায় উপনীত হন। তথায় গৌরী দাসের প্রানধন শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দর্শন করিয়া হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের চরনাশ্রয় করতঃ তথায় অবস্থান করেন। হৃদয় চৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। হৃদয় চৈতন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখায় তদবধি দুঃখী কৃষ্ণদাস নমে খ্যাত হন। কতদিন তথায় অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ভজন শিক্ষা করেন। একদা শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে শ্রীমতীর চরণের নুপুর প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী রাধিকার দর্শন লাভ করিয়া সেই নুপুর ললাটে স্পর্শিত হওয়ায় কপালে তদবধি নুপুর তিলক বিরাজ করিল। তাই অদ্যাপি শ্যামানন্দের শিষ্য পরম্পরায় নুপুরাকৃতি তিলক ধারন করেন। সেইকালে শ্রীজীব গোস্বামী তাহার শ্যামানন্দ নাম রাখেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে ৬ তরঙ্গে—

"রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥"

কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করার পর শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে শ্রীনিবাস নরোত্তম সমভিব্যবহারে গোস্বামী গ্রন্থাবলী লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থাবলী অপহৃত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে উৎকলে প্রেম প্রচারে প্রেরন করেন। তিনি কালনা হইয়া উৎকলে গমন করতঃ

ঘণ্টশিলা বর্ত্তমান ঘাটশিলায় অবস্থানকারী রাজা অচ্যুতের পুত্র রসিকানন্দকে সর্ব্বাগ্রে শিষ্য করেন। তারপর রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিপুলভাবে উৎকলে প্রেম প্রচার করেন। তিনি ভক্তদের অনুরোধে জগন্নাথ বিপ্রের কন্যা শ্যামপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া ধারেন্দায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। কিছুদিন নৃসিংহপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। রসিক মঙ্গলে শ্যামানন্দের তিন পত্নী দেখা যায়।

রসিকমঙ্গলে—১ম লহরী।

"তবে গুরু পত্নীবন্দো তিন ঠাকুরানী। যাদের কৃপায় কৃষ্ণ প্রেমভক্তি জানি॥
বাইশ বৎসর প্রেম প্রচারের পর নৃসিংহপুরবাসী শিষ্য উদ্দণ্ডরায়ের ভবনে ১৫৫২ শকে প্রভু শ্যামানন্দ অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি—রসিকমঙ্গলে পশ্চিম বিভাগে ১৩ লহরী।

পনরশ বায়ান্ন শকাব্দ সে প্রমান। কৃষ্ণের সান্নিধে প্রভু করিল প্রয়াণ॥
দেবস্নান যাত্রা পুর্নিমার শেষে। কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি আষাড় প্রবেশে॥
হেনই সময়ে প্রভু কৈল, অন্তর্দ্ধান।"

শ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীবিগ্রহের নাম শ্যামরায়। প্রেমপ্রচার কালে শ্যামরায়কে লইয়া বহু মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন।
তাহার সময় বহু মুসলমান তাহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছিল। পদাবলী সহিত্যে প্রভু শ্যামানন্দের অবদান কমনহে। প্রভুশ্যামানন্দ যে সুরের প্রবর্ত্তন করেন। তাহার নাম রেনেটী। ইহা রানীহাটী পরগনায় প্রকটিত হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে "শ্যামানন্দ" ভনিতা যুক্ত পদ দৃষ্ট হয়।

শিবাই দাস—শিবাই দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। তবে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় এক শিবাইর নাম পাওয়া যায়। তিনি কিনা বিচার্য্য "শিবাই নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ। পদকল্পরু গ্রন্থে শিবাই দাস ভনিতা যুক্ত পদটি গদাধর পণ্ডিত মহিমা মূলক। ফলে গদাধর পণ্ডিত শিষ্য হইতে পারেন শিবাই শিবানন্দ এককিনা বিচার্য্য।

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীল গদাধর পণ্ডির শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের শিষ্য।

তথাহি শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ

"আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্যে উৎসাহ দান কারী বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগন মধ্যে শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী একজন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের দ্বাদশ কোরকে শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে পদ দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে "শিবানন্দ, শিবানন্দ দাস ভনিতা যুক্ত পদ দৃষ্ট হয়।

শিবরাম দাস—শিবরাম দাস ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস

"জয় শিবরাম দাস পরম উদার। গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাহার॥"

শিবরাম দাসের বহু পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে ও বহু পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীদাম দাস—বৃহৎভক্তিতত্ত্ব সারে শ্রীদাম দাসের ভনিতা যুক্তপদ দেখাযায়। তার তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত।

স

সদানন্দ দাস—সদানন্দ দাস এক জন পদকর্ত্তা পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

সর্ব্বানন্দ— একজন পদকর্ত্তা ঠাকুর জগদানন্দের ভ্রাতা। ইনি শ্রীভাগবতের টীকা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। নিবাস—দক্ষিন খণ্ডে, মতান্তরে কিন্তু জোফসাই গ্রমে। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন)

সনাতন দাস ক্ষনদাগীত চিন্তামনি ও পদ কল্পতরু গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'সনাতন' ভনিতা যুক্ত কয়েকটিপদের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার স্থানান্তরে বাংলা ভাষায় লিখিত পদ দেখা যায়। এখন বিচার্য্য দুই সনাতন এককিনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পদগুলি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বিরচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা স্তবের অন্তর্ভুক্ত কিনা বিবেচ্য।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (বংশ বিবরণ শ্রীরূপ গোস্বামী দ্রষ্টব্য) ১৫১৫ খৃঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশে আগমন করিয়া রামকেলিতে উপনীত হইলে সনাতন ভ্রাতা শ্রীরূপ সহ প্রভুর সহিত মিলিত হন। তাহার কিছুদিন পরে ভ্রাতা রূপ গৃহত্যাগ করিলে সনাতন অসুস্থের ভান করিয়া রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহন করিলেন। রাজা তাহাকে ছাড়িবেন না। শেষে প্রকারান্তরে রাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া কাশীতে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তারপর প্রভুর আদেশে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-গন সব মিলিত হইয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি বৃহদ ভাগবতামৃত, বৈষ্ণব তোষনী, শ্রীকৃষ্ণলীলা স্তব বা দশম চরিত, শ্রীহরিভক্তি বিলাস টীকা, এবং লঘু হরিনামৃত ব্যাকরন রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে, সংস্কৃত ভাষার পদ পাওয়া যায়। "জয় জয় শ্রীগুরু" পদটি সনাতন ভনিতা থাকায় দ্বিতীয় কোন সনাতন আছে কিনা বিচার্য্য।

সুন্দর দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য পুত্র গতি গোবিন্দের পুত্র কিনা বিচার্য্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২ নির্য্যাস

ঐ গতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তথায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়।
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিনভক্ত স্থর।

সালবেগ—একজন মুসলমান কবি। পদকল্পতরুতে ইহার তিনটি পদ সমাহিত হইয়াছে। দ্বিপ্রোম দাস কবিকৃত 'দার্ঢ্যতা ভক্তিতে (২০৯। ২১৯ পৃঃ) উৎকল ভাষায় ইহার জীবনী বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, পতিত পাবনাষ্ট কটি ইহার রচনা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)

সৈয়দ মরতুজা সৈয়দ মরতুজা জনৈক মুসলমান ফকির। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইনি মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর বালিয়া ঘাটায় জন্ম গ্রহন করেন। ইনি মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থা সম্পন্ন এবং তান্ত্রিক সাধনায় নিরত ছিলেন। বৈ. ব দাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইহাঁর পদস্থান পাইয়াছে। ইহার রচনা সরল, ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারের ঘটাশূন্য। জঙ্গীপুরের প্রান্তে "সূতী" নামক স্থানে ইহাঁর সমাধি আছে। (বৈষ্ণব জীবন)

সরস মাধুরীজি—শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা "শ্রীসরস মাধুরীজী" "সরস সাগর" নামক গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ার। জয়পুর, রাজপুতনার স্থানে স্থানে বর্ত্তমান॥ ইহাদের উপাসনা মাধুর্য্য ভাবেই। ইহাঁদের নামধুনী ॥ মহানাম ॥—
"শ্রীকুঞ্জবিহারী শ্রীশুকদেব। শ্যামচরন দাস জৈ শ্রীগুরুদেব॥"
ইনি মহাপ্রভু বিষয়ক বহু পদ রচনা করেন সরস সাগরের তৃতীয় ভাগে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই" শীর্ষক প্রবন্ধে ৫৫টি পদ রহিয়াছে।

সুরদাস মদনমোহনজী-সূরদাস মদনমোহনজি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর শিষ্য। তিনি হিন্দীভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম "সূরধ্বজ" তিনি আকবরের রাজত্ব কালে 'সণ্ডীল' নামক স্থানের সুবেদার ছিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষন শ্রীমদন মোহনের প্রেমরসে মত্ত থাকিতেন। সণ্ডীলের উৎকৃষ্টগুড় দেখিয়া ভাবিলেন। ইহার দ্বারা মালপোয়া করিয়া দিলে মদনমোহন সুখী হইবেন। তাই বিশগুন ভাড়া বহম করিয়া সণ্ডীল হইতে গো গাড়ীরতে বৃন্দাবনে গুড় পাঠাইলেন। যখন গুড় বৃন্দাবনে পৌছিল তখন মদন মোহনের শয়ন হইয়া গিয়াছে। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু মদন মোহন পুজারীকে স্বপ্ন দিয়া সেই রাত্রেই মালপুয়া প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন এবং সুরদাসের নিকট একপাত্র প্রসাদ ও পৌঁছাইযা ছিলেন। আকবর বাদশাহের তহবিল হইতে ইনি ১৩ লক্ষ টাকা সাধু সজ্জনকে বণ্টন করিয়া সিন্ধুকে পাথর পুরিয়া বৃন্দাবনে আগমন করতঃ সনাতন গোস্বামীর চরনাশ্রয় করেন। তিনি মদন মোহনের সেবা করিতে কারতে যে রসাস্বাদন করিতেন, তাহাই অবসর মত গ্রন্থন—করিতেন এবং সেই বানীই এই পদাবলী রূপে প্রকট হইয়াছে। তিনি—ক্রমশঃ লালজুকে বধাই, শ্রীজুকে বধাই, পালঙ্ক ঝুলান, প্রভাতী, মুরলী, অনুরাগ, রাস, খণ্ডিতা, কুঞ্জবিহারী বসন্ত, ফুলদোল, চন্দন যাত্রা ও হিন্দোল প্রভৃতি বিষয়ে পদাবলী রচনা করেন।

স্বরূপ দাস—স্বরূপদাস একজন পদকর্ত্তা।—তাঁহার পরিচয় বিষয়ে নরোত্তম বিলাস গ্রন্থের ১২ বিলাসের বর্ণন—
"স্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিস্তু সর্বমতে। শ্রীগবিন্দ সেবা বাস হুসেনপুরেতে।"
ইহার আদি নাম রামরাম সন্যাল। বারেন্দ্র শ্রেনীর ব্রাহ্মন। ঠাকুর

নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য। (২) নিত্যানন্দ প্রভুর অষ্টম অধস্তন। ললিত মাধব নাটকের পয়ারাদি ছন্দে ১৭০৯ শকে প্রেমকদম্ব নামে অনুবাদ করেন।

সঙ্কর্ষন—ইহার নাম জন্মেঞ্জয় মিত্র। তিনি সঙ্গীত—রসার্ণব গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কলকাতার পূর্ব্ব উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত শুড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মিত্র বংশে জন্মগ্রহন করেন। পিতাম্বর মিত্র পুত্র বৃন্দাবন মিত্রের পুত্র জন্মেঞ্জয় মিত্র। পুত্র রাজা রাজেন্দ্র মিত্র। জন্মেঞ্জয় মিত্র সঙ্কর্ষন ভনিতা যুক্ত পদ রচনা করেন। পরে সঙ্গীত রসার্ণব নামদিয়া স্বরচিত পদাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

সঙ্গীত রসার্ণবের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয় যথা—

রসিক ভক্ত সমীপে করি নিবেদন। ০ ০ ০ ০ ০ ০

ভূধর শ্রীহলধর প্রসাদে বর্ণন। কলিকাতা শুড়াগ্রামে হোল সম্পূরন।

হরিবল্লভ—হরিবল্লভ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নামন্তর। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় দেবগ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। রামভদ্র, রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ তিনভাই। বিশ্বনাথের গুরু পরিচয় যথা-ঠাকুর নরোত্তম গঙ্গানারায়ন চক্রবর্ত্তী—কৃষ্ণচরন - রামচরন—বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের জন্মকালে জন্মঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির প্রকাশ ঘটিয়া ক্ষনমধ্যে অন্তর্দ্ধান ঘটে। তাহাতে সকলেই বিস্মিত হন। বাল্যে অধ্যয়ন কালে দেব গ্রামে এক দিগ্বিজয়ী আগমন করিলে বিশ্বনাথ অনায়াসে তাহাকে জয় করেন। কতদিনে পিতামাতা তাহাকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু সংসারে প্রবল বৈরাগ্য দেখাদিল। তিনি ভাগবত অধ্যয়ন শেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। রাধাকুণ্ডে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের সান্নিধ্য লাভ করেন। কতক কাল রাধাকুণ্ডে অবস্থানের পর শ্রীগুরু দেবের আদেশে গৌড়দেশে আগমন করতঃ সৈদাবাদে শ্রীগুরু সমীপে উপনীত হন। তারপর শ্রীগুরু আদেশে স্বীয় ভার্য্যার সহিত এক রাত্র যাপন করিলেন। কিন্তু সারারাত্রি পত্নীকে ভাগবত রসামৃত পান করাইয়া পরদিবস প্রত্যুষে শ্রীগুরু সমীপে গমন করেন। কতক কাল শ্রীগুরু সেবায় অতিবাহিত করেন। গুরু রামচরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্যের জিতেন্দ্রিয়তাও ভক্তি নিষ্ঠায় অত্যন্ত

সুখী হইলেন। বিশ্বনাথ গুরুস্থানে অবস্থান কালে শ্রীগুরুদেবকে ভাগবত গ্রন্থখানি লিখিয়া অর্পন করেন একদা গ্রন্থসমাপ্তি দিনে এক সরোবর তীরে বসিয়া গ্রন্থ লিখন কালে তিনি ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই সময় প্রচণ্ড বর্ষন শুরু হইল। কিন্তু বিশ্বনাথের গ্রন্থ লিখনের কোন বিঘ্ন হইল না। সরোবরের অপর পারে গ্রামের জমিদার সেই দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হন। গ্রন্থ সমাপনন্তে শ্রীগুরুহস্তে অর্পন করতঃ আদেশ লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তারপর রাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বহু গ্রন্থ প্রনয়ন করেন।

তথাহি—নরোত্তম বিলাসে গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে—

"করিলেন বাস রাধাকুণ্ড সমীপেতে। বর্নিলেন বহুগ্রন্থ ব্যাপিল জগতে ॥
কৈল ভাগবতের টিপ্পনী মনোহর। শ্রীগীতার টিপ্পনী নাহিক যারপর ॥
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পুর টীকাতে। প্রকাশিলা যে চাতুর্য্য বুঝে যে পণ্ডিতে ॥
স্বপ্নছলে কৃষ্ণ চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল। গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসি টীকা কৈল ॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থের টীকাতে। ° ° ° ° °
শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতাদিক কাব্যগনে। বর্নিল যে সব মহানন্দ আস্বাদনে ॥
বর্নিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্য রসায়ন। স্বপ্নছলে মহাপ্রভু করয়ে বারন ॥
° ° ° ° ° ° °
শ্রীচৈতন্য রসায়নে বর্নিতেন যাহা। না হইল গ্রন্থ পূর্ণ না বর্নিল তাহা ॥
প্রভুর কীর্ত্তনে মত্ত হৈয়া নিরন্তর। বর্নিলেন গীত সে দিবস মনোহর ॥

এইভাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্ষনদা গীত চিন্তামনি নামে সঙ্গীত শাস্ত্র প্রনয়ন করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দের সেবা স্থাপন করেন। এক ব্রহ্মচারী তীর্থ ভ্রমন কালে মথুরায় পৌঁছিলে গোকুলানন্দ স্বপ্নে বলিলেন তুমি আমাকে বিশ্বনাথের হস্তে অর্পন কর। প্রভাতে ব্রহ্মচারী গোকুলানন্দে আনিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে অর্পন করেন। বিশ্বনাথ গোকুলানন্দে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানুরাগে সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দ জীউ বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি মাঘীশুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রকট হন। বৃন্দাবনে পাথরপুরায় তাহার সমাধি ছিল। বর্ত্তমানে তাহা গোকুলানন্দে অপসারিত হইয়াছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, মহাদার্শনিক পরমভক্ত, রসবিদ, শ্রেষ্ঠ কবি ও বৈষ্ণব

চূড়ামনি ছিলেন। তিনি ১। শ্রীমদ্ ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী, ২। গীতার "সারার্থবর্ষিনী, ৩। উজ্জ্বল নীলমনির 'আনন্দ চন্দ্রিকা," ৪। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর "ভক্তিসার প্রদর্শিনী ৫। গোপাল তাপনীর ভক্তহর্ষিনী, ৬। আনন্দ বৃন্দাবন চম্পুর সুখবর্ত্তনী ৭। অলঙ্কার কৌস্তুভের সুবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন। ইহাভিন্ন ব্রহ্মসংহিতা, চৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকাদির টীকা রচনা করেন। স্বরচিত, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত, ঐশ্চর্য্য কাদম্বিনী, স্তবামৃতলহরী, শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত মন্ত্রার্থ দীপিকা, ভাগবতামৃত কনা, সিন্ধুবিন্দু, উজ্জ্বল কিরন, রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা, মাধুর্য্য কাদম্বিনী, গৌরগন চন্দ্রিকা, চমৎকার চন্দ্রিকা ও ক্ষনদা গীতচিন্তামনি নামে গ্রন্থাবলী দৃষ্ট হয়। শ্রীহরি বল্লভ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর।

তথাহি —তত্রৈব—

"শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরি বল্লভ। গীতের আভোগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞসব ॥"

স্বরচিত মন্ত্রার্থ দাপিকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দুই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কাম গায়ত্রীর সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর নিরূপনে অসমর্থ হইয়া যখন রাধাকুণ্ডে অনশন গ্রহন করিলেন তখন শ্রীমতী রাধিকা দর্শন প্রদান কালের বাক্য যথা—
"শ্রীবৃষভানু নন্দিনী আগতা ব্রবীতি— "ভো বিশ্বনাথ ! হরিবল্লভ ! ত্বমুত্তিষ্ঠ।"
পদকল্পতরু গ্রন্থে হরিবল্লভ নামে পদাবলী দৃষ্ট হয়। স্ববিরচিত ক্ষনদা গীত চিন্তামনি গ্রন্থে তাঁহার রচিত ৩৯টি পদ রহিয়াছে।

দ্বিজ হরিদাস— দ্বিজ হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সুগায়ক।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা।

"দ্বিজ হরিদাস বন্দ বৈদ্য বষুদাস। যাঁর গীত শুনি প্রভু অধিক উল্লাস ॥"

দ্বিজ হরিদাস প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য। বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চন গড়িয়ায় তাহার নি াস তিনি মহাপ্রভুর সমীপে নীলাচলে অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বিরহ ব্যথিত হরিদাস প্রানত্যাগ উদ্যোগ করিলে প্রভু স্বপ্নে দর্শন প্রদান করত: সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা বর্ণন করিয়া নিজ পুত্রদ্বয়ে আচার্য্য সমীপে দীক্ষা প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন আজ্ঞামত হরিদাস নীলাচল হইতে কাঞ্চন গড়িয়া আগমন

করতঃ স্বীয় পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে দীক্ষা গ্রহনের জন্য বলিলেন। তারপর হরিদাস প্রেম অনুরাগে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তথায় শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ মিলন ঘটিলে তাহাকে নিজ পুত্রদ্বয়ে দীক্ষার্পনের কথা বলিলেন। কতদিন বৃন্দাবনে অবস্থানের পর ১৫৩০ শকাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী দিনে অন্তর্দ্ধান হন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—৯ অধ্যায়—

"মাঘী কৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য।
সংগোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য॥"

কাঞ্চন গড়িয়ায় তাহার পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ তাহার তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। সেই উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ তৎকালীন প্রকট শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ যোগদান করিয়াছিলেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থে "দ্বিজ হরিদাস" ভনিতাযুক্ত পদ দেখা যায়।

হরিদাস—শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালীন ও পরবর্ত্তী বহু হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা হরিদাসকে তাহা বলা সুকঠিন মুরলী বিলাসের ২০ বিলাসে হরিদাস ভনিতা যুক্ত পদ রহিয়াছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে সপার্ষদ গৌরাঙ্গ বন্দনার শেষে অন্তে শ্রীনিবাস বন্দনায় সমাপ্তি করিয়াছেন। যথা—

"অন্তে শ্রীনিবাস পদ, সেবা যুক্ত সে সম্পদ, সে সম্পদে সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে, কিবা গৌড় ব্রজবাসে, দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়॥"

"অন্তে শ্রীনিবাস পদ" স্থলে পাঠান্তর শ্রীবাস দেখা যায়। শ্রীবাস পণ্ডিতকে গ্রন্থের বর্ণনে 'শ্রীনিবাস' বলা হইয়াছে। বন্দনার পদে নরোত্তম, শ্যামানন্দাদি না থাকায় পদকর্ত্তা ইহাদের অগ্রবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে গৌরীদাস পণ্ডিতের কালনায় শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন লীলা বিষয়ক পদ দেখা যায়।

তথাহি—

"হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ, কহে দীন হরিদাস॥"

এই দুই প্রমানে হরিদাস গৌরীদাস বা [illegible]বাস পণ্ডিতের অনুগত বলিয়া মনে হয়।

হরিরাম দাস— হরিরাম আচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১৫ তরঙ্গে—

"শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য—হরিরামাচার্য্য। সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকীক সর্ব্বকার্য্য॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥
সংকীর্ত্তনে পরম বিহ্বল নিরন্তর গায় কবিগণ সে চরিত মনোহর॥"

গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থল গোয়াস গ্রামে শিবাই আচার্য্যের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ আচার্য্য, পুত্র গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রেমবিলাস—২০ বিলাস—

"হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র তিঁহো জগতে বিদিত॥
গঙ্গা পদ্মা সঙ্গম যেবা স্থলে হয়। তথায় গোয়াস গ্রামে তাহার আলয়॥"

হরিরামের পিতা শিবাই আচার্য্য ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদা হরিরাম ও রামকৃষ্ণ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বলিদানের জন্য পিতা আদেশে ছাগ ক্রয় করিয়া ফিরিতেছেন, পথে ঠাকুর নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজের দর্শন, শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভগবৎ উদ্দেশ শ্রবনে বিমোহিত হন। তখন ছাগ গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া দুই ভ্রাতা দুয়ের চরণে লুণ্ঠিত হন। হরিরাম রামচন্দ্র কবিরাজ ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হন। কিছুদিন খেতুরী ধামে শ্রীগুরু সমীপে অবস্থান করিয়া গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে শিবাই আচার্য্য পুত্রদ্বয়ের কর্ম্মে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। হরিরাম ভ্রাতাসহ গ্রামে আসিয়া প্রথমে বলরাম কবিরাজে গৃহে অবস্থান করেন। সংবাদ পাইয়া শিবাই আচার্য্য পুত্রের মত খণ্ডনের জন্য পণ্ডিত মণ্ডলী একত্রিত করিলেন। শেষে মিথিলা হইতে সেই সময়ের দিগ্বীজয়ী মুরারী পণ্ডিতকে আনয়ণ করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। হরিরাম একে একে সবাইকে শাস্ত্র যুদ্ধে পরাভব করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করেন। হরিরাম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ করেন। তথাহি—হরিরাম আচার্য্য সূচকে।—

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়, যজ্জীবন, ভনব কি নরহরি মহিমা অপার॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে "হরিরাম" ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

হরেকৃষ্ণ দাস রাস পঞ্চধ্যায়ের পয়ারে অনুবাদক। পদকল্পতরু (৬০, ১৩৭২) দুইটি পদ ইহার রচনা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় আনন্দ বাজার পত্রিকায় ১৩১৬। ১১ অগ্রহায়নে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে উহার সংগ্রহে হরেকৃষ্ণ দাসের পদাবলীতে ৬৩ টি পদ ছিল। ইনি ভূগর্ভ গোস্বামী, পণ্ডিত গদাধর, পূজারী গোস্বামী প্রভৃতির নামত উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে হরেকৃষ্ণ দাস প্রায় তিনশত বর্ষের পূর্ব্বেই প্রকট ছিলেন। শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদে তদীয় পদ।

"গোরাচাঁদ হারাশুনি গোপীনাথ ঘরে। দারুন বিশাল শেল ফুটিল অন্তরে"

হেন নাহি দেখি কেহ থসায় টানিয়া। কিম শেলের বিষ উঠিল জিনিয়া ॥
গোরাবিনে দশদিশ সকলি আঁধার। গোরাবিনে ধিকধিক জীবন আমার ॥
একথা শুনিয়া কেনে নাগেল পরাণ। কেমন কঠিন হিয়া পাষান সমান ॥
দাস হরেকৃষ্ণ মরে বুক বিদরিয়া। নিরবধি ঝুরে আঁখি গোরানা দেখিয়া ॥

হৃদয় নাথ—হৃদয় নাথের পরিচয় অজ্ঞাত। হৃদয় নাথের ভনিতা যুক্ত পদ দেখাযায়।

॥ সমাপ্ত ॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত—ভিক্ষা সাত টাকা, ৩ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন ভিক্ষা কুড়ি টাকা (পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ, স্থান মাহাত্ম্য ফটো আদি বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ), ৪। নিত্যানন্দ চরিতামৃত— ভিক্ষা দশ টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত) ৫। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—ভিক্ষা বার টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীর চন্দ্রের জীবনী) ৬। অভিরাম লীলামৃত—ভিক্ষা ত্রিশ টাকা (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে নবদ্বীপে এসে 'অভিরাম গোপাল' নাম ধরলেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী) ৭। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—ভিক্ষা সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মাহাত্ম্যসহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর বিবরণ), ৮। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিপর্যয় তথ্য শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তিধর্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস), ৯। সীতাদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ —ভিক্ষা চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনী সহ), ১০। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ—ভিক্ষা চার টাকা (সখ্যভাবাশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি প্রচীন গ্রন্থ), ১১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—ভিক্ষা দশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদের বিরচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য-সঙ্গীতাদি গ্রন্থাবলীর তালিকা, গ্রন্থের বর্ণণীয় বিষয় ও লিখনকালাদি আলোচিত রহিয়াছে). ১২। গৌরভক্তামৃত লহরী (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা, (৪, ৫, ৬, ৭, খণ্ড) ষাট টাঃ(৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) (গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের জীবনী গ্রন্থ) ১৩। সাধক স্মরণ—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (ভক্তি সাধক গণের সহায়ক স্তব, স্তোত্র, অষ্টক, প্রণাম কীর্ত্তনাদি), ১৪। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গগণো-দ্দেশাবলী—ভিক্ষা (১ম খণ্ড) পনের টাকা, (২য় খণ্ড) পাঁচ টাকা (১ম খণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ লঘু ও বৃহৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীরামাই পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌর-গণোদ্দেশ

দীপিকা সম্বলিত), ১৫ | শ্রীনিত্যভজন পদ্ধতি— (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা (বৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রণাম কামগায়ত্র্যার্থ বৈষ্ণব সদাচর নিশান্ত ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অধিবাসাদি কীর্ত্তন। নিকুঞ্জরহস্য স্তবাদি বর্ণিত রহিয়াছে), ১৬। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য—ভিক্ষা সাত টাকা, ১৭। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি— ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা (গায়ত্রীসহ শ্রীগুরু পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি), ১৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—ভিক্ষা ছয় টাকা, ১৯। শ্রীঅনুরাগবল্লী—ভিক্ষা সাত টাকা. (শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিতমূলক গ্রন্থ). ২০। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য—ভিক্ষা ছয় টাকা, ২১। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা, ২২। শ্যামানন্দ প্রকাশ— (প্রভু শ্যামানন্দের জীবন চরিত)—দশ টাকা, ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয়—পাঁচ টাকা, ২৪। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পাঁচ টাকা, ২৫। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক প্রাচীন পদাবলী) —বার টাকা, ২৬। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—সাত টাকা (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়) ২৭। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহকোষ—১ খণ্ড—কুড়ি টাকা (খণ্ডবাসী নরহরি সরকার বিরচিত). ২ খণ্ড— ষাট টাকা (শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত গৌরলীলাপদ) দুই শতাধিক পদকর্ত্তার পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ২৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—কুড়ি টাকা (প্রাচীন গ্রন্থ সমন্বয়ে) ২৯। চৈতন্য কারিকায় শ্রীরূপ কবিরাজ —পাঁচ টাকা (ভক্তিধর্ম্ম বিরোধী শ্রীরূপ কবিরাজের জীবন চরিত), ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয়—পঁচিশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ), ৩১। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পাঁচ টাকা (প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডোৎসব লীলা বৈচিত্র), ৩২। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোবা— সাত টাকা (ইংরাজী) ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী কুড়ি টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া—যন্ত্রস্থ (লীলা কীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি মূলক গ্রন্থ) ৩৫। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—ত্রিশ টাকা (দুই শতাধিক বৈষ্ণব পদ কর্ত্তাগণের পরিচিতি)।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী প্রচার মূলক পত্রিকা "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" (বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা) ও অপ্রকাশিত, দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা) পত্রিকাদ্বয়ের গ্রাহক হউন।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অভিনব গবেষণা

কীর্ত্তন গায়ক ও কীর্ত্তন প্রদানকারীগণের সহায়তায় প্রকাশিত

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া

সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার সংকীর্ত্তন রসের ধারক বাহক প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তন শিল্পীগণের তালিকা প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছি। লীলা কীর্ত্তন গায়কগণ নিজ নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা, সংস্থার নাম, বয়স, কতদিন কীর্ত্তন করেছেন পাশপোর্ট সাইজে একটি সাদাকালো ফটো ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠিয়ে তালিকা ভুক্ত হউন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ চলছে। গ্রন্থকারের ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন। আপনি তথ্য পাঠান ও পরিচিত লীলাকীর্ত্তন গায়কগণকে তথ্য পাঠাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ভিক্ষা— ৪০ (চল্লিশ) টাকা।

পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় পদাবলী সাহিত্য। যে সকল পদাবলী সাহিত্য নিয়ে পঞ্চশত বর্ষকাল ধরে সংকলন, পদ রচনা, লীলাকীর্ত্তন ও গবেষণা সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদাবলী রচয়িতা গণের (প্রায় দুইশত) জীবনী সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভিক্ষা —ত্রিশ টাকা

প্রকাশিত পত্রিকাদ্বয়

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী প্রচার মূলক পত্রিকা "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" (বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা) ও অপ্রকাশিত, দুঃষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার মূলক পত্রিকা 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' (বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা) পত্রিকাদ্বয়ের জন্য একত্রে ছত্রিশ টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হন।

যোগাযোগঃ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ।